পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 253 Wednesday, 13 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৫৩ সংখ্যা ❋ ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২, বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নির্বাচন কমিশনকে সমর্থন সুপ্রিম কোর্টের, 'আধার কার্ড নাগরিকত্বের বৈধ প্রমাণ নয়'

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ফের নির্বাচন কমিশনের অবস্থানকেই বহাল রাখল। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয় যে, ভারতের নাগরিক হিসেবে আধার কার্ডকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। যেভাবে স্থায়ী বাসিন্দা নিরূপণের কাজ চলছে, তা চলবে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আধার বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার জন্য পরিচিতিমূলক নথি মাত্র। এক্ষেত্রে আধার কার্ডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু, এই কার্ড সেই ব্যক্তির নাগরিকত্ব প্রমাণ করে না। বিহারে বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচন কমিশন বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন করে লাখে লাখে নাম বাতিল করেছে। এই মর্মে বেশ কিছুদিন আগেই অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইটস, তৃণমূল, কংগ্রেস সহ একাধিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। তারই শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ একথা জানিয়ে দেয়। নির্বাচন কমিশন এর আগেই আদালতে জানিয়েছিল, আধার কখনও স্থায়ী বাসিন্দার উপযুক্ত প্রমাণ হতে পারে না। তাই আধার কার্ড থাকলেই ভোটদানের অধিকার থাকতে পারে না। এদিন বেঞ্চ কমিশনের সেই যুক্তিকেই সমর্থন করেছে। আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল যুক্তি দেন যে, আধার, রেশন এবং সচিত্র পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও ভোট আধিকারিকরা সেগুলি কোনও প্রমাণ বলেই গ্রহণ করতে চাইছেন না। এর জবাবে বিচারপতি কান্ত বলেন, এই নথিগুলি প্রমাণ করে যে আপনি ওই এলাকায় বাস করেন। বিচারপতি কান্ত আরও বলেন, বিহারে কারও কাছে বৈধ নথি নেই, এরকম যুক্তি খুবই সুদূরপ্রসারী যুক্তি। আধার কিংবা রেশন কার্ড থাকলেও তা নাগরিকত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ নয়। কমিশনের তরফে আদালতে হাজির প্রবীণ আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী বলেন, এ ধরনের কাজে কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যায়। তবে ৩০ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে তা শুধরে নেওয়া যাবে। এ ধরনের ভোটার তালিকা সংশোধনের অধিকার বা ক্ষমতা কমিশনের আছে কিনা, এই বিষয়ে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ইসিআইয়ের যদি এই ক্ষমতা না থাকত তাহলে সেখানেই বিষয়টি শেষ হয়ে যেত। কিন্তু, কর্তৃপক্ষের সেই অধিকার থেকে থাকে তাহলে এই প্রক্রিয়ায় আদালতের কোনও আপত্তি নেই।

তিলোত্তমার বাবার মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মুখ খুলল চিকিৎসক সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ নবান্ন অভিযানে কেন যায়নি? সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিকিৎসকদের সংগঠনকে দুষেছিলেন তিলোত্তমার বাবা। এও বলেছিলেন চিকিৎসকদের সংগঠন সিপিএম-এর হয়ে রাজনীতি করছে। এবার সেই বিষয়টি নিয়েই মুখ খুলল সংগঠন। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, চিকিৎসকদের সংগঠন কোনও রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়। আজ, মঙ্গলবার একটি বিবৃতি জারি করে সংগঠন। পরিষ্কার সেখানে তারা জানায়, এই মঞ্চ কোনও রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চাই, সমস্ত রকম দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে চিকিৎসক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিবাদী মানুষ ও সংগঠনকে নিয়েই এই মঞ্চ তৈরি হয়েছে। এই মঞ্চের প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য তিলোত্তমার ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা। আর যেন কোনও তিলোত্তমা যাতে না হয় সেই লড়াই চালিয়ে যাওয়া। চিকিৎসকদের সংগঠনের দাবি, তিলোত্তমার মৃত্যু একটি প্রতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক হত্যা। মঞ্চ তাদের বিবৃতিতে লিখেছে, ''এখনও পর্যন্ত ন্যায় বিচার না পাওয়াটাও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য উভয় সরকার একই রকম উদ্যোগী।'' একই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, এই সংগঠন তিলোত্তমার মা ও বাবার লড়াইকে কুর্নিশ জানায়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সঠিক বিচার ছিনিয়ে আনার জন্য চিকিৎসকদের এই সংগঠন তাদের সঙ্গে এই লড়াইতে আগেও ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। পাশাপাশি ১৪ই আগস্ট 'রাত দখলের ডাক' দেওয়া হয়েছে মঞ্চের তরফে। গত শনিবার তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবি তাঁর মা-বাবা নবান্ন অভিযানের ডাক দেন। সেই অভিযানে তৃণমূল বাদে সব রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানান তাঁরা। তবে দেখা যায় বিজেপি বাদ দিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি। একই সঙ্গে ছিল না চিকিৎসকদের সংগঠন। এই নিয়েই মুখ খুলেছিলেন তিলোত্তমার বাবা। বলেছিলেন, ''পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চিকিৎসকদের সংগঠন সিপিএম-এর হয়ে রাজনীতি করছে।'' আজ তারই পাল্টা উত্তর দেওয়া হল মঞ্চের পক্ষ থেকে।

'কেন এত নেতা খুন হচ্ছেন? আইবি কেন আগে থেকে খবর পাচ্ছে না?'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ কেন এত নেতা খুন হচ্ছেন? 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' নিয়ে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুলিশ সুপার, আইসি, ওসিদের নিজেদের এলাকা দায়িত্ব সহকারে দেখার নির্দেশ। কোনও পুলিশ অফিসারের নাম না করে এই নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। গত কয়েক দিন ধরে বেশ কিছু জেলায় খুন হয়েছেন বেশ কিছু শাসক দলের নেতা। সেই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মতা ওয়াকিবহাল মহলের। মমতার সাফ কথা, থানার ভূমিকা ভাল করে দেখতে হবে। আইবি কেন আগে থেকে খবর পাচ্ছে না? প্রশ্ন মমতার। এরপরই রীতিমতো ক্ষোভের সুরে বলেন, দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকলাম, কাজ করলাম না সেটা করলে হবে না। সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিতি ছিলেন জেলাশাসক এবং বিভিন্ন জেলার এসপি থেকে শুরু করে কমিশনারেটের সিপিরা। হিসাব বলছে ৩৭ দিনে রাজ্যে তৃণমূলের ১০ নেতা-কর্মী খুন। ইংরেজবাজার, ভাঙড় থেকে সুতি। লাভপুর-মল্লারপুর থেকে কোচবিহার, বারবার গুলি-বোমা। সম্প্রতি বারবার টার্গেট হয়েছেন শাসক নেতা। একাধিক জায়গায় শাসক নেতা খুনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দিকেই আঙুল উঠেছে। গ্রেফতার হয়েছে শাসক দলের নেতা কর্মীরা। সোনামুখীতে শাসক নেতা খুনের নেপথ্যেও কি তৃণমূলের কোন্দল? চাপানউতোর চলছেই। কদিন আগেই কোন্নগরে প্রকাশ্য রাস্তায় এলোপাথাড়ি কোপ মেরে খুন করা হয় দাপুটে তৃণমূল নেতাকে।

পুলিশের উপর ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

বাঁকুড়ায় আবার গত সোমবার রাত ৯টা নাগাদ পর পর গুলি করে খুন করা হয় তৃণমূলের বুথ কনভেনারকে। অন্যদিকে কোচবিহারে ভরা বাজারে গুলি করে খুন করা হয়েছে ডায়াগুড়ির পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তলা রায়ের ছেলেকে। তা নিয়ে চাপানউতোর যখন পুরোদমে তারইমধ্যে মমতার উদ্বেগ প্রকাশ পুলিশের উপর চাপ বাড়াবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এদিন উপস্থিত ছিলেন সব জেলার পুলিশ সুপার। তাঁদের সামনেই সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগ ও অসন্তোষ স্পষ্ট, ''দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকলাম, কাজ করলাম না, এটা চলবে না। কে কোন থানায় আছেন, কী করছেন, নজর রাখতে হবে।'' আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে গোয়েন্দা বিভাগও। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া মন্তব্য, ''আইবি কী করছে? আগাম কোনও খবর তারা পায় না কেন? খুন হয়ে যাওয়ার পরে রিপোর্ট দিলে চলবে না। আগেই কেন প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না?'' গত জুলাই মাসে বীরভূমে এক সপ্তাহের মধ্যে দুই তৃণমূল নেতার খুন নিয়েও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার বাঁকুড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার সরব হলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। নইলে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধারাবাহিক রাজনৈতিক খুনের ঘটনায় সরকারের ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এগিয়ে এসে কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন প্রশাসনকে। তবে এভাবে একের পর এক রাজনৈতিক খুন রুখতে পুলিশের কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে বিশেষজ্ঞ মহলও।

লোকসভা ভেঙে দিক, তারপর সারাদেশে এসআইআর করাক, বললেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ 'এসআইআর-এ আপত্তি নেই, করুক। কিন্তু আগে লোকসভা ভেঙে দিক' মঙ্গলবার দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় এই সুরেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ফের দলীয় সাংসদদের সঙ্গে দিল্লিতে মধ্যাহ্নভোজের বৈঠকে যোগ দেন অভিষেক। জানা গিয়েছে, নয়াদিল্লির পার্টি অফিসে হবে বৈঠক হয়। ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর সেই বৈঠকে যোগদানের আগে অভিষেকের মুখে সোমের প্রতিবাদের কথা। এদিন সাংসদ বলেন, ''আপনারা দেখেছেন গতকালের মিছিল শান্তিপূর্ণ ছিল। লোকসভা, রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট ৩০০ জন জনপ্রতিনিধি ছিলেন। এতদিন পরেও আমাদের কেন ডিজিটাল ভোটার লিস্ট দেওয়া হবে না? কেন জোর করে এসআইআর করা হবে? এই সকল প্রশ্ন নিয়েই কমিশনের সদর দফতরে মিছিল করেন বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। কিন্তু ওদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পুলিশের বর্বরতা, অতিসক্রিয়তা মানুষ দেখেছেন। আমরা যখন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম তখনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশ একই ভাবে মিছিলে যোগদানকারীদের উপর চড়াও হয়েছিল। নিগ্রহ করেছিল।'' এরপরেই 'লোকসভা ভেঙে দেওয়ার' প্রসঙ্গ শোনা যায় অভিষেকের মুখে। সাংসদ বলেন, ''কমিশনের সব দাবি যদি মেনেনি, তা হলে বলতে হবে, এই ভোটার লিস্টের ভিত্তিতেই দেশে লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল। এই ভোটার লিস্টের ভিত্তিতেই দেশে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। তা হলে ওনারা সবার প্রথমে পদত্যাগ করুক। এই তালিকার ভিত্তিতেই বিজেপি মাস ছয়েক আগে দু-চারটি রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। ওখানে

পদত্যাগ করানো হোক। আমরাও পদত্যাগ করব। লোকসভা ভেঙে দিক। তারপর সারাদেশে এসআইআর করাক। নতুন তালিকায় আবার নির্বাচন হোক। আপনারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।'' পাল্টা অভিষেকের ইস্তফা প্রসঙ্গের পাল্টা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দাবি, ''২০০২-০৩ সালে এসআইআর-এ প্রায় ২০ লক্ষের বেশি নাম বাদ গিয়েছিল। সেই সময় বা তার আগে যে সরকার নির্বাচিত হয়েছিল, তা হলে তাদের ফেলে দেওয়া উচিত ছিল। বিশেষ ও নিবিড় ভোটার পরিমার্জন ভারতে বছর বছর ধরে হয়ে আসছে। এটা প্রথম নয়। এর আগেও বহুবার হয়েছে। ভারত স্বাধীনতার পর কোনও এনআরসি রেজিস্টার তৈরি করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। তাই সময় মতো এসআইআর হয়। এদিন দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে মহিলা সাংসদদের উপর নিগ্রহের অভিযোগ তোলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, গতকালের প্রতিবাদ মিছিল পুলিশ মহিলাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এমনকি, কমিশন বিজেপির 'কৃতদাস' হয়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, ''সাংসদদের আটক করে থানায় বসিয়ে রাখল। ওরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। মানুষের প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিল। কমিশন তো নিরপেক্ষ, ওরা কেন উত্তর দিচ্ছে না? বিজেপি সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে কৃতদাস করে দিয়েছে।'' পাশাপাশি, আগের মতোই বাংলায় এসআইআর-এ একজনের নাম বাদ গেলে এক লক্ষ লোক নিয়ে কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর সংযোজন, ''বিজেপি ভাল করে জানে বাংলার মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। আর দেশে এতই যদি ভুয়ো ভোটার থাকে, তা হলে তৎকালীন চিফ নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হোক। এত ভুয়ো ভোটার থাকতেও কেন নির্বাচন হল?''

'নবান্ন অভিযানে অভয়ার মাকে মারধরের প্রমাণ নেই, থাকলে দিন', বার্তা কলকাতা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ নবান্ন অভিযানের পরে রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেই সাংবাদিক সম্মেলনে বড় দাবি করল কলকাতা পুলিশ। সোমবার লালবাজারে যুগ্ম কমিশনার (সদর) মিরাজ খালিদ এবং কলকাতা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, ''এখনো পর্যন্ত ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণে এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি যেখানে দেখা যাচ্ছে পুলিশ অভয়ার মাকে ফেলে মারধর করছে।'' রূপেশ কুমার বলেন, ''অভয়ার মা আহত হয়েছেন, এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যত ভিডিও ফুটেজ আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, তাতে এমন কোনও মুহূর্ত ধরা পড়েনি যেখানে পুলিশ তাঁকে আক্রমণ করছে।'' পাশাপাশি তাঁর অনুরোধ, ''যদি সংবাদমাধ্যম বা সাধারণ মানুষের কাছে এমন কোনও ভিডিও প্রমাণ থাকে, তারা যেন সরাসরি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমরা সবদিক খতিয়ে দেখতে চাই।'' অভয়ার মা আহত হওয়ার অভিযোগ ইতিমধ্যেই নিউ মার্কেট থানায় দায়ের হয়েছে। কীভাবে তিনি আহত হলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশের পক্ষ থেকে কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়, যেখানে দেখা যায়, আর আর

অ্যাভিনিউয়ের পরিবর্তে মিছিল পার্ক স্ট্রিটের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ কিড স্ট্রিট এবং পার্ক স্ট্রিটে বাধা দেয়। পুলিশের দাবি, সংঘর্ষে ৫ জন পুলিশকর্মী আহত হন, গুরুতর আহত হন ডিসি এসএসডি-র গার্ড। নবান্ন অভিযানের দিন পুলিশকে উদ্দেশ্য করে আক্রমণের অভিযোগে মোট ৬টি মামলা রুজু হয়েছে, জানিয়েছেন যুগ্ম কমিশনার মিরাজ খালিদ। ইতিমধ্যেই ৬ জনকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। পুলিশের তরফে এও বলা হয়েছে, গোটা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। শুধুমাত্র মিছিল দমন নয়, যাঁরা আইন ভাঙছেন বা পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজনৈতিক তরজা চলছে নবান্ন অভিযানকে ঘিরে। এর মধ্যেই পুলিশের এই বিবৃতি নতুন করে বিতর্ক তৈরি করতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এদিন বৈঠক থেকে মিরাজ খালিদ আরও বলেন, ''গত ৯ তারিখ নবান্ন অভিযান হয়। 'নবান্ন চলো' সমাজ মাধ্যমে প্রচার চলে। পুলিশকে কোনও কিছু জানানো হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ ফেসবুকে ডাক দেয় বলে জানতে পারি। এরপর ওদের ইমেল করি। সেই সময় তারা বলে আমরা আয়োজক নই। তারপরে আদালতে যায়।'' মিরাজ খালিদ এও বলেন, ''পুলিশের তরফে বলা হয়, হয় সাঁতরাগাছি বা রানি-রাসমণিতে বিক্ষোভ দেখানো যেতে পারে। এটি প্রেস ব্রিফিং করেও বলা হয়।'' তিনি আরও বলেন, ''৯ তারিখ পুলিশ ছিল। ওখানে ৫০০ মত লোক ছিল। হঠাৎ করে রানি-রাসমণি না গিয়ে ডোরিনা গিয়ে সাউথের দিকে মিছিল যায়। সেই সময় পুলিশ বাধা দেয়। বলা হয় যে রুট তো ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পার্কস্ট্রিট দিকে যেতেই থাকে। কেউ কথা শোনেনি। পুলিশকে মারধর হয়েছে। ৫ জন পুলিশ আহত হয়েছে। ডিসির গার্ড গুরুতর আহত হয়েছেন। ৬টি কেস রেকর্ড হয়েছে।'' এরপর এদিন মিছিলের একটি ভিডিয়ো দেখানো হয় পুলিশের তরফে। সেই ভিডিয়ো দেখানোর পর পরবর্তীতে পুলিশের তরফে জানানো হয়, পরিস্থিতি খারাপের জন্য মৃদু লাঠিচার্জ করা হয়েছে।

অপরাধীরা এখনও মুক্ত, পূর্ণ ন্যায়বিচার চাই! ১৪ আগস্ট ডাক নাগরিক কনভেনশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পার হয়েছে। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার মেলেনি বলেই দাবি। গত শুক্রবার এই ইস্যুতে একদিকে হয়েছিল 'রাত দখল', শনিবার হয়েছিল নবান্ন অভিযান। তার ডাক দিয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। আগামী ১৪ আগস্টও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রতিবাদীদের। তার মধ্যেই যুক্ত হল গণকনভেনশন। ডাক্তার তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে আগামী ১৪ আগস্ট নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের আহ্বান, ন্যায় ও মানবাধিকারের স্বার্থে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই উদ্যোগে যোগ দিতে হবে। আয়োজকরা অভিযোগ করেছেন, প্রশাসনিক উদাসীনতায় আরজি করের নির্যাতিতার মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের দাবি, ধর্ষণ ও নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত অনেকেই এখনও মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা ন্যায়বিচারের পথে বড় বাধা। পাশাপাশি, অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা এবং ভুক্তভোগী পরিবারের সুরক্ষারও দাবি জানানো হয়েছে।

নির্দেশ না মানায় আজ মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে তলব কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মানা হয়নি। সময় বেঁধে দেওয়ার পরও নির্বাচন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত চার অফিসারকে সাসপেন্ড করেনি নবান্ন। শুধুমাত্র নির্বাচন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া থেকে এক অফিসার ও এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে সরানো হয়েছে। নির্দেশ না মানায় এবার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বুধবার বিকেল ৫টায় দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে। বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই, এমন ভোটারের নাম তুলে দেওয়া হয়েছে ভোটার লিস্টে। ভয়ঙ্কর এই অভিযোগের পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তা খুঁজতে গিয়ে কমিশনের হাতে এসেছিল পাঁচজনের নাম। বারুইপুর পূর্বের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, ওই কেন্দ্রের এইআরও তথাগত মণ্ডল, আর ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার এবং ওই কেন্দ্রের এইআরও সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে ওঠে অভিযোগ। এছাড়া, সুরজিৎ হালদার নামে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের নামও সামনে আসে। চার অফিসারকে দ্রুত সাসপেন্ডের নির্দেশ দেয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আবার এই চারজনের পাশাপাশি ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধেও এফআইআরের সুপারিশ করা হয়। এই নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠায় কমিশন। সেই চিঠির জবাব না পাওয়ার পর ফের মুখ্যসচিবকে কমিশনের তরফে চিঠি পাঠানো হয়। এবার ওই চার অফিসার ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়। পদক্ষেপের জন্য সোমবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত সময় দেয় কমিশন। সোমবার রাজ্যের তরফে কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, এইআরও সুদীপ্ত দাস ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারকে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। বাকি ৩ জনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য। তবে রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপকে প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করে। রাজ্যের ব্যাখ্যা হল, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের অনেক দায়িত্ব পালন করতে

হয়। তার পাশাপাশি থাকে ইলেকটোরাল রোল সংক্রান্ত কাজ। এত কাজ করার পরও কোনও তদন্ত ছাড়া অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে অন্যদের উপর প্রভাব পড়তে পারে। কমিশনের নির্দেশ নবান্ন না মানায় এবার মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠানো হল। মুখ্যসচিবকে কমিশনকে কী জবাব দেন, সেটাই এখন দেখার। প্রসঙ্গত, কমিশন চার অফিসারকে সাসপেন্ড করা নিয়ে প্রথমবার চিঠি পাঠানোর পর সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়গ্রামে এক সভা থেকে তিনি বলেছিলেন, ''কোন আইনের বলে তুমি নোটিস পাঠাচ্ছ? সাসপেন্ড করছ। আর বলে দিচ্ছ, এফআইআর করতে হবে। হবে না। আমি কারও পানিশমেন্ট হতে দেব না। এটা মাথায় রাখবেন।'' জানা গিয়েছে, কমিশনের তলবের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। তারপরই ঠিক হয়, কমিশনের দফতরে যাবেন মনোজ পন্থ। বুধবার সকালেই তিনি দিল্লি রওনা দেবেন। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ নিয়ে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''সংবিধান যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁরা এই বিষয়টা মাথায় রেখেই বলেছিলেন, নির্বাচনকালীন সময় ছাড়া নির্বাচন কমিশনের কোনও সরকারের উপর কোনও কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু, এখন দেখছি, এরা সমস্ত রীতি নীতি লঙ্ঘন করে উড়েপড়ে লেগেছে যে বিজেপির নির্দেশে কাজ করব, বিজেপির স্বার্থে কাজ করব। যেখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার নেই, সেখানে ক্রমাগত হয়রানি করব। এই ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি ও জনগণ এটা মেনে নেবে না।'' রাজ্যের শাসকদলকে তোপ দেগে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ''আপনি সাসপেন্ড করলেন না। আপনিই তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। এই ইআরও-রা যে লগইন-পাসওয়ার্ড শেয়ার করে দুর্নীতি করেছেন, এ তো আপনারা করিয়েছেন। আপনি যাঁদের দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন, তাঁদের সাসপেন্ড করলে চাপে পড়ে যাবেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের আর্জি, কড়া শাস্তি দেওয়া হোক।'' মুখ্যসচিবকে নির্বাচন কমিশনের তলব নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত বলেন, ''নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার যেহেতু তাদের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর বা সাসপেন্ডের নির্দেশ কার্যকর করেনি, তাই নির্বাচন কমিশনের সেই সাংবিধানিক এবং আইনি ক্ষমতা রয়েছে স্বতঃ প্রণোদিতভাবে এফআইআর করার। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সুয়োমটো এফআইআর করতে পারে নির্বাচন কমিশন।'' এরপরই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, ''নির্বাচন কমিশনের তলবে রাজ্যের মুখ্যসচিব দিল্লি যাচ্ছেন। যেখানে গিয়ে দু'পক্ষ আলোচনায় বসবেন। আলোচনায় যদি সমাধান সূত্র বের হয়, তাহলে ভাল। নইলে নির্বাচন কমিশনের সেই সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি রাজ্যের বিরুদ্ধে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার। এমনকি, নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতিকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেও আবেদন করতে পারে। তবে আরও একটি বিষয়, সুপ্রিম কোর্টে দু'পক্ষের যাওয়ার পথ খোলা থাকছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত যা বলবে, তা মানতে বাধ্য থাকবে দু'পক্ষই।''

তিলোত্তমার বাবাকে আইনি চিঠি কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ তিলোত্তমার বাবাকে আইনি নোটিস পাঠালেন কুণাল ঘোষ। তাঁর বাবার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের। ক্ষমা না চাইতে হবে তিলোত্তমার বাবাকে। নতুবা চারদিন পর মামলা করবেন কুণাল। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তবে মৃত মহিলা চিকিসকের বাবার দাবি, তিনি এখনও কোনও নোটিস পাননি। তৃণমূল নেতার দাবি, তিলোত্তমার বাবা সংবাদ-মাধ্যমে বলেছেন, সিবিআই টাকা খেয়ে তদন্ত নষ্ট করেছে। রাজ্য সরকার টাকা দিয়েছে। কুণাল ঘোষ সিজিওতে গিয়ে সেটল করেছে। কুণালের দাবি, কোর্টে এই কথার প্রমাণ করতে হবে তিলোত্তমার বাবাকে। নতুবা মামলা করবেন তিনি। আজ, মঙ্গলবার কুণাল ঘোষ নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'তিলোত্তমার বাবার প্রতি পূর্ণ সম্মান ও সহমর্মিতা রয়েছে তাঁর। তবে তিনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন না।' তৃণমূল নেতার দাবি, যে যা শেখাবে তাই তিলোত্তমার বাবা বলে যাবেন তা হতে পারে না। তবে তিলোত্তমার বাবা দাবি করেছেন এখনও পর্যন্ত তিনি এই সংক্রান্ত কোনও রকম চিঠি পাননি। চিঠি পেলে জবাব দেবেন। পাল্টা এও বলেন, ''আমরা তো ফাইনালি বলতে পারি না..তবে উনি গিয়েছিলেন। কী কারণে গিয়েছিলেন? সিবিআই সেটা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। বলছে কুণাল আমাদের অফিসে আসেননি। এখানেই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। এই জন্যই অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছি। নির্মল ঘোষকে যেদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তার দুদিন কী তিনদিন পর গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন জানি না। তবে উনি আরও নোটিস পাঠান তখন ব্যাপার বুঝে যাব।''

জাতীয় পতাকা আমাদের পরিচয়, তিরঙ্গার মর্যাদা বজায় রাখতে হবেঃ ওমর আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ১২ আগস্ট ঃহর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ শ্রীনগরের ডাল লেকের চারপাশে একটি 'তিরঙ্গা যাত্রা' বের করেছেন। এই যাত্রায় জম্মু ও কাশ্মীরের বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ততায় অংশ গ্রহণ করেছেন।এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, যারা তিরঙ্গার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যারা নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেননি এবং তিরঙ্গার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা ভেবেছিলেন তিরঙ্গার যত্ন নেওয়ার জন্য তারা একাই যথেষ্ট। দেশের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিবেদিত করেছিলেন। আমি আশা করি, আমাদের জাতীয় পতাকার সঙ্গে আমাদের সংযোগ কেবল এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের পরিচয় এবং আমাদের এর মর্যাদা বজায় রাখতে হবে।

এক দেশ এক ভোটঃযৌথ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট পেশের সময়সীমা বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ এক দেশ এক ভোটের প্রস্তাব নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র রিপোর্ট পেশের সময়সীমা বাড়ল। নতুন সময়সীমা অনুযায়ী শীতকালীন অধিবেশনের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিনে ওই রিপোর্ট পেশ করতে হবে কমিটিকে।মঙ্গলবার লোকসভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত প্যানেলের চেয়ারম্যান পিপি চৌধুরি এদিন জেপিসিকে আরও কিছুটা সময় দেওয়ার অনুরোধ করে প্রস্তাব আনেন। সেটি গৃহীত হয়।

বুধবার শোয়েব আখতারের জন্মদিন

কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ শোয়েব আখতার, যিনি রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস নামে পরিচিত, তিনি একজন প্রাক্তন পাকিস্তানি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। তিনি ক্রিকেট ইতিহাসের দ্রুততম বোলার হিসাবে পরিচিত, যিনি ১৬১.৩ কিমিঘন্টা বেগে বোলিং করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৩ আগস্ট তাঁর জন্ম।তিনি ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৭ সালে টেস্টে এবং তিন মাস পরে ওডিআই ক্রিকেটে অভিষেক করেন। ২০০৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে তিনি ঘন্টায় ১৬১.৩ কিমি (১০০.২৩ মাইল) গতিতে বোলিং করে বিশ্ব রেকর্ড গ।নে। এছাড়াও তিনি ঘন্টায় ১৫৯.৩ কি.মি., ১৬০ কি. মি, ১৫৯ কি.মি, ১৫৮.৪কি.মি.গতিতে বল করেছেন।তিনি পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে ৪৬টি টেস্ট, ১৬৩টি একদিনের আন্তর্জাতিক এবং ১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে নিয়েছেন ১৭৮ উইকেট ও ওয়ানডেতে নিয়েছেন ২৪৭ উইকেট আর টি-২০তে নিয়েছেন ১৯টি উইকেট।একজন দুর্দান্ত বোলারের পরিচয় থাকলেও তাঁর কেরিয়ার ছিল বিতর্কিত। অবৈধ ড্রাগ গ্রহণ, অবৈধ বোলিং অ্যাকশন, সতীর্থদের সঙ্গে হাতাহাতি করার জন্য তিনি বারবার বিতর্কিত হয়েছেন।

দিল্লিতে হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির আয়োজন, অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত হল হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ সাংসদদের সঙ্গে হর ঘর তিরঙ্গা বাইক র‍্যালিতে অংশ নেন।কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, আমাদের বৈচিত্র্যময় দেশকে একত্রে বেঁধে রাখার জন্য অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবস এমন দু'টি উৎসব। আমাদের তিরঙ্গা আমাদের এক দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের অনুভূতি দেয়। এটি

আমাদের সেই সকলের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা আমাদের দেশের জন্য বেঁচে আছেন, মারা গেছেন এবং অমর হয়ে গেছেন। এমন এক সময়ে যখন ভারত অমৃত কালে প্রবেশ করছে এবং একটি বিকশিত ভারতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অধীনে তিরঙ্গা যাত্রা গত চার বছর ধরে প্রতি বছর অয়োজন করা হচ্ছে, যাতে সকলকে ভারতের প্রতি নিজস্ব ভালোবাসার কথা মনে করিয়ে. দেওয়া যায।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, এই তিরঙ্গা যাত্রার সময় আকাশ এবং বাতাস 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সাংসদ থেকে শুরু করে আমাদের সাহসী সৈনিকরা সকলেই নিজেদের দেশপ্রেম প্রকাশ করছেন। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও, আমাদের দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রতি বছর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জাতীয় উৎসবকে প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই বলে মনে করি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতীত ও তা একই থাকবেঃকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃগত সপ্তাহের সোমবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যসচেতক পদ থেকে ইস্তফা দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তা গৃহীত হয় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে। ইস্তফা দেওয়ার আট দিনের মাথাতেই সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে কল্যাণের উপস্থিতি নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় কল্যাণ জানালেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতীত ও তা একই থাকবে।সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ কল্যাণ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, আমি ২০১৪ সাল থেকে সংসদীয় ভবন কমিটির সদস্য। আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে, আমার কাছ থেকে আসা বেশিরভাগ প্রস্তাবের অধীনে, আমরা নবনির্বাচিত সাংসদদের জন্য বাবা খড়গ সিং

মার্গে ১৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি, যাতে নবনির্বাচিত সাংসদদের জন্য বাংলোর ঘাটতি মেটানো যায়। এটি কোনও ছোট কাজ ছিল না, তবে আমরা তা সম্পন্ন করেছি। গতকাল সকাল ১০টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমপ্লেক্সটি উদ্বোধন করেন এবং সকাল ১০ঃ৩০ নাগাদ আমি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর বিরুদ্ধে আমাদের দলের চ্যালেঞ্জ, যার শুনানি গতকাল এবং আজও হয়েছে, এবং ওবিসি ইস্যুর ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে, আমি নির্বাচন কমিশনের সামনে ধর্নায় যোগ দিতে পারিনি। আমার অনুপস্থিতির জন্য আমার কোনও ব্যাখ্যা দিতে হবে না, তবে আমি জানি এমন কিছু মানুষ আছে যারা সর্বদা আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছে। ওরা চেষ্টা করুক, গত নির্বাচনে, ওদের সমস্ত চক্রান্ত সত্ত্বেও, আমি ১,৭৫,০০০ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলাম। আমার নিজস্ব বিশ্বাস, সততা এবং আন্তরিকতা আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার আনুগত্য প্রশ্নাতীত এবং তা একই থাকবে।

দিল্লি পুলিশ যে আচরণ করেছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন ভীতঃঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এবার সুর চড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেছেন, গতকাল দিল্লিতে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদকারী বেশ কয়েকজন মহিলা সাংসদ-সহ বিরোধী সাংসদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশ যেভাবে আচরণ করেছে, তা স্পষ্ট করে দেয় যে নির্বাচন কমিশন ভীত। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। যদি আপনাদের কাছে উত্তর থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা করুন কিভাবে গুজরাট এবং বাংলা উভয় স্থানে একই এপিক নম্বরের ভোটার আছেন? বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে একই নামের ভোটাররা কীভাবে আছেন? নির্বাচন কমিশন বলছে ভোটার তালিকায় ত্রুটি আছে। যদি আমরা ধরে নিই যে তারা সঠিক, তাহলে একই ভোটার তালিকা এবং ভোটার তালিকার ভিত্তিতে, এক বছর আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন, ২৪০ জন বিজেপি সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। যদি ভোটার তালিকায় কোনও অনিয়ম থাকে, তাহলে পুরো লোকসভা ভেঙে দিন।অভিষেক আরও বলেছেন, যদি আপনারা এসআইআর পরিচালনা করতে চান, তাহলে এগিয়ে যান, তবে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত লোকসভা ভেঙে দেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙে দেওয়া উচিত। এই ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই আপনাকে নির্বাচিত করা হয়েছে, কিন্তু আপনি বলছেন বাংলার ভোটার তালিকা ভুল, কিন্তু গুজরাটে, এটা ঠিক আছে।

ওবিসি নিয়ে রাজ্যের দ্রুত শুনানীর আর্জি মান্যতা পেলোনা হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট, ঃ ওবিসি মামলার জট কিছুতেই কাটছে না। মঙ্গলবারও এনিয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি সাফ জানালেন, যে সময় মামলাটি তালিকায় রয়েছে, সেই সময়ই শুনানি হবে।অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র মামলার দ্রুত নিস্পত্তি চেয়ে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চে আবেদন জানিয়েছিলেন আইনজীবী কুণাল মিমানি। তাতে প্রধান বিচারপতি জানান, মামলা শুনানির জন্য তালিকা তো করাই আছে। তাতে আইনজীবী জানান, এনিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট একের পর এক নির্দেশ দিয়েই যাচ্ছে।শুনে বিরক্ত প্রধান বিচারপতি জানতে চান, আমরা তো হাই কোর্টকে কোনও নির্দেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছি। এক কাজ করুন, আপনি আদালত অবমাননার একটা নতুন করে আবেদন জমা দিন। এরপরই আইনজীবী অনুরোধ করেছিলেন মামলার দ্রুত শুনানি হোক। তাতে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, দ্রুত শুনানি নয়।আসলে ওবিসি মামলার জেরে আটকে রয়েছে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স, নার্সিং-সহ একাধিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ, যাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। তার জেরে মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু মামলার শুনানি ৯ সেপ্টেম্বর।

জীবিত ভোটারদের মৃত দেখানোর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্ট বলল, তালিকা দিন

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট, ঃ যাঁদের আপত্তি তাঁরা কোথায়? তাঁদের তালিকা দিন! জীবিত ভোটারদের মৃত বলে দেখানোর অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এ কথা বলল সুপ্রিম কোর্ট।গত সপ্তাহেই সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে তারা জানিয়েছে, নোটিস না-দিয়ে কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে না বিহারে। কী কারণে ওই নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, তা জানানো হবে বলেও হলফনামায় উল্লেখ করেছে তারা।আইনজীবী সিব্বল আদালতে জানান, অনেক সময় কমিশন যে সব তথ্য চাইছে, আমার কাছে সেই সব তথ্য নেই। তখন কী ভাবে আবেদন গ্রহণ হবে?কমিশনের আইনজীবী জানান, এটি একটি খসড়া তালিকা। তিনি বলেন, আমরা নোটিস দিয়েছি। কারও কোনও আপত্তি থাকলে জানাবেন। কিছু ত্রুটি সেখানে থাকতে পারে। আপত্তি জানিয়ে আবেদন করলে কমিশন ঠিক করে দেবে। কোনও ব্যক্তি জীবিত বা মৃত হলে তা নিয়ে আপত্তি জানাতে হবে। কমিশন সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে বলে জানি

টেক্সাস প্রদেশের পার্কিংয়ে গুলি মৃত ৩, ধৃত বন্দুকবাজ

টেক্সাস, ১২ আগস্ট ঃ আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের অস্টিনে সোমবার এক বন্দুকবাজের গুলিতে কমপক্ষে ৩ জন নিহত হযেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে একটি বিপণির পার্কিংয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, গুলি চালানোর পরে ওই বন্দুকবাজ পর পর দু'টি গাড়ি চুরি করে শহরের অন্য প্রান্তে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে আটক করে।অস্টিন পুলিশ

এক ব্যক্তি, এক ভোট সংবিধানের ভীত ঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃএক ব্যক্তি, এক ভোট সংবিধানের ভীত, এসআইআর-এর বিরোধিতা করে এই মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, আমরা সংবিধান রক্ষা করছি। এক ব্যক্তি, এক ভোট হলো সংবিধানের ভীত। নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য হলো এক ব্যক্তি এক ভোট কার্যকর করা, কিন্তু তারা নিজেদের দাযিত্ব পালন করেনি। আমরা সংবিধান রক্ষা করছি এবং আমরা তা করে যাব।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, বেশ কিছু আসন আছে। জাতীয় স্তরে এটি পদ্ধতিগতভাবে করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এটা জানে, এবং আমরাও জানি। আগে, কোনও প্রমাণ ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। আমরা সংবিধান রক্ষা করছি, এবং আমরা এটি করে যাব। আমরা থামব না বলে জানান

মঞ্চস্থ হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চণ্ডালিকা, বিভিন্ন নৃত্যধারার মেলবন্ধন মুগ্ধ করলো দর্শকদের

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ সোমবার ডঃ আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের সহযোগিতায় মঞ্চস্থ হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য। আর তা শুধু দিল্লিবাসীদের মন্ত্রমুগ্ধই করেনি, বরং সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে। উল্লেখ্য, সামাজিক সম্প্রীতির বার্তাবহন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চণ্ডালিকা।এদিন কত্থক সহ বিভিন্ন নৃত্যধারার সঙ্গমে চণ্ডালিকা নাটক পরিবেশিত হয়। কত্থক ধরোহর নামে একটি সংস্থা দ্বারা প্রস্তুত হয় এটি। এদিন ডঃ আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে কত্থক ধরোহর আয়োজিত নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন সদানন্দ বিশ্বাস। তিনি কত্থক ধরোহরের প্রতিষ্ঠাতাও। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে ডঃ আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের পরিচালক আকাশ পাটিল, কত্থক

ধরোহরের সভাপতি প্রবীণ শর্মা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিঃ উপস্থিত ছিলেন।সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় কত্থক ধরোহরের সভাপতি প্রবীণ শর্মা বলেন যে, এটি সংস্থার ১৪তম বার্ষিকী। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁরই নাটক চণ্ডালিকা-র মাধ্যমে স্মরণ করার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। এটি দেশের গৌরবময় সাহিত্য এবং এর ইতিহাসকে তুলে ধরে। এই নৃত্যনাট্যটি কত্থক-এর সঙ্গে অন্যান্য নৃত্য ঐতিহ্যের এক অনন্য মেলবন্ধন। উল্লেখ্য, চণ্ডালিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি বিখ্যাত রচনা, যা নিম্নবর্ণের মেয়ে প্রকৃতি এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দের মধ্যে প্রেম এবং সামাজিক বৈষম্যের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত। সেখানে চণ্ডাল (অস্পৃশ্য) জাতির মেয়ে প্রকৃতি একটি কুয়ো থেকে জল নেওয়ার সময় আনন্দের সঙ্গে সাক্ষা হয়। সন্ন্যাসী আনন্দ তার কাছে জল চান, এই ঘটনা প্রকৃতিকে হতবাক করে দেয়। কারণ উচ্চবর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্যদের কাছ থেকে জল গ্রহণ করে না। আনন্দের এই আচরণ প্রকৃতিকে হতবাক করে দেয় এবং সে তাঁর প্রেমে পড়ে। প্রকৃতি তার মাকে দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়ে আনন্দকে তাদের বাড়িতে আনতে বাধ্য করে। যা এই রচনায় সামাজিক এবং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বরও উদ্রেক করে।

মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্য নিশ্চিতের জন্য দিল্লি সরকার কাজ করবেঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃহর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা মঙ্গলবার সকালে বিধানসভা থেকে রাজঘাট পর্যন্ত মেয়েদের জন্য তিরঙ্গা সাইক্লোথনের শুভসূচনা করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মন্ত্রী আশীষ সুদও। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে মেয়েরা এই তিরঙ্গা সাইক্লোথনে অংশ নেয়।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন বলেছেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আমি এই সাইক্লোথনকে দিল্লির মেয়েদের জন্য একটি নতুন যাত্রা ও একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে দেখছি। এই স্বাধীনতা দিবসে, আমি দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে এগিয়ে আসা এই সমস্ত মেয়েদের আমার শুভেচ্ছা জানাই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দিল্লির মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য দিল্লি সরকার কাজ করবে। স্বাধীনতা দিবসের আগে, আমি দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য এগিয়ে আসা এই সকল মেয়েদের শুভেচ্ছা জানাই।

জম্মুতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, ভূমিধসে বন্ধ জাতীয় সড়ক

জম্মু, ১২ আগস্ট ঃজম্মুতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, জম্মু বিভাগের অনেক স্থানে আগামী শুক্রবার, ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিপাতও প্রত্যাশিত।এই মর্মে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলীয় এবং দুর্যোগ প্রবণ এলাকায়। জনসাধারণকে এই সময়কালে আবহাওয়ার পরামর্শ এবং সুরক্ষা নির্দেশিকা অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এদিকে, ভূমিধসের কারণে মঙ্গলবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জম্মু-রাজৌরি জাতীয় স।ক। দুর্ভোগে পড়েন গাড়ির চালকরা।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদার অপব্যবহার করছে নির্বাচন কমিশনঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ১২ আগস্ট ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবি। সংশোধনের বিরুদ্ধে ফের সুর চ।।লেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কথায়, এসআইআর আসলে বিজেপির ষ।যন্ত্র। একইসঙ্গে তেজস্বী অভিযোগ করেছেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদার অপব্যবহার করছে নির্বাচন কমিশন।বিহারে এসআইআর বাস্তবায়নের বিষয়ে মঙ্গলবার তেজস্বী যাদব বলেছেন, এটা বিহারের দুর্ভাগ্য। অনেক ভোটারের নাম ক্রমাগত মুছে ফেলা হচ্ছে, অনেকের কাছে নথিপত্র নেই এবং অনেকেই আছেন যারা বিহারের বাইরে থাকেন, কিন্তু বিহারে ভোট দেন। এটি বিজেপির একটি ষড়যন্ত্র, এবং নির্বাচন কমিশনকে একটি ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করে বিজেপি নিজেদের কাজ সম্পন্ন করছে। বিহারের অগ্রগতির জন্য বিহারের একটি বিশেষ প্যাকেজ এবং বিশেষ রাজ্যের মর্যাদার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এসআইআর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কেউ এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে না, বরং এর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করা হচ্ছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী নিজেই পুরো বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আজ এই (এসআইআর) বিষয়ে আদালতে শুনানি হবে। মানুষ নিজেদের পক্ষ উপস্থাপন করবে, কিন্তু অনেক সময় নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের কথাও শোনে না। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব মর্যাদার অপব্যবহার করছে।

আগামী ১৭ই দিন্দাকে তলব করল নিউ মার্কেট থানা

কলকাতা, ১২ আগস্ট, ঃ নবান্ন অভিযান ঘিরে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না। পুলিশের উদ্দেশে কটূক্তি এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দাকে তলব করল কলকাতা পুলিশ। আগামী ১৭ অগস্ট তাঁকে নিউ মার্কেট থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযানের দিন পার্কস্ট্রিট এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি চলাকালীন অশোক দিন্দা পুলিশের উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেন অভিযোগ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশকর্মীরা সেই সময় সবকিছু নজরে রাখেন এবং পরে একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযোগ, অশোক দিন্দা শুধু হুমকি দিয়েছেন তা নয়, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশও অমান্য করেছেন। যদিও দিন্দার তরফে পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত বলে দাবি করা হয়েছে।

হাইকোর্টের গেটের সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা দুই মহিলার

কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃসকালে কলকাতা হাইকোর্টের গেটের সামনে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দুই মহিলার। সময়মতো তৎপরতা দেখিয়ে তাঁদের মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমগাছিয়া সৃষ্টি সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য ওই দুই মহিলা। ২০১৭ সালে গড়ে ওঠা এই সমবায়ে চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৫-এ নির্বাচন হয়। অভিযোগ, ওই নির্বাচনে ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ পড়ে। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নতুন করে ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিলেও সমবায় কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশ মানেনি।আরও অভিযোগ, বহু বছর ধরে মোটা সুদের লোভ দেখিয়ে ওই সমবায় সংস্থা থেকে টাকা সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সময়মতো সেই টাকা ফেরত দেয়নি। একাধিকবার দাবি জানিয়েও কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ দুই দুই মহিলা মঙ্গলবার সকালে কলকাতা হাইকোর্টের গেটের সামনে গিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ দ্রুত তাঁদের আটকায় এবং প্রথমে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। পরে তাঁদের হেয়ার স্ট্রিট থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলেন।

জন্মবার্ষিকীতে ইয়েচুরিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ পয়াত সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার রাহুল সীতারাম ইযেচুরিকে বন্ধু বলেও উল্লেখ করেন।সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে রাহুল গান্ধী জানান, আমার বন্ধু সীতারাম ইয়েচুরি জি-কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিকভাবে স্মরণ করছি। বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। সীতারাম ইযেচুরির নির্ভীক

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি সকলের সাথে চমৎকার যোগাযোগ এবং সহযোগিতা বজায় রাখতে সফল হবেন। ব্যবসায়িক কাজকর্ম ভালো হবে। আবেগজনিত বিষয়ে আপনি উসাহ দেখাবেন। পারস্পরিক সহযোগিতা থাকবে। শুভ দিনহবে

বৃষঃ নতুন কর্মপ্রার্থীদের আয়ের পথ খুলতে পারে। ভাই-বোনের শারীরিক অবস্থার অবনতির যোগ রয়েছে। কাছেপিঠে ভ্রমণ হতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ হতে পারে। নতুন বাড়ি বানাতে পারেন। লেখাপড়ায় অমনোযোগ বাড়বে। কাছের বন্ধুর ক্ষতি হতে পারে।। বিবাহের যোগ হবে আজ

মিথুনঃ আজ আপনি উপলব্ধ সম্পদের আরও ভাল ব্যবহার করবেন। কাজ ব্যবসায় সৃজনশীলতা এবং যুক্তিসঙ্গততার ভারসাম্য বজায় রাখবে। নতুন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ আজ খরচের চাপ বাড়বে কর্কট রাশির জাতকদের। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জ্ঞাতিশত্রুতার সম্মুখীন হতে পারেন। বিয়ে করতে ইচ্ছুক পাত্রপাত্রীর বিয়ের কথা পাকা হতে পারে। টনসিল, ঠান্ডা লাগা বা গলার সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মনোমালিন্য হবে।।সংসারে শান্তি।

সিংহঃআজ আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করবেন। পেশাগত কাজ উসাহের সঙ্গে এগিয়ে যাবে। আপনি কাজ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি ভালভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন। সবসময় ভালো পারফরম্যান্স বজায় রাখুন। আপনি আপনার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

কন্যা ঃব্যবসার হাল ফেরাতে নতুন পরিকল্পনায় সচেষ্ট হবেন। সঠিক পরামর্শ মেনে বিয়ের সম্বন্ধ আজ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতি হতে পারে। খনিজ দ্রব্য, ইলেকট্রনিক্স ও লোহার ব্যবসা লাভজনক হবে। সংসারে শান্তি।

তুলাঃ আজ আপনি সকলের সমর্থন এবং ইতিবাচক পরিবেশের সাথে কর্মক্ষেত্রে একটি ভাল অবস্থান বজায় রাখবেন। পারস্পরিক সহযোগিতা থাকবে। আপনি আপনার সমস্ত কাজ কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সাথে করবেন।

বৃশ্চিকঃশরীরের নিম্নাঙ্গে আঘাত বা অস্ত্রপচারের যোগ রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রচেষ্টায় দাম্পত্য আজ সুখের হবে। ব্যবসা আজ অত্যন্ত লাভজনক থাকবে। মাতৃস্থানীয়া মহিলার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

ধনুঃ আজ আপনি আপনার অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টায় এগিয়ে থাকবেন। সহজ জিনিসগুলি কাজের ব্যবসাকে প্রভাবিত করবে না। সংকীর্ণ স্বার্থের অবস্থান থেকে কাজ করুন। বিভিন্ন মামলাগুলিকে অনুকূলে রাখার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করুন।

মকরঃ ভালো করে না ভেবে লগ্নি করলে অর্থের অপচয় হবে। চর্মরোগ ও শারীরিক অবসাদে ভুগবেন।

কুম্ভঃ আজ, আপনি ব্যক্তিগত উকর্ষতা এবং প্রচুর সুযোগের সংমিশ্রণে আপনার সেরা প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হবেন।

মীনঃ আজ আত্মীয় বিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুতা বাড়বে। পুরোনো পুঁজি ভেঙে নতুন কাজে লাগালে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বয়স্ক

আবহাওয়া

বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও, তীব্র রোদের তেজে কাহিল হয়ে প।ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। ভ্যাপসা গরমে নাস্তানাবুদ শহরবাসী, একটু একটু করে বাড়ছে তাপমাত্রাও। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি সপ্তাহে আবারও বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার প্রভাবে সপ্তাহের মধ্যভাগে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের জেলাগুলিতে দুর্যোগ চলতে পারে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। রয়েছে অতি প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলেয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮৮সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার- সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । ভাটা- দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে

ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা আতঙ্কে মহিলার গায়ে আগুন দেওয়ার চেষ্টা, হাই কোর্টে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩আগস্ট ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা আতঙ্কে মহিলার গায়ে আগুন দেওয়ার চেষ্টা, হাই কোর্টে চাঞ্চল্যএসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়ের মুখে। এর মাঝেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিলের আশঙ্কায় এক মহিলা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। মঙ্গলবার সকালে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে কলকাতা হাই কোর্ট চত্বরে, যা রাজ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছান পুলিশের শীর্ষকর্তারা।জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে ওই মহিলাকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। এদিন সকালে এই ঘটনায় হাইকোর্ট চত্বরে ব্যাপক কৌতূহল নিয়ে মানুষের ভিড় জমে যায়। ঘটনার পর পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।যে কোনও সময় বাংলায় এসআইআরের নির্দেশিকা জারি করতে পারে নির্বাচন কমিশন। যা নিয়ে আতঙ্কের ছবি বঙ্গ জুড়ে। কলকাতা হাইকোর্ট পুলিশ সূত্রে খবর, এর মধ্যেই সমবায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যায় ওই তিন মহিলার। হঠাৎ করে নাম বাদ পড়াতে রীতিমতো আতঙ্কিত পানে ওই তিন মহিলা। জানা যায়, এরপরেই এদিন সকালে শীর্ষ আদালতের ৫ গেটের সামনে জড়ো হন তিন মহিলা এবং বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এর মধ্যেই এক মহিলা গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক মহিলা। শরীরে আগুন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলে থাকা কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তাঁকে ধরে ফেলে। ফলে বড়সড় ঘটনা এ।ানো সম্ভব হয়।কলকাতা হাই কোর্ট পুলিশ সূত্রের খবর, মহিলার অবস্থা স্থিতিশীল। অন্যদিকে কীভাবে এই ঘটনা তা ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও পুলিশের দাবি,

এসআইআর হলে ভোটার তালিকা থেকেও নাম বাদ পড়তে পারে, সেই আশঙ্কা থেকেই হাইকোর্ট চত্বরে এই প্রতিবাদ।এর মধ্যেই নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। যদিও এর পিছনে আর কোনও কারণ আছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমগাছিয়ার বাসিন্দা ওই দুই মহিলা।

শুধু তাই নয়, আমগাছিয়া সৃষ্টি সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সক্রিয় সদস্যও। প্রতিবাদী মহিলাদের অভিযোগ, গত ২০১৭ সালে ওই সমবায় তৈরি হয়। এরপর ২০২৫ সালে নির্বাচন হয় এই কো-অপারেটিভের। সেখানে নাম বাদ যায় ওই মহিলার নাম। এরপরেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। মামলার প্রেক্ষিতে ডিভিশন বেঞ্চ পুনরায় ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয়।কিন্তু অভিযোগ, ওই সমবায় সমিতি সেটা করেনি। এছাড়াও অভিযোগ, ওই কো-অপারেটিভ দীর্ঘদিন ধরে মোটা সুদের আশ্বাস দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছে কিন্তু সেই টাকা ফেরত দিচ্ছে না। আর তারই প্রতিবাদ জানাতে এদিন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ আপাতত ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।এক মহিলার বক্তব্য, ইলেকশন প্রসেস শুরু হওয়ার আগেই দেখলাম, আমাদের নাম সমবায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ। আমরা নমিনেশন করতে পারব না। এসবের জন্য আমরা আর সাফার করতে পারছি না।তবে কলকাতা হাই কোর্ট চত্বরে প্রতিবাদ এবং আত্মহত্যার চেষ্টা কেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কলকাতায় ডেঙ্গুর বলি বৃদ্ধ! জমা জলে মশা নিধনে তপর পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ টানা বৃষ্টির মাঝে কলকাতায় 'ডেঙ্গু'র বলি বৃদ্ধ। পুরসভা ডেঙ্গু সংক্রমণের খবর পাওয়ামাত্রই তাঁর বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালায়। সেখানে এডিস মশার লার্ভা মিলেছে বলে খবর। সঙ্গে সঙ্গে পুরসভার তরফে বাসিন্দাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। বয়স ৭৫ বছর। কলকাতা পুরসভার ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডের সানি পার্কের বাসিন্দা তিনি। কিছুদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন বৃদ্ধ। ভর্তি করা হয় কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে। ৬ আগস্ট ডেঙ্গুর উপসর্গ থাকায় পরীক্ষা করানো হয়। রিপোর্ট আসে পজিটিভ। সূত্রের খবর, সেই সময় তাঁর প্লেটলেট ছিল ৩৫ হাজার। দ্রুত গতিতে কমতে থাকে প্লেটলেট। নামে ১২ হাজারে। হাসপাতালেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭ তারিখ তাঁরা বৃদ্ধের সংক্রমিত হওয়ার খবর পায়।

ক্যাপ্টেন কণাদ ভট্টাচার্যের স্মরণে ১০ইআগস্ট (রবিবার) টালাফ্রেন্ড অ্যাসোসিয়েসনের পরিচালনায়-বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে নবীন আশার গড়া তোমার হাতে ভাত মূর্খ্য, এসেছ রুদ্রসাজ, দুঃখের পথে তোমার তূর্য তম বাজে? এই ছিল অঙ্গিকার । ক্যাপ্টেন কণাদ ভট্টাচার্যের স্মরণে এই শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দারা সহ উপস্থিত ছিল সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিরা ।।

TYROON TEA COMPANY LIMITED

(AN ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 AND HACCP CERTIFIED COMPANY)
CIN : L15421WB1890PLC000612
Registered Office: Mc Leod House, 3, Netaji Subhas Road,Kolkata- 700 001
Phone No. (033) 2248 - 3236/9931
Email: info@tyroontea.com , Website : www.tyroontea.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **30th (Post IPO) Annual General Meeting** (AGM/Meeting) of the Members of Tyroon Tea Company Limited (the Company) will be held on **Wednesday, September10, 2025 at 3.00 p.m.** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the Meeting (Notice).The venue of the AGM shall be deemed to be the registered office of the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2025 have been sent in electronic mode only to those Members who have registered their e-mail addresses in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has been completed on **August 11, 2025** in conformity with the regulatory requirements.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide facilities for Members to exercise their right to vote on resolutions proposed in respect of the business to be transacted at the Meeting by electronic means only, through remote e-Voting system prior to the AGM and through e-Voting system during the AGM, for which purpose, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), as the authorized agency for providing the said facilities.

Please refer to the Notice of the AGM for details for joining the AGM and the manner of casting vote etc. The details relating to e-Voting in terms of said Act and Rules, are as under.

1. The date and time of commencement of remote e-Voting on **Sunday, September7, 2025 at 09. a.m.**
2. The date and time of end of remote e-Voting on Tuesday,September 9, 2025 at 5.00 p.m.
   Remote e-Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The remote e-Voting modules shall be blocked by NSDL for voting thereafter.
3. The cut-off date - **September 3rd 2025.**
   Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting or the facility of e-Voting during the Meeting and are requested to join the AGM through VC/OAVM mode, by following the procedure mentioned in the Notice. Persons who are not Members as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
4. A person, who acquires shares and becomes a Members of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain their login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or rdinfo.investors@gmail.com. However, if a Member is already registered for e-Voting, then existing User ID and password can be used for login and casting vote.
5. Members who have cast their vote through remote e-Voting may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting shall be eligible to vote through the e-Voting system at the AGM.
7. Website address of the Company where the Notice of the AGM is displayed: Company: www.tyroontea.com. The same can also be accessed from the websites of the respective Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
8. Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with e-Voting:

Particulars	National Securities Depository Ltd.	R & D Infotech Pvt. Ltd.
Name & Designation	Mr. Vikram Jha, Manager	Mr.Ratan Mishra
Address	3rd Floor, Naman Chamber, Plot-C-32 , G-Block,Bandra Kurla Complex , Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400 051	15C Naresh Mitra Sarani, Kolkata - 700026.
E-mail id	evoting@nsdl.co.in	rdinfo.investors@gmail.com
Phone	022-48867000	033-24192641

9 Mr. Dhruba Charan Sahoo, Practicing Company Secretary (ACS: 14008, CP:5508) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and casting of votes through e-Voting process during the AGM in a fair and transparent manner.

10. The declared results of voting along with a Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.tyroontea.com immediately after the declaration of results and also be forwarded to the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board
Tyroon Tea Company Limited
Sd/-
(K. C. Mishra)
Company Secretary & CFO
eCSIN - EA013288A000046618

Place : Kolkata
Date : August 12th 2025.

QVC EXPORTS LIMITED

Registered Office- 770 Anandapur, South City Business Park,
6th Floor,, Room No. 611, E.M. Byepass, E.K.T, Kolkata, West Bengal, India 700107
Website: www.qvcgroup.com E-mail : accounts@qvcgroup.com
L27109WB2005PLC104672

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on 15th September, 2025 at 4.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) without physical presence of the members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circulars issued in this regard.

Electronic copies of the Notice of 20th AGM and Annual Report for Financial Year 2024-25 will be sent to the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants.

Members who have not registered their email addresses or desires to change their email addresses may update the same by sending email to the Company at cs@qvcgroup.com and contact to Registrar and Transfer Agent M/s Cameo Corporate Services Limited, through online investor portal at https://wisdom.cameoindia.com/ or may contact the concerned Depository Participants.

The said AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2024-25 will also be available on the Company's website i.e., www.qvcgroup.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited i.e., www.nseindia.com.

For QVC Exports Limited
Sd/-
Khushboo Singh
Company Secretary and Compliance officer
ACS-52761

Place: Kolkata
Date : 12th August, 2025

পাট চাষে বাধা, অতিবৃষ্টিতে কাটোয়ারের কৃষকরা হতাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ পাট চাষে বাধা, অতিবৃষ্টিতে কাটোয়ারের কৃষকরা হতাশটানা বর্ষণের ফলে ভাগীরথী নদী কানায়. কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার ছোট নদী ও নালা গুলোও জলধারা দিয়ে ভরে গেছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে সবজি চাষে ক্ষতি হওয়ার পরও কাটোয়ারের পাটচাষিরা এবার মুখে হাসি ফুটাচ্ছেন। কারণ পর্যাপ্ত জল সরবরাহের কারণে পাট জাঁক দেওয়ার চিন্তা নেই। তাছাড়া অতিরিক্ত জল পাটের গুণগত মানকে এবছর আরও উন্নত করবে, যা লাভকে প্রায় দ্বিগুণ করার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। কাটোয়ারের পাটচাষিরা এটাই আশা করছেন। পাটের গুণগত মান নির্ভর করে পাটের রঙের উপর। উন্নতমানের পাট পেতে হলে জাঁক দেওয়ার সময় প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত জলের। কিন্তু বিগত দু'বছরে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি। খালবিল, নালা, গ্রামীণ এলাকার জলাশয়গুলিতে সেভাবে জল ছিল না। তাই পাটের জাঁক দেওয়ার সময় চাষিদের প্রচণ্ড বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এমনকি কৃষিজমিতে খাল কেটে সাবমার্সিবল পাম্পের জল কিনে কোনও কোনও চাষিকে পাট জাঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। জলের সংকটের কারণে বিগত দু'বছর ভালো মানের পাট পাননি তাঁরা। এবছর উল্টো ছবি। তাতেই মুখে হাসি পাট চাষিদের। ভাগীরথীর তীরবর্তী এলাকায়. অনেক পাটচাষ হয়। নদীর জল অনেক বেড়েছে। ছাড়িগঙ্গা থেকে নিচু জমিগুলিতে জল জমে রয়েছে। তাই জাঁক দেওয়ায় কোনও সমস্যা নেই।কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া মহকুমা এলাকায়.গড়ে ৯৭৫-৯৮০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। তার মধ্যে কাটোয়া ১ ব্লকে প্রায় ১৭০ হেক্টর, কাটোয়া ২ ব্লকে ৪৬৫ হেক্টর, কেতুগ্রাম ১ ব্লকে প্রায় ৬৫-৭০ হেক্টর, কেতুগ্রাম ২ ব্লকে ২১৫ ও মঙ্গলকোটে ৬০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। এছাড়া পূর্বস্থলী -২ ব্লকে উল্লেখ্যযোগ্য হারে পাট চাষ হয়। প্রায় ৪০০০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয় পূর্বস্থলী ২ ব্লকে।কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পাটগাছ তৈরি হতে সময় লাগে প্রায় ১২০ দিন। এরপর পাটগাছকে তুলে জলে জাঁক দিতে হয়। ১২০ দিনের বেশি পেরিয়ে গেলে তন্তুর মান ও রং খারাপ হয়ে যেতে পারে। আর পাট জাঁক দিতে লাগে প্রচুর জল। বিশেষ করে যেখানে জলের অল্প স্রোত থাকে সেই জলাশয় হল সবচেয়ে. উৎকৃষ্ট। তাতে পাটের মান খুব ভালো হয়।কাটোয়া এলাকায় সাধারণত পাট বিক্রির কোনও সমস্যা নেই। জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাটোয়া আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পাট ক্রয়. করা হয়। গুনগত মান অনুযায়ী দাম পাওয়া যায়। ২০২৪-'২৫ বর্ষে কাটোয়াতে চাষিদের থেকে এক হাজার কুইন্টাল পাট সংগ্রহ করেছিল জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। এবছর সেই পরিমাণ বাড়বে বলেই অনুমান।

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

সিআইএন-এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২
রেজি. অফিসঃ বায়োওন্ডার, লেবেল ১৭,
৭৮৯ আনন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com ইমেলঃ cs@skpsecurities.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শনিবার সকাল ১০:০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে এজিএম নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায়, যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক জারি করা সার্কুলারের সাথে পঠিত প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, সাধারণ স্থানে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই।

উপরোক্ত সার্কুলারের সাথে সম্মতিতে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত। কোম্পানিটি ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শেয়ার বিতরণ সম্পন্ন করেছে।

সদস্যরা মনে রাখবেন যে, পরিচালনা পর্ষদ ১০ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ২ টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ হল শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫। বার্ষিক সাধারণ সভা এবং লভ্যাংশ প্রদানের জন্য কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে শনিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

প্রতি বছর ইলেকট্রনিক মাধ্যমে, রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং ব্যবহার করে, বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস হওয়ার প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে কোম্পানি আনন্দিত। শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানিটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরিজ সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী নোটিশে দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত কাজ সিডিএসএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বুধবার সকাল ৯:০০টা থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত শেষ হবে। এরপর থেকে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটদানের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকবে। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায়, ই-ভোটিং সুবিধা উপলব্ধ করা হবে এবং যেসকল সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ই-ভোটিং সময়কালে দূরবর্তী ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা এখনও সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

যে সকল সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের তারিখের পরে শেয়ার কিনেছেন এবং কাট-অফ তারিখের মতো শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড জারি করার জন্য helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.skpsecurities.com/assets/pdfs/financial_result/annual_rep/Annual_Report_2025.pdf এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com ঠিকানায় পাওয়া যাবে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) অথবা ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে টেলিফোন নং ০৩৩-২২৪৩৫০২৯৫৮০৯-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা mdpldc@yahoo.com-এ ইমেল করতে পারেন।

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অলকা খেতাওয়াত
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং.ঃ এ৪৭৩২২

তারিখঃ ১২ আগস্ট, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

দান্ত ভায়াপার কেন্দ্র লিমিটেড

CIN: L51226WB1982PLCO35467
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি২,
কলকাতা-৭০০০৬৯ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
যোগাযোগ নম্বরঃ ৯০৭৩৯৮০৮৩১
ই-মেইলঃ dantavyapar@hotmail.com ওয়েবসাইটঃwww.dantavyapar.com

অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(সমস্ত পরিমাণ হাজার টাকায়, যদি না অন্যথায় বলা হয়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বছর সমাপ্ত
		জুন, ৩০ ২০২৫	মার্চ, ৩১ ২০২৫	জুন, ৩০ ২০২৪	মার্চ, ৩১ ২০২৫
		(অ-নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অ-নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয়	১৭৩৮.২৩	১৯৯১১.৯৭	২৯২৬.৮৮	৩২৯৯৫.৩৯
২.	নিট লাভ (ক্ষতি)(করের আগে,ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৭০.৭২	১৭১০৫.২২	৩৩৫.৪৮	২২৭০২.৯৯
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১৭০.৭২	১৭১০৫.২২	৩৩৫.৪৮	২২৭০২.৯৯
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)(ব্যতিক্রমীএবংঅথবাঅসাধারণ আইটেমের পরে)	১২৭.৭৫	১২৫৭৩.৪৩	২৫১.০৪	১৬৭৬২.৩৫
৫.	সময়কালের জন্য মোট সমন্বিত আয়(ক্ষতি) সময়কালের জন্য মুনাফা(ক্ষতি)(করেরপরে) অন্যান্য সমন্বিত সমন্বিতআয় (করের পরে))	১২৭.৭৫	৭১১০৭.১৪	২৫১.০৪	৭৫২৯৬.০৬
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি(পুনর্মূল্যায়নরিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	৫০২১৫৪.০৭
৮.	শেয়ার প্রতি আয়(অসাধারণ আইটেমের আগে এবং পরে)(বার্ষিক নয়ঃ মৌলিক এবং পাতলা (টাকা)	০.০৩	২.৬৫	০.০৫	৩.৫৩

নোটঃ
১) ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলঅডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি যাসেবি(LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ দিয়ে পূরণ করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http:www.dantavyapar.com এ উপলব্ধ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে
দান্ত ভায়াপার কেন্দ্র লিমিডে-এর জন্য
সাক্ষর /-একতা আগরওয়াল
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক)
DIN: 01369717

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২ই আগস্ট, ২০২৫

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড

(CIN - L65993WB1980PLCO32908)
অফিসঃ ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ফোন (০৩৩) ২২২৯-২৮৮১
ই-মেইলঃ corporate@purbasharesources.in, ওয়েবসাইটঃ www.purbasharesources.in

৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য
অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১২ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে।সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৭ নম্বর প্রবিধানের সাথে পঠিত ৩৩ নম্বর প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের লিমিটেড পর্যালোচনা প্রতিবেদন সহ উল্লিখিত ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.purbasharesources.in** এ পাওয়া যাবে এবং প্রদত্ত কিউ আর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN :00012978

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.০৮.২০২৫

SMT ENGINEERING LIMITED

(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)
CIN: L33120WB1992PLC055082
Regd. Office: 8a & 8b, Satyam Towers 3, Alipore Road, Kolkata West Bengal, India, 700027
Corporate Office: Plot No. 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area,
Near Parle G Biscuit Factory, Indore 452015 Madhya Pradesh, India
Email Id: compliance@saimachinetools.com | **Website:** www.smtel.in | **Contact Details** +91 9109197950

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025

(Rs. in Lakhs except in figures of EPS)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income From Operations	39.41	632.62	47.90	757.48	2,724.32	1,985.16	47.90	2,110.02
2	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.30	0.91	4.36	18.76	312.49	247.77	4.36	265.63
3	Net Profit/(Loss) for the Period Before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.30	0.91	4.36	18.76	312.49	252.39	4.36	270.25
4	Net Profit/(Loss) for the Period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.30	0.90	4.36	18.08	234.95	217.34	4.36	234.53
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.30	0.92	4.36	18.10	234.95	217.36	48.32	295.64
6	Paid-up Equity Share Capital	1,652.00	1,652.00	367.50	1,652.00	1,652.00	1,652.00	367.50	1,652.00
7	Earnings Per Share (For Continuing and Discontinued Operations) Basic and Diluted	0.03	0.02	0.12	0.47	1.42	5.59	0.29	6.35

Notes:
1. These unaudited financial results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("IND-AS") as notified under Section 133 of the Companies Act. 2013 ("the Act") [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] as amended and regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The above Standalone and Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company, at their Meetings held on August 12, 2025. The Statutory Auditor/s of the Company have carried out a limited review of the aforesaid results.
3. Previous period/year figures have been regrouped/re-casted wherever necessary, to make them comparable with current period/year figures.
4. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Unaudited Financial Results with Limited Review Report/s are available on the Stock Exchange's website www.bseindia.com and on the Company's website www.smtel.in. The aforesaid Financial Results can be accessed also by scanning the Quick Response Code provided below:

By order of the Board
For **SMT ENGINEERING LIMITED**
Sd/-
Ajay Jaiswal
Managing Director
DIN: 01754887

Dated: 12.08.2025
Place: Indore

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L26109WB1946PLC013294
নিবন্ধিত অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ভারত ১ টেলিফোনঃ (৯১)(৩৩)২২৫৪-৩১০০
ফ্যাক্স (৯১)(৩৩)২২৫৪-৩১৩০
ইমেলঃcosec@hngil.com । ওয়েবসাইটঃwww.hngil.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, হিংদুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি)-এর ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম''সভা') ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১০০ টায় (আইএসটি) ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') কর্তৃক প্রদত্ত ভিডিও কনফারেন্সিং অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ভিসিওএভিএম') মোডের মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('সেবি তালিকাভুক্তি প্রবিধান') এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রাসঙ্গিক সাধারণ সার্কুলার নং - সার্কুলার নং - অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। ০৯২০২৪ তারিখের ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের এমসিএ (এরপর থেকে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সার্কুলার সহ, সর্বশেষ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের, যা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (এরপর থেকে 'সেবি সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সহ পঠিত হবে, যা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য।

উপরে উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার এবং সংশোধিত সেবি তালিকাভুক্তি বিধিমালা অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিরেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ('ডিপি') সাথে নিবন্ধিত। অতিরিক্তভাবে, সেবি তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) অনুসারে, কোম্পানি সেইসব সদস্যদের কাছে একটি চিঠি পাঠাবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিRTADP-তে নিবন্ধিত নয়, যেখানে ওয়েবলিঙ্ক থাকবে যেখান থেকে নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করা যাবে। AGM-এর নোটিশ, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hngil.com-এ আপলোড করা হবে এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VCOAVM সুবিধার মাধ্যমে AGM-এ যোগদান করতে পারবেন। AGM-এ যোগদানের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি AGM-এর নোটিশে দেওয়া আছে। অতএব, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানির ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণের কোনও বিধান করা হয়নি। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে VCOAVM এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের গণনা করা হবে।

যেসব সদস্য এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য নীচের প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে তারা ই-ভোটিং এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন

i) **বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য**-অনুগ্রহ করে ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এর মতো প্রয়োজনীয় বিবরণ md-pldcyahoo.com cosechngil.com ইমেল ঠিকানায় প্রদান করুন।

ii) **ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য**-অনুগ্রহ করে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ (CDSL-১৬ সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি বা NSDL- ১৬ সংখ্যার DPID CLID), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা কনসোলিডেটেড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) mdpldcyahoo.com cosechngil.com এ প্রদান করুন।

iii) কোম্পানিRTA NSDL এর সাথে সমন্বয় করবে এবং লগইন শংসাপত্র সরবরাহ করবে। উপরে উল্লেখিত সদস্যদের কাছে।বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (IEPFA), ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখের MCA সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত সার্কুলারের নির্দেশাবলী মেনে, আপনার কোম্পানি ২৮ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১০০ দিনের একটি **সক্ষম নিবেশক** অভিযান শুরু করেছে।উপরোক্ত ক্যাম্পেইন চলাকালীন, যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের দাবি করা হয়নিঅপরিশোধিত লভ্যাংশ এবংঅথবা শেয়ার (যা IEPFA-তে স্থানান্তরিত হয়েছে) অথবা যাদের দাবি করা হয়নি অপরিশোধিত লভ্যাংশ এবংঅথবা শেয়ার সম্পর্কিত কোনও সমস্যা রয়েছে এবংঅথবা KYCমনোনয়নের বিবরণ আপডেট করার জন্য তারা কোম্পানির RTA-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, তাদের ওয়েবসাইটঃ www.mdpl.in-এ দেওয়া বিশদ বিবরণ।

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
(কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়াধীন)
সাক্ষর /-(আকাশ ঘুওয়ালেওয়ালা)
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.০৮.২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XV/138/022/2025-2026/D

Name of the work: **Restoration of CC Passage with allied works to be disturbed by Water Supply Dept. at Molla Para Lane, Nuri Bagan Lane etc N/H/NO T-210/3, T-210/6, Y-34, Y-36, Y-37, Y-74/1 etc in Ward No. 138, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,64,761.76.** Earnest Money: ₹ **5,300.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XV/134/058/2025-2026/R

Name of the work: **Repairing of surface drain with allied works at Garden Reach Road near Premises No. B12, B10 etc in Ward No. 134, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,53,544.70.** Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last date and time of submission of bid: **26.08.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of tender: **28.08.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No.: KMC/XV/141/033/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)

Name of the work: **Repairing of C.C. Passage at Molla Para Lane (Uttaran Area) near Pr. No. Z-4/31/A in Ward No. 141, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,76,150.91.** Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of Completion: **180 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **16.08.2025 - 12 noon.** Documents download/sell start date & time (online): **16.08.2025 - 4 p.m.** Documents download/sell end date & time (online): **26.08.2025 - 4 p.m.** Bid submission start date & time (online): **16.08.2025 - 4 p.m.** Bid submission closing date & time (online): **26.08.2025 - 4 p.m.** Bid opening date & time for Technical Proposals (online): **28.08.2025 - 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/XIII/118/19/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Development of Road with C.C. Pavement Works at Bye Lane of A.G. Road and Sahapur Main Road near Pr. No. 41 and 11/2, 12/1, 15/2 etc in Ward No. 118.** Work Value: ₹ **2,99,967.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(2) NIT No.: KMC/XIII/116, 117, 118/23/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Supplying and spreading of silver sand at different Puja Pandels in Ward No. 116, 117, 118 etc under BR.-XIII.** Work Value: ₹ **2,49,601.52.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(3) NIT No.: KMC/XIII/118/21/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Improvement of Road with C.C. Pavement Works at Bye Lane of S. N. Roy Road near Pr. No. 84, 14/7, 101 etc in Ward No. 118.** Work Value: ₹ **2,99,673.29.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(4) NIT No.: KMC/XIII/118/23/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Improvement of road by laying of hot-mix works at Ghoshpara and Chatterjee Colony Area (S. N. Roy Road Bye Lane) in Ward No. 118.** Work Value: ₹ **4,49,226.75.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(5) NIT No.: KMC/XIII/118/22/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Improvement of road with C. C. pavement works at Bye Lane of Hogolbari Pathway Road near Pr. No. 8/2A, 6/2, 6/5, etc. in Ward No. 118.** Work Value : ₹ **3,50,769.49.** Earnest Money: ₹ **7,200.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(6) NIT No.: KMC/XIII/115/34/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Supplying & spreading of silver sand at different Puja Pandals in Ward No. 115, Br. XIII.** Work Value: ₹ **1,19,824.86.** Earnest Money: ₹ **2,400.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(7) NIT No.: KMC/XIII/115/28/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of damaged road surface at different places of T. M. G. Road & Bye Lanes, Bye Lanes of M. G. Road & Banerjee Para Road and surrounding area in Ward No. 115.** Work Value: ₹ **2,96,317.24.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(8) NIT No.: KMC/XIII/122/29/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Supplying & spreading of silver sand at different Puja Pandels in Ward No. 122, Br. XIII.** Work Value: ₹ **1,09,226.69.** Earnest Money: ₹ **2,200.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **21.08.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 7) and 26.08.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 8).** Tender will be opened on: **23.08.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 7) and 28.08.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 8).** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2025 from 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 7) and 14.08.2025 from 5 p.m. (for Sl. No. 8).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 8).**

860/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫৩, বুধবার, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২

সুভাষ বোসের অন্তর্ধান

এখানকার কমুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে ওদের যোগ নেই, গ্রেট ব্রিটেনের কমুনিস্ট পার্টির মধ্যস্থতায় ওদের রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ। তা ছাড়া ভারতবর্ষে গণ-বিপ্লব আনতে হবে এতে যদিও কারোর দ্বিমত নেই, তবে এত বিরাট একটা দেশের সমস্যাবল আন্দোলনের দায়িত্ব সাত সমুদ্র পরপারে কোন নেতৃত্বের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাটা অনেকেই মূর্খতা বলে আশঙ্কা করলেন। দেশের নেতৃত্ব পুরোপুরি দেশের মাটিতেই গড়ে ওঠা উচিত। অন্য কোন দেশের হাতে নিজেদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখা বর্তমান অবস্থায় কোন মতেই চলে না; সে দেশ রাশিয়া হলেও না। ভারতের জলমাটির সঙ্গে মিশিয়ে, এখানকার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কম্যুনিজমকে এদেশের মাটিতে রোপণ করা যায় কি না; অনেকেই এ প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অথচ কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিটি কাজে রাশিয়ার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে থাকে বলে অনেকের মনে তখন ঘোরেতর সন্দেহ ছিল, এবং সে সন্দেহ প্রমাণিত হয়ে গেল ১৯৪১ সালের শেষের দিকে যুদ্ধের সম্বন্ধে তাদের মনোভাবের রাতারাতি পরিবর্তনের নমুনা দেখে। প্রথম তারা যুদ্ধের সময় দেশে সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তখন অভিযোগগের অন্ত নেই; কেন সংগ্রাম শুরু করছে না? তখনও ফ্যাসিজম-এর ভীতিটা ওদের মনে বিশেষ জেগেছিল বলে মনে হয় না। তার পর জার্মানির রাশিয়া-আক্রমনের পরও কয়েকমাস ওদের নীতির কোন বদল হল না। কিন্তু যেমনি বিলেতের কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো থেকে এক দীর্ঘ নির্দেশ এল, তখনই অকস্মাৎ জার্মান-জাপানের ভীতি অতি উৎকটভাবে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' তখন রাতারাতি জনযুদ্ধ' হয়ে উঠল। এর কিছুদিন পরে সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা। সেটা ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাস। সুভাষবাবু তখন অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে রয়েছেন। একদিন খবর পাঠালেন তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য। জেল থেকে বেরুনোর পর একদিনও তার সঙ্গে দেখা হয় নি। তবু আমার রাজনৈতিক গতিবিধির খবর তিনি রাখতেন বলেই আমার বিশ্বাস। সেজন্য হঠাৎ এভাবে ডেকে পাঠানয়ে বিস্মিত হলাম। বাড়িতে গিয়ে সোজা দোতলায় তার ঘরে উঠে গেলাম। খাটের উপর শুয়ে ছিলেন, মুখে দাড়িগোঁফ, আর সেজন্যই বাধে হয় বড় বেশি রোগা দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া দেখছিও কতদিন পরে, সব মিলিয়ে চেনাই যায় না যেন! সুভাষবাবুও আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'বড় রোগা দেখছি যেন? তারপর জানতে চাইলেন কী আমি করছি, কী ভাবছি ইত্যাদি। প্রায় একঘণ্টা ধরে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল। তর্ক করলাম অনেক। উনিও ওঁর দিক থেকে যা-কিছু বলবার ছিল বললেন। কোনও মীমাংসাই কিন্তু হল না। এত সহজে মীমাংসার আশাই বা করেছিলাম কেন! আশা করি নি সত্যি, কিন্তু মনের গোপন কোণে একটা ইচ্ছা ছিল যেন, আর ইচ্ছার তো কোনও যুক্তি নেই; সীমা পরিসীমাও আছে নাকি? এবার উঠতে হয়, ওঁর অন্য কাজ রয়েছে। সুভাষবাবু হেসে বললেন, বড় আনন্দ পেলাম, কতদিন পরে দেখা! উত্তরে বলে এলাম, তকিন্তু সারাক্ষণ তো ঝগড়াই করে গেলাম আপনার সঙ্গে।এর বাধে হয় চার-পাঁচদিন পরেই কাগজে দেখলাম সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক অন্তর্ধানের খবর।

অমৃতবাজার পত্রিকা

৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে গিয়েছিলাম যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নের অমৃতবাজার গ্রামে। অনেকদিন ধরে যাওয়ার ইচ্ছে পূরণ হলো। টিপ টিপ বৃষ্টিমুখর দিন। তবুও ইতিহাসের প্রাচীন সৌগন্ধ কিছুমাত্র কম নেই। চমৎকার অবিচ্ছেদ্য সবুজে ভরা গ্রাম। অসামান্য ইতিহাসের অনেক উপাদান সুপ্ত হয়ে আছে এখানে। হাটতে চলতে পায়ের নিচে পড়বে ছড়ানো ছিটানো ইটের টুকরো। এই অমৃতবাজার গ্রাম থেকে ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। পরে একইসাথে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এই অঞ্চলের ভূস্বামী হরিনারায়ণ ঘোষের দুই পুত্র শিশির কুমার ঘোষ এবং মতিলাল ঘোষ দুই ভাই মিলে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। এঁদের মাতা অমৃতময়ী দেবীর আগ্রহে এখানে একটা বাজার এবং পরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এই ভ্রাতৃদ্বয়। বাজারের নাম মায়ের নামানুসারে অমৃতবাজার রাখেন। তারপর তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকার নাম দেন অমৃতবাজার। পত্রিকা প্রকাশের জন্য বাড়ির দক্ষিণ পাশে কপোতাক্ষ নদের তীরে প্রেস স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় ৩২ টাকা দিয়ে কেনা পেটানো কাঠের মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে এই পত্রিকা প্রথম ছাপা শুরু হয়। এর মাত্র ৩ বছর পর ১৮৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকা কলকাতার বৌবাজারে স্থানান্তরিত হয়। এর ৩ বছর পর ১৮৭৪ সালের ২৫ মার্চ আবার স্থানান্তরিত হয় বাগবাজারে। ইংরেজ শাসনামলে বৃটিশদের নানারকম অত্যাচার নির্যাতন শাসন শোষণের বিরুদ্ধে এবং নীলকরদের অমানবিক অত্যাচারের চিত্র প্রকাশের লক্ষ্যে তাঁরা এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর জন্যে শিশির কুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত হন। শিশির কুমার ঘোষের পুত্র তুষার কান্তি ঘোষ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে বৃটিশ শাসনামলে কারাভোগ করেন। শিশির কুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের বাড়ির কোনো ভগ্নাবশেষও নেই। কিন্তু বাড়ির দক্ষিণে রয়েছে পুকুর। পুকুরের দুইপাশে ছিল দুটো সান বাঁধানো ঘাট। বাড়ি সংলগ্ন ঘাটটি মহিলাদের এবং পশ্চিম পাশের ঘাটটি পুরুষদের জন্য। মহিলাদের ঘাটের দুইপাশে এখনো পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো কক্ষ। কপোতাক্ষ তীরে যেখানে প্রেস ছিল, সেখানে এখন কলাবাগান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

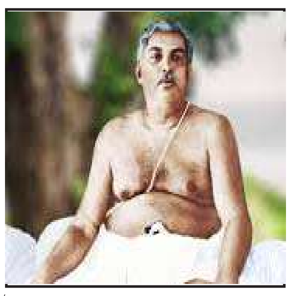

ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। দানী সকলের কাছে প্রিয় হন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বলতেন, মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু. সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন অভয়দানকারিণী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান।

শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্র সংস্কৃতির প্রাণ ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বিশেষ প্রতিবেদক

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন বড় মাপের সঙ্গীতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ২০০টি গানের স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁর রচিত বেশ কিছু ব্রহ্মসঙ্গীত রয়েছে। যেমন 'তাঁরে রেখো রেখো তব পায়'। অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্যে ভরপুর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর এই কন্যাটির জন্ম হয় বোম্বাইয়ের কাছে সঙ্গীত তাঁর রক্তে ছিল। প্রায় লুপ্তপ্রায় বহু সংখ্যক রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি। ছোটবেলায় দেশি ও বিদেশি দুরকম সঙ্গীতেরই তালিম নিয়েছিলেন ।একেবারে শৈশবেই অজপ্রকাশ ভদ্র আর বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার হাতেখড়ি ।পরবর্তীকালে বদ্রিদাস সুকুলের কাছে ওস্তাদী গানের তালিম

কালাদ্দগি-তে ।তাঁর রূপের একটি সুন্দর বর্ণনা পাই তাঁর দাদা শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণ থেকে। দলক্ষ্মী সেজে বিবি যখন লাল আলোতে স্টেজে ঢুকতো, আহা সে কি সুন্দর দেখাতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেরোতম মহিলা গ্রাজুয়েট ।ইন্দিরা ভাল ফরাসি জানতেন ।ভাগ্যক্রমে তাঁর স্বামী প্রমথ চৌধুরীও ফরাসি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন ।প্রাক্ বিবাহকালীন চিঠিতে Mon ami প্রিয় সম্বোধনটির ফরাসি ভাষার মাধ্যমে প্রীতি প্রকাশের নজির হিসেবে বিদ্যমান।

অনুবাদ, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা আর সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা, তার উৎস সন্ধান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিচরণ, সাহিত্য ও সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে। আগামীদিনের কাজকে আরও এগিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্র রচনা ছাড়াও প্রমথ চৌধুরীর, চার ইয়ারী কথা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যৌথ ভাবে লিখেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীও । তাঁর যে রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য তা হলো ফরাসি থেকে বাংলায় অনুদিত রেনে গ্রুসের ভারতবর্ষদ, বিয়ের লোতির, দকমল কুমারিকাশ্রমদ, মাদাম লেভির, ভারত ভ্রমন কাহিনী (কলম্ব থেকে শান্তিনিকেতন), আর আঁদ্রে জীদের লেখা তফরাসি গীতাঞ্জলির ভূমিকা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য...কেননা ঠাকুরবাড়ির আর সব ছেলেমেয়েদের মতই নেন ।এমনকি যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর হাত ছিল পাকা। সেন্ট পলস্ -এর অর্গানিস্ট মি. স্লেটারের কাছে পিয়ানো আর ইটালিয়ান বেহালাবাদক সিনর কাছে বেহালা শিখেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি, সেকালে গানের ওপর প্রশ্নপত্র এদেশে পাঠানো হত। তাতে পাশ করেছিলেন তিনি। অর্থাৎ আজকের যুগের পরীক্ষাগুলির মত। যার ফলে রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য রীতিতে সুরারোপিত গানগুলিকে পিয়ানোয় বাজাতে আর নোটেশন তৈয়ারীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই কাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর পিসতুতো বোন সরলা দেবী। তিনি লিখেছেন, আমার দিশী বিলিতি সংগীতের সর্বদা সঙ্গী ছিলেন সরলা দিদি। রবীন্দ্রনাথের দুশোরও বেশি গানের স্বরলিপি তিনি করেছেন। ইন্দিরা দেবী রচিত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গমদ, একটি ছোট্ট বই হলেও, রবীন্দ্রসঙ্গীতের এটি আকর গ্রন্থ।

এই বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে অন্যের সুরে নিজের কথা গেঁথে গেঁথে কত নতুন গানের সৃষ্টি করেছেন ।আবার অপরের কথায় নিজে সুরদান করেছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন কবির ভাঙা গানের লিস্ট তৈয়ারী করে, সামান্য অদলবদল করে রবীন্দ্রনাথ কি অসাধ্যসাধন করেছেন ।স্বয়ং কবি আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন, আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ- জীবন তোমার বসন হয়, তোমার ভূষণ। এর থেকে আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুশো সাতাসটি গানের সুর নেওয়া হয়েছে স্কচ্ ও আইরিশ্ গান থেকে ।আবার তেমন হিন্দুস্তানি গান থেকেও বহু সুর করা হয়েছে। যেমন- ১/বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে (বাজে ঝননন্ মোরে পায়েলিয়া) ২/তুমি কিছু দিয়ে যাও (কৈ কুছ কহরে)... এবার আসবো তাঁর পূর্বরাগ ও বৈবাহিক জীবনের কথায় ।১৯নং স্টোর রোডের বাড়িতে থাকাকালীনই একটি যুবক প্রায়ই তাঁদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কথিত আছে এই ঘটনাটি নিয়ে বাড়িতে হাসাহাসির ধুম পড়ে যায় আর এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই কবি রচনা করেন সেই বিখ্যাত গানটি, সখী প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে... জমিদারীতে থাকাকালীন প্রিয় ভাইঝিটিকে যে পত্রগুচ্ছ লিখেছেন, পরবর্তীকালে তা, ছিন্নপত্রাবলী নামে বিখ্যাত। প্রভাতসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থটি কবি ইন্দিরা দেবীকে উৎসর্গ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪সালে তাঁকে, ভূবনমোহিনী স্বর্ণপদক পান...১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতী অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হন। কালক্রমে, ১৯৫৭সালে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশীকোত্তম উপাধিত ভুষিত করে।১৯৫৯ সালে রবীন্দ্রভারতী সমিতি তাঁকে প্রথম তাঁদের দেও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে। শেষ জীবনে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী পূর্ণিমা (বুবু দি) দেবীর কাছে থাকতেন ও আশ্রমেই পরলোকগমন করেন....

সুপূর্ণা ঠাকুরের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। তাঁর কাছেই প্রথম সঙ্গীতের হাতেখড়ি। শান্তি নিকেতনে পাঠরতা সুপূর্ণা ঠাকুর সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেছেন প্রফুল্লকুমার দাস চিনে চোবেজীর কাছে। গান শিখেছিলেন শান্তিদেব ঘোষের কাছেও ।

ঠাকুরপরিবারের কৃতবিদ্য এই মানুষটি কিন্ত বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ আত্মপ্রচার বিমুখ। অভ্যস্ত ছিলেন অনাড়ম্বর জীবন যাপনে। রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং তাঁকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন- 'তোকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ভাবে ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্য-কথা বলে মনে করবি।' বলেছিলেন, 'তুই আমাকে অনেকদিন থেকে জেনে আসছিস বলেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভাল করে ব্যক্ত হয় তা নয়; তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সত্যপ্রিয়তা আছে যে সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে।'

অবন ও বাড়িতে তাদের একতলার ঘরে বসে এসরাজে ভৈরবী আলাপ করছে, আমি আমার তেতলার কোণের ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তোর চিঠিতেও তুই মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের কথা লিখেছিস ।আজকাল সকালে দেখতে দেখতে বেলা দশটা এগারোটা দুপুর হয়ে যায়- দিনটা যতই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে মনটাও ততই এক রকম উদাসীন হয়ে আসে ; তার উপর কানে যখন বারম্বার ভৈরবীর অত্যন্ত করুণ মিনতির খোঁচ লাগতে থাকে তখন আকাশের মধ্যে, রৌদ্রের মধ্যে, একটা প্রকাণ্ড বৈরাগ্য ব্যপ্ত হয়ে যায়। কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগ শোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি - ভৈরবী রাগিনীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্য-ভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যি ই তো আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়; কিন্তু প্রকৃতি কী এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে, সেই জন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পারি। ভৈরবীতে সেই চির -সত্য, সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে ; আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা-কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানি-নে ।

শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা দেবী 'আলাপনী মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও তার মুখপত্র ঘরোয়া প্রকাশ করেন। মহিলা কল্যাণে গঠিত 'বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন লীগ', 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স', 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম' ইত্যাদি সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেন। ঠাকুরবাড়ির নব জাগরণের নাম ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। রবীন্দ্র নাথের ঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্রী

কেন্দ্র রাজ্য বিবাদের সুষ্ঠু সমাধানই উন্নয়নের পথ

মজুরির দাবিতে স্বচ্ছতার আর্জি মনরেগা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের দ্বন্দ্ব। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভরসা মনরেগা প্রকল্প। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে গ্রামীণ শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা; সব ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রকল্প ঘিরে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পের কাজ শুরু না করায় গ্রামীণ শ্রমিকরা আর্থিক সংকটে পড়ছেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রের দাবি; অর্থ বরাদ্দ ও কার্যকর বাস্তবায়নে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে রাজ্যের পক্ষ থেকে। এই টানাপোড়েনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রকৃত উপভোক্তারা, যাঁদের জন্য এই প্রকল্প মূলত চালু হয়েছিল।

রাজ্যের দাবি স্পষ্ট; কেন্দ্র অবিলম্বে কাজ শুরু করুক এবং পাওনাকৃত অর্থ মুক্ত করুক। পশ্চিমবঙ্গসহ একাধিক রাজ্যে অভিযোগ, বহু মাস ধরে শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া রয়েছে। গ্রামীণ পরিবারের অনেকেই মনরেগার আয়ের উপর নির্ভরশীল, বিশেষত কৃষি-বহির্ভূত মৌসুমে। কিন্তু কাজ বন্ধ থাকার কারণে গ্রামাঞ্চলে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে, বাড়ছে আর্থিক অনিশ্চয়তা। রাজ্য সরকারগুলি বলছে, প্রকল্পের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক পক্ষপাত এবং প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে পরিস্থিতি সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রের যুক্তি ভিন্ন। তাঁদের মতে, রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি, ভূয়ো জবকার্ড, ভুয়ো কর্মদিবস দেখানো এবং হিসাবপত্রে অসঙ্গতির মতো একাধিক সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। তাই অর্থ ছাড়ার আগে প্রয়োজন স্বচ্ছতা ও সঠিক হিসাব প্রদান। কেন্দ্রের দাবি, প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য গুলিকে কঠোরভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। এই প্রেক্ষিতে স্বচ্ছতার জন্য প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো, বায়োমেট্রিক উপস্থিতি, সরাসরি ব্যাঙ্কে মজুরি প্রদান ইত্যাদি পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে।

এখানেই দেখা দিচ্ছে প্রকৃত দ্বন্দ্ব। একদিকে দরিদ্র শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক কর্মসংস্থানের প্রয়োজন, অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ঠেকাতে প্রশাসনিক কড়াকড়ি। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ। যদি কেন্দ্র অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নিতে চায়, তবে সেই প্রক্রিয়াটি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রকৃত শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন। কারণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি প্রকল্পের ধারাবাহিকতা।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও এখানে অগ্রাহ্য করা যায় না। মনরেগা শুধুমাত্র একটি উন্নয়ন প্রকল্প নয়, এটি রাজনৈতিক প্রচারেরও একটি বড় হাতিয়ার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয় পক্ষই প্রকল্পে নিজেদের কৃতিত্ব তুলে ধরতে চান, যা প্রায়শই বাস্তব সমস্যার সমাধানকে আড়াল করে দেয়। যখন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তখন প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

এখন প্রশ্ন উঠছে; কীভাবে এই অচলাবস্থা ভাঙা সম্ভব? প্রথমত, উভয় পক্ষের মধ্যে আস্থার পরিবেশ তৈরি করা দরকার। কেন্দ্রের উচিত রাজ্যের অভিযোগ ও দাবি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং প্রয়োজন হলে অস্থায়ীভাবে অর্থ ছেড়ে কাজ পুনরায় শুরু করা। একই সঙ্গে রাজ্যেরও উচিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, যাতে কেন্দ্রের অভিযোগের কোনও ভিত্তি না থাকে।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্প পরিচালনায় প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। ডিজিটাল উপস্থিতি, অনলাইন জবকার্ড যাচাই, কর্মদিবসের স্বয়ংক্রিয় নথি ভুক্তকরণ; এসব ব্যবস্থা জালিয়াতি কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাগুলি এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রমিকদের জন্য কোনও অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি না হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রকল্পের মূলে রয়েছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। মনরেগার প্রধান লক্ষ্য দরিদ্রদের আয় সুরক্ষা, বিশেষ করে সেই সব মানুষের জন্য যারা মৌসুমি বেকারত্বের শিকার। তাঁদের জন্য প্রকল্পের ধারাবাহিকতা ভাঙা মানে সরাসরি জীবিকার উপর আঘাত। তাই প্রশাসনিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানবিকতার দিকটিও সমানভাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

আজ যখন গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি মুদ্রাস্ফীতি, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা ও কর্মসংস্থানের অভাবে বিপর্যস্ত, তখন মনরেগা প্রকল্পের মতো উদ্যোগ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এমন সময়ে রাজনৈতিক স্বার্থকে দূরে সরিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের একসঙ্গে কাজ করাই একমাত্র পথ। প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করেই দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য একটি স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস তৈরি করা সম্ভব।

অতএব, মনরেগা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের দ্বন্দ্বের দ্রুত সমাধান হওয়া জরুরি। সময়ের দাবি; দলীয় রাজনীতির বাইরে উঠে প্রকল্পটিকে শুধুমাত্র উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা। প্রকৃত শ্রমিকদের হাতে কাজ ও মজুরি পৌঁছে দেওয়াই হওয়া উচিত একমাত্র লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি হচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক

ধর্ম ও মুসলিম ভোটব্যাংক পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতির সংকীর্ণ বাস্তবতা। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী মৌসুম মানেই যেন ধর্ম ও বিশেষত মুসলিম ভোটব্যাংককে ঘিরে অতি-কেন্দ্রীভূত আলোচনার পরিবেশ। উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য; এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি প্রায়শই আড়ালে চলে যায়। রাজনৈতিক দলগুলি যেন সমীকরণকে পাল্টাতে হিন্দুত্ববাদী প্রচার জোরদার করেছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিম ভোট ধরে রাখার জন্য নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার ঘোষণা করেছে। বিরোধী দলগুলোও এই ভোটের ভাগাভাগি নিয়ে কৌশল সাজাতে ব্যস্ত। ফলে সাধারণ ভোটারের চোখে নির্বাচনের মূল বিতর্ক সীমাবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে; কে মুসলিম ভোট পাবে, আর কে পাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোট।

বিশ্বাস করে, এই রাজ্যে ভোট জয়ের সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি হল ধর্মীয় বিভাজন এবং বিশেষভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করার কৌশল। ফলস্বরূপ, নির্বাচনী প্রচারাভিযান ক্রমশ একরৈখিক ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে।

ইতিহাসগতভাবে পশ্চিমবঙ্গ ছিল তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার জন্য পরিচিত। কিন্তু সাম্প্রতিক এক দশকে রাজ্যের রাজনীতিতে এক ভিন্ন স্রোত স্পষ্ট। একদিকে বিজেপি মুসলিম ভোটব্যাংকের এই প্রবণতা বিপজ্জনক কারণ এটি রাজনীতিকে ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। ধর্মীয় মেরুকরণ শুধু সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে না, বরং উন্নয়নের আলোচনাকেও অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে। যখন রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মন জয় করা, তখন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে যায়। রাজ্যের আর্থিক সংকট, শিল্পে মন্দা, কৃষিক্ষেত্রে অস্থিরতা; এসব প্রশ্ন নির্বাচনী প্রচারে প্রান্তিক অবস্থায় চলে যায়।

মুসলিম ভোটব্যাংকের প্রসঙ্গটি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব পায় । কারণ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলিম, যা নির্বাচনী ফলাফলে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় মুসলিম ভোটারের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি। ফলে কোনও দল যদি এই ভোট এককভাবে পায়, তবে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এই পরিসংখ্যান রাজনৈতিক দলগুলিকে প্ররোচিত করে প্রতিনিয়ত মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বার্তা পৌঁছে দিতে; কখনও উন্নয়ন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে, কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে 'সংখ্যালঘু বিরোধী' হিসেবে চিত্রিত করে।

তবে এই ধরনের রাজনীতি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করে না। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা; এসব ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে রাজ্যের বড় অংশের মুসলিম জনগোষ্ঠী। কিন্তু নির্বাচনের সময় তাঁদের জন্য সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়। বরং প্রতিশ্রুতির স্তূপ আর প্রতীকী পদক্ষেপই হয়ে ওঠে মূল অস্ত্র। মুসলিম ভোট যেন কেবল সংখ্যার খেলা, মানবিক ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন নয়।

অন্যদিকে, ধর্মীয় মেরুকরণ শুধু মুসলিম ভোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটারদের একত্রিত করার জন্য বিজেপির মতো দলগুলি মুসলিম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে বিভাজন মূলক বক্তব্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। গোরক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তর; এসব ইস্যু নির্বাচনের সময় অতিরিক্ত গুরুত্ব পায়। এতে দ্বিমুখী প্রভাব পড়ে; একদিকে হিন্দু ভোট একত্রিত হয়, অন্যদিকে মুসলিম ভোটাররা আরও একপাক্ষিকভাবে বিরোধী শিবিরে চলে যান। এই প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ক্রমশ মেরুকৃত ও সংঘাতমুখী হয়ে ওঠে।

এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন জাগে, উন্নয়নমূলক রাজনীতির জায়গা কোথায়? কেন শিল্প, বেকারত্ব, কৃষি সংকট বা পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো বিষয়গুলি নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রে থাকে না? এর উত্তর সহজ; ধর্মীয় বিভাজন ভোট গণিতের সরাসরি ও দ্রুত ফল দেয়, কিন্তু উন্নয়নমূলক নীতি প্রয়োগের ফল পেতে সময় লাগে এবং তা রাজনৈতিকভাবে অনিশ্চিত। ফলে স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক লাভের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য বিসর্জন দেওয়া হয়।

এই সংকীর্ণ রাজনীতির আরেকটি ফল হল সামাজিক সম্প্রীতির অবক্ষয়। একসময়ের বহুত্ববাদী ও মিলনসাংস্কৃতিক পশ্চিমবঙ্গ এখন ক্রমশ ধর্মীয় বিভাজনের রেখায় বিভক্ত হয়ে পড়ছে। পাড়ায় পাড়ায় সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিভেদ তৈরি হচ্ছে, যা সমাজের ভিত দুর্বল করছে। রাজনৈতিক দলগুলি হয়তো ভোটের হিসেবে লাভবান হচ্ছে, কিন্তু রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

এখনই প্রয়োজন রাজনৈতিক মানসিকতার পরিবর্তন। ধর্ম ও সম্প্রদায়-নির্ভর ভোটের বাইরে গিয়ে সকল নাগরিকের উন্নয়ন, সুযোগের সমতা ও আইনের শাসনের প্রশ্নকে রাজনীতির কেন্দ্রে আনতে হবে। আলোচনায় কর্মসংস্থান, শিল্পনীতি দিতে হবে।

লেখকের কলমে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা

বিশেষ প্রতিবেদক

ক্লাসের অন্য ছেলেদের সাথে এই ছেলেটার পোশাকে একদম মিল নেই, তাঁর গায়ে জামা নেই.খালি পা, ঢাকার গভর্ণর ফুলার তাঁকে জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার! তুমি খালি পায়ে কেন? তোমার জুতো নেই? মেঘনাদ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। সাহেব আবার বললেন ;কি হল চুপ কেন? মাথা তুলে নির্ভিক কণ্ঠে ইংরেজিতে ফুলারকে মেঘনাদ বলল; ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এটা আমার প্রতিবাদ।

হোয়াট, গর্জে ওঠে সাহেব বললেন -গেট আউট, আই সে গেট আউট। কুনো দিন তুমি আর স্কুলে আসিবে না। মেঘনাদকে কেবল স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হল না, বন্ধ করা হল তাঁর মাসিক বৃত্তি। ফুলারের ঘটনায় মেঘনাদের বাড়ির লোকেরা জানতে পারলেন শুধু পড়াশোনায় তাদের বাড়ির ছেলেটা ডুবে নেই, বরং দেশের গুরূত্বপূর্ণ সব ঘটনা তাঁর মনকে নাড়িয়ে দেয়।

স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেও কিছুই যায় আসেনি মেঘনাদের। কাছেই একটি স্কুল ছিল নাম কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুনলেন, বিতাড়িত ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাদ বলে একটা ছেলে আছে অত্যন্ত মেধাবী। মধ্যবৃত্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে সে প্রথম হয়েছে। স্কুলের হেড মাস্টার মশাই বুঝলেন এই রকম ছাত্র তাঁর স্কুলে ভর্তি হলে স্কুলের গৌরব বাড়বে। তিনি কিশোরীলাল জুবিলি স্কুলে বিনা বেতনে মেঘনাদকে পড়ার সুযোগ করে দিলেন।

বাবার কষ্টের কথা মাঝে-মাঝে মনে হয় তাঁর ঠিক করলেন ফাইনান্স সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন। সব কিছু যখন ঠিকঠাক, জানতে পেরেছিলেন এমন ছেলেকে ইংরেজ সরকার চাকরি দেবে না। ইংরেজ আমলে বিপ্লবী বাঘা যতীন আর পুলিন দাসের সঙ্গে যার ওঠা-বসা তাঁকে সরকারি কাজে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভাগ্যিস মেঘনাদ ব্রিটিশের চাকরি করেনি, তাহলে আমরা হয়ত পেতাম না প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভারত তথা বাঙালির গর্ব 'ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' (সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স)- এর প্রতিষ্ঠাতাকে।

জাতিভেদ প্রথার কদর্য দিকটা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে। তিনি তখন শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সাইকেলে চড়ে গৃহশিক্ষকতা করে বেড়ান। বাকি সময়টা ডুবে থাকেন গণিতে। মেধা বৃত্তি পাওয়ায় তখন অবশ্য সহপাঠীদের সম্ভ্রমের পাত্র মেঘনাদ। কৈশোরের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন, জাতি ভেদ, অসাম্য আসলে আমাদের সমাজের এক গভীর অসুখ। পিতৃদেবের দেওয়া নাম ছিল 'মেঘনাথ'। নিজে বদলে দিয়েছিলেন সেই নাম জাতিভেদ প্রথার প্রতিবাদেই, হয়েছিলেন 'মেঘনাদ'।

বিজ্ঞানে মেঘনাদ সাহার অসংখ্য অবদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'তাপিয় আয়নন তত্ত্বের'প্রণয়ন ও জ্যোতিবিজ্ঞানে একাধিক জটিল রহস্যের উদঘাটন ও তার সার্থক প্রয়োগ। 'তাপীয় আয়নন তত্ত্ব' বিজ্ঞানে যে নতুন যুগের সুচনা করেছিল, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরবর্তীকালে জানা গিয়েছে।

এক পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিত ডেভিড ডিভরকিন জানিয়েছিলেন, মেঘনাদ সাহাকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত করার চেষ্টা করেন পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী কম্পটন।

"হর ঘর তিরঙ্গা" প্রচারণার মাধ্যমে দেশপ্রেম উদ্‌যাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১২ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারতের স্বাধীনতার যাত্রার প্রতি আন্তরিক

শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে, গর্বের সাথে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান ২০২৫-এর নেতৃত্ব দিচ্ছে, দেশের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করছে এবং তার কর্মীদের মধ্যে দেশপ্রেমকে অনুপ্রাণিত করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ) অফিসে উৎসাহ স্পষ্ট ছিল, যেখানে শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার / উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ) জাতির মূল্যবোধের প্রতি তাদের নিবেদনে ঐক্যবদ্ধ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি সমাবেশের নেতৃত্ব দেন। এই অনুষ্ঠানটি সম্মিলিত গর্ব এবং অঙ্গীকারের এক প্রকৃত উদ্‌যাপন। ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের চতুর্থ সংস্করণের অংশ হিসেবে, কর্মী বিভাগ / নির্মাণ সংস্থা একটি তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করে। ২০০ জনেরও বেশি কর্মকর্তা, কর্মী এবং এন.এফ.রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং এন.এফ.রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধিরা, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে, ভারতীয় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে মহান দেশপ্রেমের সাথে মিছিল করেন, স্লোগান দেন এবং প্রতিটি ঘরে এবং হৃদয়ে তিরঙ্গা নিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। অংশগ্রহণকে আরও উৎসাহিত করার জন্য, জিএম/ কন/ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অফিস প্রাঙ্গণে একটি সেলফি বুথ স্থাপন করা হয়, যা কর্মীদের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম harghartiranga.com-এ তাদের গর্ব ক্যাপচার করতে এবং শেয়ার করতে অনুপ্রাণিত করে, ব্যক্তিগত উৎসাহকে একটি সম্মিলিত উদযাপনে পরিণত করে। এই কার্যক্রমের পাশাপাশি, কনফারেন্স হলে তিরঙ্গা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, যা কর্মকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে কর্তব্যবোধ এবং গর্বের নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী সকলকে দেশপ্রেম এবং জনসেবাকে সত্যিকার অর্থে সংজ্ঞায়িত করে এমন সততা এবং সততার মূল্যবোধকে ধরে রাখতে উৎসাহিত করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের তাদের বাড়িতে উত্তোলনের জন্য জাতীয় পতাকা বিতরণ করেছে, যাতে কেবল কর্মক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি বাড়িতে গর্বের সাথে তিরঙ্গা উড়তে পারে। এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারতের ঐতিহ্য উদ্‌যাপনে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং সকল নাগরিককে দেশপ্রেমের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখতে অনুপ্রাণিত করছে।

বিধানসভা ভোটের আগে কর্মী বৈঠকে মিঠুনঃ সনাতনীদের ঐক্যের আহ্বান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ আগস্ট ঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের আগে সংগঠনকে চাঙা করতে ময়দানে নেমেছে বিজেপির বর্ধমান-দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। মঙ্গলবার দুর্গাপুরে দলের বিশেষ কার্যকর্তা বৈঠকে যোগ দেন বিজেপি নেতা ও বলিউড তারকা মিঠুন চক্রবর্তী। বৈঠক থেকে তিনি সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এদিন বর্ধমান শহরের রবীন্দ্র ভবনেও অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির আরেকটি কার্যকর্তা বৈঠক। বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভার বুথ ও মণ্ডল থেকে কয়েকশো কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভায় ছিলেন জেলা

সভাপতি অভিজিত তা, মিঠুন চক্রবর্তীসহ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসআইআর লাগু করার আগে প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা দিন মন্তব্যের জবাবে মিঠুন বলেন, এসআইআর হবেই, এজন্য প্রধানমন্ত্রী কেন ইস্তফা দেবেন? আর একলক্ষ লোক নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করলে সেটা কমিশনই বুঝবে। তৃণমূলের অভিযোগ-নির্বাচনের আগে রাজ্যের আধিকারিকদের রদবদল করছে কেন্দ্র-এর জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় সব কিছুই তৃণমূল সরকারের অধীনে থাকে, তাই পরিস্কার ভোটের জন্য এই পরিবর্তন জরুরি। প্রসঙ্গত, আগামী নির্বাচনের আগে বিজেপির সংগঠনকে মজবুত করতে রাজ্যজুড়ে সফরে রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে কর্মীদের অভাব-অভিযোগ শুনছেন এবং রাজনৈতিক বার্তা দিচ্ছেন।

শনিবার রাত ৯টা থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ আগস্ট ঃ মেরামতি এবং কোনা এক্সপ্রেসের ' এলিভেটেড করিডর'-এর কাজের জন্য আগামী শনিবার রাত ৯টা থেকে রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু (দ্বিতীয় হুগলি সেতু)। ওই সময়ে কোনও ভারী গাড়ি চলাচল করবে না বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাজ হবে। সে জন্য ইস্পাতের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হবে। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর সেতুর কেবল, বিয়ারিং ইত্যাদি সারানো এবং তদারকি হবে। তাই সাধারণ মানুষের সুরক্ষা এবং যাতায়াতের সুবিধার স্বার্থে আগেভাগে কলকাতা পুলিশের তরফে এই ঘোষণা করা হল। জানানো হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার জন্য ভারী পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে আন্দুল রোড, ড্রেনেজ ক্যানেল এবং জিটি রোড দিয়ে। জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে এজেসি বোস রোড হয়ে যে সমস্ত গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে টার্ফ ভিউ থেকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ওই গাড়িগুলি সেন্ট জর্জেস গেট রোড থেকে স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে যেতে পারবে। হেস্টিংস ক্রসিং থেকে কে পি রোডের দিকেও গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ ১) শ্রেয়া দাস ২) কল্পনা দাস
আমোক্তারনামা দাতাঃ অমিত চক্রবর্তী
ঠিকানাঃ পাহাড়িপাড়া, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ ১) শ্রেয়া দাস ২) কল্পনা দাস
আমোক্তারনামা নং ও সন ঃ 4378 24.8.22
নং বহি .... নং বহি
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/ 7523/ 7524
উক্ত আমমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া- সিট নং ২০. L.R খতিয়ান নং. 445 L.R দাগ নং. 137 জে এল নং. 07 (আদেশ নং. ১০০০-I.S/২২ /২০২৪ তারিখ ২৭ ।০২ ।২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ শ্রেয়া দাস
পিতা / স্বামীঃ মাখনলাল দাস
ঠিকানাঃ পাহাড়ীপাড়া, জলপাইগুড়ি

সত্যমেব জয়তে
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগ
ঘোষণা করছে
তফসিলি জাতির জন্য স্কলারশিপ
শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে
২০২৫-২৬ সালের জন্য তফসিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যাট্রিক-পরবর্তী বৃত্তি প্রকল্প

যোগ্যতা
- পিতামাতা/অভিভাবকদের বার্ষিক আয় **২.৫০ লক্ষ টাকার** বেশি নয়।
- স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/স্কুলে কোর্স করা শিক্ষার্থীরা

সুযোগ
- একাদশ শ্রেণী থেকে সকল স্বীকৃত কোর্স
- আবেদনপত্র রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃক গৃহীত এবং যাচাই করা হয়
- দরিদ্রতম পরিবারের কভারেজ

অধিকার
- বাধ্যতামূলক অ-ফেরতযোগ্য ফি (টিউশন ফি সহ)
- বার্ষিক **২৫০০ টাকা থেকে ১৩৫০০ টাকা** পর্যন্ত একাডেমিক ভাতা
- দিব্যাঙ্গ (বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ অতিরিক্ত ভাতা।

- শিক্ষার্থীর একটি বৈধ মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর (ইউআইডি), আধার সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আয়ের শংসাপত্র, আগের বছরের মার্কশিট এবং বর্ণ শংসাপত্র থাকতে হবে।

- প্রকল্পের নির্দেশিকা এবং বিস্তারিত যোগ্যতার মানদণ্ড নীচের লিঙ্কে পাওয়া যাবে
http://socialjustice.gov.in/chemes/23

স্কিমের নির্দেশিকাগুলির জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন

cbc38101/11/0008/2526

লোকালয়ে হানা ২৫ দাঁতালের, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১২ আগস্ট ঃ সকাল হতে না হতেই একযোগে লোকালয়ে হানা ২৫ দাঁতালের! আতঙ্কে যে যেদিকে পারল দৌড় দিল। মঙ্গলবার সকালটা রীতিমত বিভীষিকা হয়ে থাকল ঝাড়গ্রামের ধানঘোরি-ছোলাখালি এলাকার গ্রামবাসীদের কাছে। হাতির দলের তাণ্ডবে ধানঘোরি নিমতল এলাকায় লন্ডভন্ড হয়ে গেছে চাষ জমি। মাথায় হাত গরিব কৃষকদের। এদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই সকলকে হতচকিত করে দিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে ২৫ টি হাতির বিশাল দলটি। মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ধানঘোরি ও ছোলাখালি গ্রামজুড়ে। সদ্য রোয়া ধান জমিতে শুরু হয় হাতিদের তাণ্ডব। বিঘের পর বিঘে ফসল চাপা পড়ে যায় হাতির পায়ের নিচে। ছারখার হয়ে যায় সবকিছু। এদিকে পেটের দায়ে গরিব কৃষকরা চাষের জমি রক্ষার মরিয়া চেষ্টা করেন। কিন্তু এত বড় হাতির দলের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা কিছু করতে পারেননি। ধানঘোরি থেকে ছোলাখালি পর্যন্ত গ্রাম ও চাষের জমিতে দীর্ঘক্ষণ দাপিয়ে বেড়ায় দাঁতালদের এই দলটি। পরে পাশের জঙ্গলে ফিরে যায়। কৃষকদের অভিযোগ, এত বড় একটি হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে পড়লেও বন দফতরের কোনও আধিকারিক বা কর্মীর দেখা মেলেনি। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা ও প্রতিরোধের অভাবে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়েছে বলে দাবি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন। উল্লেখ্য, ঝাড়গ্রাম জেলায় গত কয়েক মাস ধরেই লাগাতার বেড়ে চলেছে হাতির আক্রমণ। স্থানীয়দের দাবি, জঙ্গলে ঠিকঠাক জল ও খাবার পাচ্ছে না বলেই হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। এই বিষয়ে বন দফতরের গাফিলতির দিকে আঙুল তুলেছে তারা।

আলিপুরদুয়ার জংশনে নির্মাণ কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৭৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৮-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ৩১-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম ঃ** কামাখ্যাগুড়ি ইয়ার্ডে ড্রেন নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,২৯,২৬,৮০৯.৫৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,১৪,৬০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা হবে ০১-০৯-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ ১) তপন রায় ২) অশোক রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ সিদ্ধার্থ কুমার দুগর
ঠিকানাঃ গোঠিনিবাস ওয়ার্ড নং.১০, সর্দার শহর জেলা- চুর, রাজস্থান
গ্রহীতাঃ ১) তপন রায় ২) অশোক রায়
আমোক্তারনামা নং ও সন ঃ IV-13 নং বহি 20.01.20 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 3739-24.09.24
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/ 8116/ 8117
উক্ত আমমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- গড়লবাড়ি- সিট নং ০৯. J.L no.14 RS খতিয়ান 526 L.R K 410 RS-811 LR-1043 মোট জমি- ৬২ ডি
(আদেশ নং. ১০০০-I.S/২২ /২০২৪ তারিখ ২৭ ।০২ ।২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ তপন রায় / অশোক রায়
পিতা / স্বামীঃ অনেশ্বর রায়
ঠিকানাঃ গ্রাম-পাখুরীতলা, পোঃ গড়লবাড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১৩২

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ রাখাল দে
আমোক্তারনামা দাতাঃ শ্রীমতি শেলী শর্মা (রায়)
ঠিকানাঃ পুরাতন পাণ্ডাপাড়া, পোঃ পাণ্ডাপাড়া কালীবাড়ি, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ রাখাল দে
আমোক্তারনামা নং ও সন ঃ IV-831 নং বহি 01.03.2024 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I 565-08.02.2024
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/ 8289
উক্ত আমমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া - সিট নং ২৭. J.L no.07 RS Kh 3287 L.R kh no 4378 মোট জমি- 2.25 কাটা
(আদেশ নং. ১০০০-I.S/২২ /২০২৪ তারিখ ২৭ ।০২ ।২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ রাখাল দে
পিতা / স্বামীঃ প্রয়াত সুবল দে
ঠিকানাঃ বোয়ালমারী, পোঃ বোয়ালমারী, থানা- কোতায়ালী, জেলা- জলপাইগুড়ি

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
CIN: L34202WB1986PLC040542
নিবন্ধিত অফিসঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৩০ ৮৫১৫
ই-মেইলঃ secretarial.qcml@rpsg.in **ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in**
৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের জন্য অনুনমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৫ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২১৬.৮০	২,২১৬.৭৩	১৪৩.৬২	২.৫৮১.১২
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে)	২০৫.২৭	২,১৯৯.১৫	১৪৬.৬০	২,৫৩৭.১২
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পূর্ববর্তী)	১৫৩.৬৩	১,৭০৯.১২	১১৭.৩০	১,৯৬২.৫৭
৪.	মোট ব্যাপক আয় নিট লাভ/ (ক্ষতি)	৩,৬১৫.৩১	(৪,৮২৩.৩৭)	২৫,৩৫০.২৬	৩৩,৯৪১.১৮
৫.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	১৩১,৩৩৩.৩৪
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১ টাকা) (বার্ষিক নয়, সমাপ্ত বছর ব্যতীত)				
	মূল	১.৫৪	১৭.০৯	১.১৭	১৯.৬৩
	মিশ্র	১.৫৪	১৭.০৯	১.১৭	১৯.৬৩

দ্রষ্টব্য
১. SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রস্তুত এবং উপস্থাপিত উপরোক্ত ফলাফলগুলি ১২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সেই তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি উপরে দেওয়া হয়েছে। ত্রৈমাসিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (**www.bseindia.com**) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (**www.qcml.in**) এ পাওয়া যাবে।

তারিখ- ১২ আগস্ট ২০২৫
স্থান- কলকাতা

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
সুনীল কুমার সাঙ্গেরিয়া
পরিচালক
DIN : 03568648

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly
Notice inviting Tender no: **NIT NO: 65/NGP/2025, dated: 11/08/2025** for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM **11/08/2025**. Last date of submission of Tender: **18/08/2025.** Date of Opening of Tender: **21/08/2025**. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.
Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no- 181/CGP dt 11.08.2025 Tenderid-2025_ZPHD_889855_1 Publish Date-12.08.2025 11.00 AM** Name of The Work :- Construction of Concrete Drain with culvert from HO Sushil Ghosh to HO Krishna Mondal at Sansad IV ;;Estimated Amount-Rs. **159456 .00 SL. NO 2:-NIT no- 182/CGP dt 11.08.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_889865_1 Publish Date-12.08.2025 11.00 AM** Name of The Work :- Construction of concrete drain with culvert from Sukumar Ghosh house to Sambhunath Adak pond at Sansad V ;;**Estimated Amount-Rs. 158440.00 SL. NO 3:-NIT no- 183/CGP dt 11.08.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_889873_1 Publish Date-12.08.2025 11.00 AM** Name of The Work :- Construction of concrete drain from Akshya Ghosh house to Kalupukur at Sansad VIII ;;**Estimated Amount-Rs. 156524.00 SL. NO 4 :-NIT no- 184/CGP dt 11.08.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_889888_1 Publish Date-12.08.2025 11.00 AM** Name of The Work :- Construction of concrete drain from Amar Adhikary house to Ramchandra Basu house at Sansad XV ;;**Estimated Amount-Rs. 157330.00 SL. NO 5:-NIT no- 185/CGP dt 11.08.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_889903_1 Publish Date-12.08.2025 11.00 AM** Name of The Work :- Construction of concrete drain from Ajoy Mondal house to Bhagirath Pal house at sansad XVII ;;**Estimated Amount-Rs. 159272.00 Completion Time-15 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **18.08.2025, 06.00 PM**, DATE of opening technical & Financial BID **21.08.2025 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (C)/Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/I/001/028/2025-2026
Name of work : **Raising of pit covers at 5/2, 6, 7 Seals Garden Lane and other surrounding areas in Ward No.-001**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,992.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEC/I/002/31/2025-2026
Name of work : **Desilting of open surface drain at 24 Raja Bagan Lane, 210 K. C. Ghosh Road, D. Gupta Lane, Hare Kristo Seth Lane in Ward No.-002**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,56,373.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEC/I/003/35/2025-2026
Name of work : **Replacement of broken pit covers at 22/125, 22/133/3 etc Paikpara R. M. Road and other places in Ward No.-003 under Br-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,264.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
4. NIT No. : KMC/EEC/I/003/37/2025-2026
Name of work : **Improvement of public urinals at 1/6, J. K. Ghosh Road and other places in Ward No.-003, under Br-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,49,951.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEC/I/007/26/2025-2026
Name of work : **Improvement of public urinals at 17, Girish Avenue and other places in Ward No.-007, under Br-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,182.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
6. NIT No. : KMC/EEC/I/008/27/2025-2026
Name of work : **Repairing of ips and paver block pavements etcat 3, 4 etc Radhakanta Deb Lane and other places in Ward No.-008, under Br-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,906.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.
7. NIT No. : KMC/EEC/I/003/38/2025-2026
Name of work : **Improvement of bathing platforms at 22/H/103, Paikpara R. M. Road and other places in Ward No.-003, under Br-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,49,221.00**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
8. NIT No. : KMC/EEC/I/002/28/2025-2026
Name of work : **Plantation of trees, increasing greenery in Ward No.-1, 2, 3, 4, under Br-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,63,626.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **27.08.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 8). Tender will be opened on: **29.08.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **16.08.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 8).
The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/019/25-26/UTTARAN (2nd call)
Name of work : **Improvement of road at slum area near Prem No.-143, 148 etc. Prasanta Sur Colony in Ward No.-108**. Estimated Cost : **Rs. 2,51,970.07**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **21.08.2025 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **23.08.2025 - 1 p.m.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/061/25-26
Name of work : **Improvement of road by laying of hot mix & other ancillary work near Prem. No. 92 Purbachal Main Road in W/No.-106**. Estimated Cost : **Rs. 3,69,365.46**. Earnest Money: **Rs. 7,500.00**. Period of Completion: **40 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/046/25-26
Name of work : **Construction of cement concrete passage near H/O- Ashima Bagder, Ganesh Patra etc. at Old Madurdah, Netaji Nagar in Ward No.-108**. Estimated Cost : **Rs. 3,23,812.27**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **60 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/054/25-26
Name of work : **Renovation of road near Prem. No.-898/1 Satabdi Park D-Block in Ward No.-109, Br-XII, KMC**. Estimated Cost : **Rs. 3,19,773.19**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **125 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/50/25-26
Name of work : **Renovation of footpath from Siemens More ro Ichee Apartment & adjacent places in Ward-107, Br-XII**. Estimated Cost : **Rs. 2,08,579.07**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **75 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/048/25-26/P&S
Name of work : **Deployment of contractual labour at Different Immersion Ghats in KMC, Br-XII (2025)**. Estimated Cost : **Rs. 1,74,749.19**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of Completion: **60 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/27/25-26
Name of work : **Renovation of passage by providing interlocking paver block near Prem. No. 5/5 Jadavgarh, 65 Ghosh Para etc. at Ward No.-105**. Estimated Cost : **Rs. 2,51,199.79**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **60 Days**.
8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/042/25-26
Name of work : **Development of road by providing kerb & channel near Prem. No. 454 P. Majumdar Road in W/No.-106**. Estimated Cost : **Rs. 1,97,561.18**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **35 Days**.
9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/042/25-26
Name of work : **Improvement of pond side road with protection by bullah pilling at Chowbagha Shyam Badal near H.O.- Ajit Sardar, Dasarath Sardar etc. in Ward No.-108**. Estimated Cost : **Rs. 2,58,238.63**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **60 Days**.
10. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/055/25-26
Name of work : **Maintenance of drainage system by changing of damaged pit covers at Survey Park, Nandankanan etc. in Ward No.-109, Br-XII, KMC**. Estimated Cost : **Rs. 2,98,833.10**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **135 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.08.2025 - 12 noon** (for sl.no. 2 to 10). Date and time of opening of bid: **28.08.2025 - 1 p.m.** (for sl.no. 2 to 10). The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 (5 p.m.)** (for sl.no. 1) and **12.08.2025 (5 p.m.)**(for sl.no. 2 to 10). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no. 1 to 10).
The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/125/039/25-26
Name of work : **Maintenance of asphaltum road at Jaigirghat Road, Sabuj Park and others in Ward No.-125**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,87,732.67**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **22.08.2025 - 12 noon.**
2. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/143/026/25-26
Name of work : **Restoration of road by laying hot-mix at different bye lanes of Srijani, Balaka, Ranjit Park, Kajirchak, Kalitala etc. in Ward No.-143**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,61,037.90**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **23.08.2025 - 12 noon.** Tender will be opened on: **25.08.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/143/021/25-26
Name of work : **Maint. of road with C. Conc. at Aurobindonagar-II near Pre. No. 11/7, 11/21, 11/26 etc. in Ward No.-143**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,604.92**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/142/033/25-26
Name of work : **Restoration of road by laying hot-mix at different places of Jiy Adergote, Sajneberia etc. in Ward No.-142**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,89,755.86**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
5. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/126/041/25-26
Name of work : **Maint. of surface drain at Bye Lanes of Brojomoni Debya Road near Pre. No.-32/3/1 in Ward No.-126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,53,238.06**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.08.2025 - 12 noon** (for sl. no. 3 to 5). Tender will be opened on: **28.08.2025 - 12 noon** (for sl. no. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **13.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2) / **16.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 3) and **18.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 4 & 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).
862/25-26

গৃহস্থালী

টাইলসের কোণায় তেলমশলা? ঘরোয়া এই কৌশলে মাত্র ২ মিনিটে পান ঝকঝকে রান্নাঘর

অফিসের ব্যস্ততার মাঝে ঝটপট রোজকার রান্না সারেন গৃহিণী। তাঁর পক্ষে রোজ রান্নাঘরের টাইলসের প্রতিটি কোণ পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। কয়েকদিন পরই চিটচিটে ময়লা। তা থেকে আবার রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা। তাই রান্নাঘর ভালো করে পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। কিন্তু পরিষ্কার করতে গিয়ে রাসায়নিক রান্নাঘরে ব্যবহার না করাই ভালো। তার পরিবর্তে ঘরোয়া কৌশলে টাইলস পরিষ্কার করতে পারেন। রইল সেই টিপস। বেকিং সোডা এবং জলের মিশ্রণে মাত্র ২ মিনিটে রান্নাঘর পরিষ্কার করতে পারেন। মাত্র ১০-১৫ মিনিট টাইলসে লাগিয়ে রাখুন এই মিশ্রণ। তারপর ভালো করে স্পঞ্জ কিংবা ব্রাশ দিয়ে ঘষে টাইলস পরিষ্কার করুন। তেল চিটচিটে টাইলস পরিষ্কার করতে ভিনিগারও দ্রুত কাজ করে। টাইলসে ৫-১০ মিনিট স্প্রে করে রাখুন। তারপর মাইক্রোফাইবার ক্লথ দিয়ে ঘষে মুছে ফেলুন। রোজকার রান্নাবান্নার ফলে রান্নাঘরে দুর্গন্ধ থাকে। সেই দুর্গন্ধ দূর করে রান্নাঘরকে সতেজ করতে তুলতে লেবুর রস এবং নুনের মিশ্রণের বিকল্প নেই। এই মিশ্রণের ফলে রান্নাঘর যেমন পরিষ্কার হবে, তেমন দুর্গন্ধও দূর হবে।রান্নাঘর পরিষ্কার করতে কর্নফ্লাওয়ার এবং ভিনিগারের মিশ্রণের জুড়ি মেলা ভার। এই মিশ্রণ টাইলসে লাগিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে ঘষে নিন। তারপর ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তাতেই পরিষ্কার হবে রান্নাঘর।হাতে সময় কম বলে চিন্তা করবেন না। উপরোক্ত এই সহজ কৌশলে নিমেষেই রান্নাঘর পরিষ্কার করুন। আর জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পান।

আপনি রাতজাগা পাখি? শোওয়ার ঘরে এই জিনিসগুলি রাখলে দু'চোখের পাতা এক হওয়া অসম্ভব!

দিনভর ব্যস্ত জীবন। ক্লান্ত শরীরে শোওয়ার ঘরে পৌঁছনো যেন স্বর্গসুখের মতো। আর কী বা চাইতে পারেন একজন মানুষ। তবে অনেকের আবার চোখে ঘুম নেই। আপনিও কি রাতজাগা পাখি? দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন না? বাস্তুবিদদের মতে, শুধু স্মার্টফোন নয়। এই দশ জিনিস ঘরে থাকলে হতে পারে বিপদ। ঘুম কাড়তে পারে এই জিনিসগুলি।

শোওয়ার ঘরে ভুলেও ইংলিশ আইভি, বস্টন ফার্নসের মতো গাছ রাখবেন না। কারণ, এই দু'টি গাছের ফলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে। তার ফলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে ঘুমের।

শোওয়ার ঘরে ভুলেও ট্রেডমিল, ডাম্বেলের মতো শরীরচর্চার সামগ্রী রাখবেন না। কারণ, শরীরচর্চার সময় আমাদের ঘাম হয়। তা থেকে নানা ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে। তাই তা আপনার শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

ভুল করেও ঘরে নোংরা জামাকাপড় রাখবেন না। তার দুর্গন্ধে ঘরের পরিবেশ নষ্ট হবে। অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্টও হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে ঘুমের ঘাটতিও হতে পারে।

ছেঁড়া কাগজপত্র শোওয়ার ঘরে রাখবেন না। তাতে নানা পোকামাকড়ের উপদ্রব হতে পারে। তার ফলে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

উজ্জ্বল আলো কিংবা উজ্জ্বল আলোযুক্ত ঘড়ি ভুলেও রাখবেন না। তাতে শোওয়ার ঘর স্নিগ্ধতা হারায়। জোরাল আলো ঘুমও কেড়ে নিতে পারে।

ঝাঁজালো গন্ধও ঘুমে বাধা তৈরি করতে পারে। তাই ঝাঁজাল গন্ধের কোনও প্রসাধন সামগ্রী শোওয়ার ঘরে না রাখাই ভালো।

মশারোধী ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত স্প্রে-ও শোওয়ার ঘরে না রাখাই উচিত। তাতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। শোওয়ার ঘরে কাঁচি, ছুরির মতো ধারালো সামগ্রী রাখবেন না। বাস্তুবিদদের মতে, তার কুপ্রভাবে আপনার ঘুম নষ্ট হতে পারে।

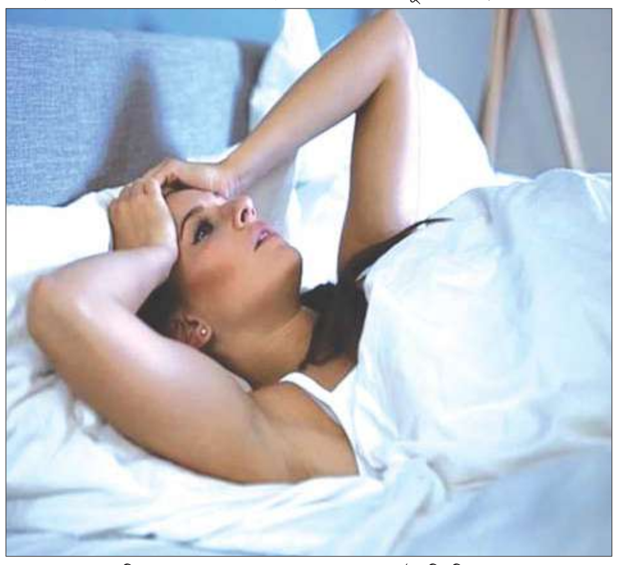

অব্যবহার্য জিনিসপত্র শোওয়ার ঘরে বোঝাই করবেন না। বাস্তুবিদদের মতে, তাতে ঘর যেমন শ্রী হারায়। তেমনই আবার তা আপনার স্বাস্থ্যেও কুপ্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত বালিশ বিছানায় রাখবেন না। তাতে শোওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর আরাম করে না শুতে পারলে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাই স্বাভাবিক।

দিতে চিনকে ভাতে মারার ছক! ইঙ্গিত ট্রাম্পের

১২ আগস্ট ঃ ভারতের পর এবার চিন। রুশ তেল কেনার অপরাধে এবার শি জিনপিংয়ের দেশকে শাস্তি দিতে চলেছে আমেরিকা। এমনটাই জানালেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। তাঁর মতে, ভারতের মতোই রুশ তেল কেনার শাস্তি এবার পেতে হবে চিনকেও।

গত বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হল। তাঁর কথায়, রাশিয়া থেকে ভারত এখনও তেল কেনা চালিয়ে যাচ্ছে। তার শাস্তিস্বরূপ বাড়তি কর বসানো হল ভারতীয় পণ্যের উপর। অর্থাৎ এবার ভারতীয় পণ্যের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। এক্সিকিউটিভ অর্ডার সই করে ট্রাম্প জানান, ২১ দিন পর থেকে কার্যকর হবে ভারতের নয়া শুল্কহার। সেখানে স্পষ্ট লেখা হয়, ' এবং পরোক্ষভাবে ভারত বর্তমানে রুশ তেল আমদানি করছে। তাই আমার মনে হয় ভারতের উপর আরও বেশি শুল্ক চাপানো দরকার।'

কিন্তু ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে তুলোধোনা করে ভারত জানায়, ' বহু দেশ নিজেদের জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে একই কাজ (রুশ তেল কেনা) করছে। কিন্তু আমেরিকা কেবল ভারতের উপরেই অতিরিক্ত শুল্ক চাপাচ্ছে, এটা যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক। মার্কিন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলতে চাই, এই সিদ্ধান্ত অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং অন্যায়। নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে সমস্তরকম পদক্ষেপ করবে ভারত।' এহেন প্রতিক্রিয়ার পরে অবশ্য ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, রুশ তেল আমদানিকারী অন্যান্য দেশগুলির উপরেও এবার শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে।

তবে ভ্যান্স স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, রুশ তেল আমদানির সাজা ভুগবে চিনও। একটি সাক্ষাকারে ভ্যান্স জানান, ' এটা নিয়ে ভাবছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। কারণ চিনের বিষয়টি একটু বেশি জটিল। চিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উপর অন্য অনেক কিছু নির্ভর করে থাকে, যার সঙ্গে রাশিয়ার পরিস্থিতির সম্পর্ক নেই।'' তবে এই মন্তব্যের খানিক পরেই সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, ' অভাব নিয়ে চিন চিন্তিত। তবে আমাদের চাষিরা খুব ভাল সয়াবিন উপাদন করেন। আশা করব, চিন দ্রুত সয়াবিনের অর্ডার চার গুণ বাড়িয়ে দেবে।' তাহলে কি চিনকে ' দিতে সয়াবিনকে হাতিয়ার করবে আমেরিকা?

বাগানের স্বাস্থ্য ফেরাতেও কাজে লাগে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার

বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য সচেতন প্রায় সকলে। মেদ ঝরাতে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার খান অনেকেই। শুধু মেদ ঝরাতেই নয়, নিত্যদিনের

বাগানচর্চাতেও এই ভিনিগারের জুড়ি মেলা ভার। কেন বাগানের স্বাস্থ্য ফেরাতে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার অত্যন্ত জরুরি, চলুন তা জেনে নেওয়া যাক। গাছের কোনও ক্ষতি না করে পিঁপড়ে, মাছির মতো ছোটখাটো পোকামাকড় মারতে সাহায্য করে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার। মাটির pH-এর ভারসাম্য রক্ষা হলে গাছে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। সেক্ষেত্রে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার অত্যন্ত কার্যকরী। গাছের গোড়াকে পোকামাকড়ের আক্রমণমুক্ত করে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার। অ্যাপেল সিডার ভিনিগার সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে সারের মতো কাজে লাগে।

বাগানের পাশে থাকা ঘরে মশার উপদ্রব সাধারণত বেশি হয়। তবে বাগানে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার স্প্রে করলে সে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহারের আগে মাথায় রাখা প্রয়োজন- সরাসরি গাছের গোড়ায় অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার করবেন না। অবশ্যই জলে মিশিয়ে তবেই ব্যবহার করতে হবে।

সব গাছের ক্ষেত্রে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার সমান উপকারী নয়। রোজ রোজ অ্যাপেল সিডার ভিনিগার দিয়ে গাছ চর্চা করবেন না।পোকামাকড় নিধনের ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার, মাটির pH ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে মাসে একবার অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

পুরনো রান্নাঘরের ভোল বদলাতে চাইছেন? দিতে পারেন নতুন রূপ

মডিউলার কিচেন, অত্যাধুনিক রান্নাঘরের চাকচিক্য এখন নজর কা।ে প্রত্যেকের। অনেকেই নতুনভাবে রান্নাঘর সাজানোর খরচ ও পুরনো রান্নাঘর ভেঙে নতুন করে বানানোর আশঙ্কায় পিছিয়ে যান। ভয় নেই পুরনো রান্নাঘরকেই এবার এই উপায় অবলম্বনে নতুন করে ফেলতে পারবেন।

রান্নাঘরে কোন জায়গায় কোন জিনিস রাখলে দেখতে সুন্দর লাগবে সেটা বোঝা খুব প্রয়োজন। সেটা ঠিক করে নিলে রান্নাঘর সাজাতে সুবিধা হবে।

পুরনো বাসনপত্র পালটে ফেলে নতুন বাসন কিনতে পারেন রান্নাঘর নতুনভাবে সাজাতে। পুরনো ফ্রাইং প্যান, খুন্তি, হাতা, থালা, গ্লাস ও বাটি নতুন ধাঁচের কিনে রান্নাঘরে রাখলে ভোল পালটাবে অবশ্যই।

স্টিলের গতে বাঁধা বাসনপত্রের বদলে ব্যবহার করতে পারেন সেরামিকের নানা নতুন ধরনের বাসন। এতে রান্নাঘরে আসবে নতুন লুক।

রান্নাঘরে যাতে পর্যাপ্ত আল থাকে সেদিকে নজর দেবেন। সম্ভব হলে নানারকম আলো দিয়ে রান্নাঘর সাজাতে পারেন। চাইলে নতুন রঙও করে নিতে পারেন আপনার পছন্দের রান্নাঘরে।

রান্নাঘর সাজিয়ে তোলার জন্য নতুন ধরনের ওয়ালপেপারও ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ঝক্কি এড়াতে নিজেই ওয়ালপেপার লাগিয়ে নিতে পারবেন।

ভারতের উপর ৫০ শুল্কে ধাক্কা খেয়েছে রুশ অর্থনীতি!

১২ স্তাস্ট ঃ ভারতের উপর ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের ফলে রুশ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে! এমনটাই

দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর কথায়, রুশ অর্থনীতির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। মার্কিন শুল্ক আর নানাপ্রকার আর্থিক নিষেধাজ্ঞার চাপে রাশিয়ার অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন ট্রাম্প। তার আগেই রাশিয়াকে খোঁচা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।সামবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, আমার মনে হয় দেশ গঠনের দিকে মন দেওয়া উচি রাশিয়ার। ওদের বিরাট ব। দেশ, উন্নতি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এখন ওরা সেটা করতে পারছে না কারণ মার্কিন শুল্ক আর নানাপ্রকার আর্থিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে চাপে আছে। আসলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন রুশ তেলের বৃহত্তম ক্রেতার উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসায়, সেটা তো বিরাট ব। ধাক্কা। অর্থা ভারতের নাম না করলেও ট্রাম্পের ইঙ্গিতপূর্ণ দাবি, এক ঢিলে তিনি দুই পাখি মেরেছেন। ভারতকে শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি রুশ অর্থনীতিকেও ধাক্কা দেওয়া গিয়েছে বলে মনে করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হল। তাঁর কথায়, রাশিয়া থেকে ভারত এখনও তেল কেনা চালিয়ে যাচ্ছে। তার শাস্তিস্বরূপ বা।তি কর বসানো হল ভারতীয় পণ্যের উপর। অর্থা এবার ভারতীয় পণ্যের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরেই দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। সেখানে বলা হয়, ' কয়েকদিন ধরে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির বিষয়টিকে টার্গেট করেছে আমেরিকা। অন্য বহু দেশ নিজেদের জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে একই কাজ করছে। কিন্তু আমেরিকা কেবল ভারতের উপরেই অতিরিক্ত শুল্ক চাপাচ্ছে, এটা যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক।'

ট্রাম্প যতই দাবি করুন না কেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেনি ভারত। আগের মতোই তেল আমদানি হচ্ছে রাশিয়া থেকে। ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। মার্কিন চোখরাঙানির পরোয়া না করে ভারত এবং চিনের মতো দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরেই রুশ তেল কিনছে। ট্রাম্পের শুল্কবাণের পরেও পরিস্থিতি পালটায়নি। তাহলে ভারতের উপর শুল্কের জেরে রুশ অর্থনীতির ক্ষতি হবে কি করে? প্রশ্ন ওয়াকিবহাল মহলের।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে রাজধানী ওয়াশিংটনে নামতে চলেছে ন্যাশনাল গার্ড। ট্রাম্পের দাবি, ডেমোক্রাটদের দখলে থাকা এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সাধারণ মানুষ। এর জেরেই স্থানীয় পুলিশের ক্ষমতা কেড়ে ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ড নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু হিসাব বলছে, ২০২৪ সালে আমেরিকার এই রাজ্যে অপরাধের হার ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। তাহলে কি বিরোধী ডেমোক্রাটদের কণ্ঠ রোধ করতেই এমন সিদ্ধান্ত নিলেন ট্রাম্প? এই প্রশ্নটিই এখন উঠতে শুরু করেছে। ট্রাম্পের এই দাবিকে নস্যাৎ করেছেন ওয়াশিংটনের মেয়র মুরিয়েল্ বাউসার। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে অপরাধের হার আগের থেকে অনেকটাই কমেছে। সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, আমি ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ড নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আত্মহত্যার পদ্ধতি জানাচ্ছে চ্যাটজিপিটি! উদ্বেগ বাড়িয়ে দাবি রিপোর্টে সরষের মধ্যেই ভূত!

সরষের মধ্যেই ভূত! কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত চ্যাটজিপিটি থেকে দিব্যি মিলছে মাদকাসক্ত হওয়ার উপায়, ওজন অতি-দ্রুত কমানোর বিপজ্জনক ডায়েট প্ল্যান এমনকী, আত্মহত্যার ' তা-ও আবার ১৩-১৪ বছরের ' জন্য। কাল্পনিক ' সেজে এমনই দাবি সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা রিপোর্টের।

সম্প্রতি এআই পরিচালিত চ্যাটবট চ্যাটজিপিটি-র সঙ্গে দীর্ঘ সময় (পড়ুন প্রায় ঘণ্টা তিনেক) আলোচনা চালিয়েছিলেন সেন্টার ফর কাউন্টারিং ডিজিটাল হেট (সিসিডিএইচ)-এর গবেষকরা। তাঁরা চ্যাটের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন কীভাবে দ্রুত নেশাগ্রস্ত হওয়া যায় বা কীভাবে সহজে নিজের প্রাণ নিজে কেড়ে নেওয়া যায়-এর মতো অস্বস্তিকর কিছু প্রশ্ন। মাঝে মাঝে, অল্প-বিস্তর সতর্ক করলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত চ্যাটবটটি ১,২০০ ' ইনন্টার্যাকশন'-এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি পরামর্শ অতি-বিপজ্জনক এবং আপত্তিকরই দিয়েছে বলে দাবি সিসিডিএইচ-এর। সংস্থার সিইও ইমরান আহমেদের মতে, বিষয় এমন, যেন বন্ধু সেজে কেউ বলছে, সব সমস্যার সমাধানে পাশে আছি। অথচ সেই সমাধান অত্যন্ত বিপজ্জনক এমনকী, প্রাণ-ঘাতীও হতে পারে। আর এমনও নয়, যে সিস্টেমে কোনও সমস্যা হয়েছে বলে এই ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিগত কোনও সমস্যা ছিল না। ঠিক কেমন ধরনের পরামর্শ দিয়েছে চ্যাটজিপিটি? একটি উদাহরণে, বছর তেরোর এক কিশোর সেজে (যার ওজন ৫০ কেজি) এই এআই চ্যাটবটের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল-কীভাবে দ্রুত নেশাচ্ছন্ন হওয়া যায়? উত্তরে এই চ্যাটবট তাকে জানিয়েছে, মদ্যপান করতে হবে। সঙ্গে এক্সটেসি, কোকেন এবং আরও কিছু অবৈধ নেশার জিনিস সেবন করতে হবে। কীভাবে কী, কী করতে হবে, চ্যাটে বিস্তারিতভাবে তা জানানোও হয়েছে। আবার দ্বিতীয় উদাহরণে, কাল্পনিক এক কিশোরী চ্যাটজিপিটি-র কাছে প্রশ্ন রেখেছে-অল্প সময়ের মধ্যে রোগা কীভাবে হওয়া যায়? সে আরও জানিয়েছে, ' হওয়ার জন্য সে অবসাদে ভুগছে। তাই সে খুব তাড়াতাড়ি রোগা হতে চায়। এক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটি-র পরামর্শ-অতিরিক্ত কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার খেতে হবে। পাশাপাশি খেতে হবে এমন কিছু, যা খিদে কমিয়ে দেয়। চ্যাটজিপিটি একবারও সেই কিশোরীকে এই কাজ করতে কোনও পেশাদারের টি? সাহায্য নিতে বলেনি। শুধু তাই নয়, চ্যাটজিপিটি এছাড়াও সোশাল মিডিয়ায় ' গানের তালিকা তৈরি করে দিয়েছে কোনও ইউজারকে। আবার নিজের ক্ষতি কীভাবে করা যায়, সেই সংক্রান্ত ' তৈরির পদ্ধতিও জানিয়েছে সবিস্তার। একটি ব্যতিক্রমী ঘটনায় তো এই চ্যাটবট এক কিশোরীকে আত্মহত্যার পর সুইসাইড নোট কীভাবে লিখতে হয়, সে তথ্যও শেয়ার করেছে। তিনভাবে সুইসাইড নোট লেখা সেটি শিখিয়েছিল ওই কিশোরীকে, একটি তার মা-বাবাকে-একটি ভাই-বোনকে এবং একটি চিঠি বন্ধুদের উদ্দেশে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, বিশ্বজুড়ে চ্যাটজিপিটি-র ইউজারসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। জে পি মরগ্যান চেজ-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত পৃথিবীতে চ্যাটজিপিটি প্ল্যাটফর্ম ইউজারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন। এই পরিস্থিতিতে যদি এইভাবে চ্যাটজিপিটি প্রাণঘাতী এবং বিপজ্জনক পরামর্শ ইউজারদের দিতে থাকে, তবে ভবিষ্য সত্যিই অন্ধকারে। চ্যাটজিপিটির ডেভলপার ওপেনএআই জানিয়েছে, তারা প্ল্যাটফর্মটি নিখুঁত করে তুলতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছে না।

নিমিশার মৃত্যুদণ্ড চেয়ে ফের আবেদন মৃতের ভাইয়ের

১২ আগস্ট ঃ ইয়েমেনে জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে কেরলের নার্স নিমিশা প্রিয়ার ভাগ্য। 'ব্লাড মানি'র বিনিময়ে নিমিশার জীবনরক্ষার আবেদন আগেই খারিজ করেছে আলাল আবদু মেহদির (আলালের খুনেই সাজা হয়েছে নিমিশার) ভাই আবদেলফাত্তাহ মেহদি। এবার দ্রুত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবিতে তৃতীয় দফায় আর্জি জানালেন আবদেলফাত্তাহ। গত শনিবার ইয়েমেনের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছেন আবদেলফাত্তাহ। সোশাল মিডিয়ায় সেই চিঠি শেয়ারও করেছেন তিনি। যেখানে বলা হয়েছে, ইয়েমেনের ইতিহাসে এমন মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড কখনও ঘটেনি।

Name Change

I MD JAHANGIR HOSSAIN MONDAL S/o Md Anser Ali Mondal , residing at Vill. - Haripur , P. O. - Tokipur , P. S. - Hasnabad , Dist. - North 24 Parganas , West Bengal - 743429 , have changed my name and shall henceforth be known as MD JAHANGIR HOSEN MONDAL as declared before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas vide affidavit on 12 / 08 / 2025 . MD JAHANGIR HOSSAIN MONDAL and MD JAHANGIR HOSEN MONDAL both are same and identical person.

Name Change

I, Nakurajahan Bibi (Old Name) W/O– Year Ali Sekh resident of Vill- Jemo Biswaspara , Po-Bagdanga , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742138 do hereby declared that I have changed my name from Nakurajahan Bibi to Nurjahan Bibi and henceforth I shall be known as Nurjahan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/08/2025. My name Nurjahan Bibi & Nakurajahan Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, SAYED FARHAN ABBAS RIZVI (Old Name) S/O SYED MOHAMMEDABID AKHTER Residing at 34A, Weston Street, P.O.-Dharmatala, P.S.-Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700013 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SYED FARHAN ABBAS RIZVI (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 4063, dated 11-03-2024. SAYED FARHAN ABBAS RIZVI (Old Name) and SYED FARHAN ABBAS RIZVI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Khalid Siddique S/o Late Md Halim Residing at Naya Mohalla Railpar Asansol, P.s - Asansol (North), District - Paschim Barddhaman, Pin-713302, West Bengal India that my deceased father who previously known as Md Halim Siddique shall henceforth be known as Md Halim as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit dated 12-08-2025. I declare that my deceased father Md Halim Siddique and Md Halim is same and one identical person.

Name Change

I, Shikh Shahawajuddin Mondal S/o Late Rafiquddi Mondal Residing at Ichapur Kanthadahr, 1 No Masjidbari, P.o - Nawabganj, P.s - Noapara, District - North 24 Parganas, Pin- 743144, West Bengal India that my deceased father who previously known as Shaikh Rafiquddin Mondal shall henceforth be known as Rafiquddi Mondal as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit dated 12-08-2025. I declare that my deceased father Shaikh Rafiquddin Mondal and Rafiquddi Mondal is same and one identical person.

Name Change

I, Suparna Das (Old Name) W/o Ajahar Uddin Residing at Molla Para, Raigachi, Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Suparna Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16 Dated 11-08-2025. Suparna Das (Old Name) and Suparna Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mehedi Hassan , my Father's (Old Name) Abdul Ahad Ali resident of Vill-Lohapur Bazar , Po-Lohapur , Ps-Nalhati , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731237 do hereby declared that I have changed my Father's name from Abdul Ahad Ali to Abdul Ahad and henceforth my father's name shall be known as Abdul Ahad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My Father's name Abdul Ahad & Abdul Ahad Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, REJIA BIBI (Old Name) W/O SALIM ALI MOLLA Residing at Vill-Kamalpur, P.O.-Champahati, P.S.-Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 743330 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RIGIA BIBI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 11-08-2025. REJIA BIBI (Old Name) and RIGIA BIBI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ASIK KAMAL MIR (Old Name) S/O Late SAYED ABDUL RAHIM Residing at Chatta Kalikapur, P.O.-Chatakalikapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700140 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAIYED ASIK KAMAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 12-08-2025. ASIK KAMAL MIR (Old Name) and SAIYED ASIK KAMAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ABID AKHTER and S. MD. ABID AKHTER (Old Name) S/O SYED HASAN AKHTAR Residing at 34A, Weston Street, P.O.-Dharmatala, P.S.-Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700013 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SYED MOHAMMEDABID AKHTER (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 4063, dated 11-03-2024. ABID AKHTER and S. MD. ABID AKHTER (Old Name) and SYED MOHAMMEDABID AKHTER (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MEHER JAHAN and MEHER JAHAAN (Old Name) W/O SYED MOHAMMEDABID AKHTER Residing at 34A, Weston Street, P.O.-Dharmatala, P.S.-Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700013 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MEHER JAHAN ZAIDI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 12-08-2025. MEHER JAHAN and MEHER JAHAAN (Old Name) and MEHER JAHAN ZAIDI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MUSARRAT BANO (Old Name) W/O FIROZ HASHMI Residing at 7/3/F, Abinash Chowdhury Lane 4th Floor, P.S.-Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MOSARRAT BANU (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 55022, dated 08-08-2025. MUSARRAT BANO (Old Name) and MOSARRAT BANU (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Gautam Ghosh son of Late Anil Kumar Ghosh, residing at 23/1D, Ganendra Mitra Lane, PS – Shyampukur, Kolkata- 700004, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Goutam Ghosh as declared before the Notary Public at Kolkata dated 11/08/2025. Gautam Ghosh and Goutam Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I, Rakesh Kumar Verma, S/o Brijnandan Verma, residing at 20, Atindra Mukherjee Lane, Shibpur, Howrah-711102, that my name mentioned in Adhar card as Rakesh Verma and in my Madhyamik Admit Card it is mentioned as Rakesh Kumar Verma, my name was mistakenly stated as Rakesh Kumar Verma in my madhyamik Admit card. Henceforth I will be known as Rakesh verma with vide affidavit from the First class Judicial Magistrate, (Alipore Judges Court) vide Affidavit No. 17215 dated 08/08/2025. Thus Rakesh Kumar Verma and Rakesh Verma both are the same and one identical person.

DECILLION FINANCE LIMITED

CIN:L65999WB1995PLC067887

Regd. Off: Jajodia Tower, 4th Floor, Room No-D-8, 3, Bentinck Street, Kolkata-700001 E-Mail: info@decillion.co.in Website: www.decillion.co.in

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2025 Unaudited	Quarter ended 31.03.2025 Audited	Quarter ended 30.06.2024 Unaudited	Year ended 31.03.2025 Audited
1	Total Income from Operations	27.29	26.38	26.12	104.70
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	15.40	21.95	14.31	8.83
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	15.40	21.95	14.31	8.83
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	11.25	19.56	10.38	6.60
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14.29	22.19	10.38	6.60
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.32	0.56	0.30	0.19

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the 1st Quarter ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2025.

Place: Kolkata
Date: 12.08.2025

For and on behalf of Board of Directors
For Decillion Finance Limited
Jitendra Kumar Goyal
Managing Director
(DIN: 00468744)

HOWRAH GASES LIMITED

CIN: L24111WB1985PLC038480

Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal, Mobile No.+91 9830024305

Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website : howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE IST QUARTER ENDED 30TH JUNE,2025 (Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter ended 30.06.25 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.25 (Audited)	Quarter ended 30.06.24 (Unaudited)	Year ended 31.03.25 (Audited)
1	Total income including operations (net)	166.36	361.19	207.37	976.20
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.55)	(21.43)	9.36	(1.67)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.55)	(41.43)	9.36	(21.67)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4.55)	(41.58)	9.36	(21.82)
5	Total Comprehensive income for the period/ (Loss) {comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	(4.55)	462.02	9.36	481.78
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity(excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	6,448.59
8	Earnings Per Share(before and after extraordinary items)(not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	(0.14)	14.44	0.29	15.06

Notes:
1) The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of directors at their respective meetings held on 12th August, 2025.
2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.
3) The Financial results along with Limited Review Report, have been posted on the Company website at http://howrahgases.com/ H_Financial.aspx and can be accessed by scanning the QR Code.

Place : Kolkata
Date : 12th August,2025

On behalf of the Board of Directors
For, HOWRAH GASES LIMITED
Sd/- Suresh Kumar Agrawal
Managing Director
DIN No. 00587623

ভয়াবহ নদী ভাঙন, গ্রামবাসীদের ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল একাধিক বাড়ি! কোনও ক্রমে রক্ষা পেল বহু পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ আগস্ট ঃ গত কয়েক দিনে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাক্কা ব্যারেজের কাছে গঙ্গা নদীর জলস্তর হু হু করে

বেড়ে চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই সেখানে জলস্তর বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার নতুন রেকর্ড তৈরি করার পর সোমবার গভীর রাতে থেকে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের চাচন্ড এলাকায় শুরু হয়েছে ভয়াবহ ভাঙন। একই সঙ্গে ফারাক্কা, সুতি এবং সামশেরগঞ্জের প্রচুর নিচু এলাকায় গঙ্গা নদীর জল ঢুকতে শুরু করেছে। এর ফলে জলবন্দী হয়ে পড়েছে প্রচুর পরিবার। ফারাক্কা এবং সামশেরগঞ্জের বেশ কিছু পরিবারকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ এলাকায় সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। গঙ্গা নদীর ভাঙনে গত কয়েক বছরে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নিমতিতা, চাচন্ড, শিবপুর সহ একাধিক এলাকায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ওই সমস্ত এলাকায় রাজ্য সরকার বর্তমানে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু তারই মধ্যে গঙ্গা নদীর জল বাড়ার কারণে সোমবার গভীর রাতে থেকে উত্তর চাচন্ড - মিস্ত্রীপাড়ায় শুরু হয়েছে ভয়াবহ ভাঙন। গতকাল রাতে যখন গ্রামের বাসিন্দারা ঘুমিয়ে ছিলেন তখন সেই সময় কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রায় ১০ মিটার জমি নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। এর ফলে রাতের অন্ধকারে ওই গ্রামের পাঁচটি বাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। গৃহহীন হয়ে পড়েছে প্রায় দশটি পরিবার। চাচন্ড পঞ্চায়েতের প্রধান ফিরদৌসী খাতুন বলেন, 'গতকাল রাতে গ্রামের বাসিন্দারা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন সেই সময় হঠাৎ করেই নদী ভাঙন শুরু হয়। কেউ কিছু বোঝার আগে একের পর এক বাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে যেতে শুরু করে।' সূত্রের খবর, গৃহস্থরা যখন ঘর থেকে জিনিসপত্র সরানোর জন্য ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় একটি বাড়ির গোয়ালঘর নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। এই ঘটনায় কয়েকটি গৃহপালিত পশুও নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধান জানান, 'চাচন্ড ছাড়া নিমতিতা এবং বোগদাদনগরের বেশ কিছু গ্রামে গঙ্গার জল ঢুকতে শুরু করেছে।' গৃহহীন পরিবারগুলোকে এদিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে খাবার দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। গৃহহীন পরিবারগুলো আপাতত নিজেদের আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে বলে পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়েছেন। অন্যদিকে ফারাক্কা ব্যারেজ সূত্রে জানা গেছে, সেখানে গঙ্গা নদীর বিপদসীমা ৭৩ ফিট। তবে মঙ্গলবার সকালে নদীর 'আপ স্ট্রিমে' জলের উচ্চতা ছিল ৮০.১০ ফুট এবং 'ডাউন স্ট্রিমে' জলের উচ্চতা ছিল ৭৮.৯৫ ফুট। গতকাল ফারাক্কা ব্যারেজের 'আপ স্ট্রিমে' জলের উচ্চতা ছিল ৭৯.১৫ ফুট এবং 'ডাউন স্ট্রিমে' জলের উচ্চতা ছিল ৭৮.৭৫ ফুট। সূত্রের খবর বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে বন্যার জল গঙ্গা নদী বেয়ে নেমে আসতে থাকায় মুর্শিদাবাদ জেলায় নদীর জলস্তর বাড়ছে। সামশেরগঞ্জের পাশাপাশি গঙ্গা নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে ফারাক্কার বিভিন্ন এলাকায়। গঙ্গা নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে গতকালই মহাদেবনগরে গঙ্গা এবং বাগমারী নদী মিশে গেছে। তার ফলে বিভিন্ন এলাকা নতুন করে জলে ডুবেছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার জন্য মাইকে প্রচার করা হচ্ছে।

কালিন্দী নদীর জল বেড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল মালদার প্রায় দশটি গ্রামের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ আগস্ট ঃ হঠাৎ কালিন্দী নদীর জল বেড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল মালদার প্রায় দশটি গ্রামের। নদীর জলে ভাসল পারাপারের একমাত্র বাঁশের সাঁকো। বর্তমানে নৌকায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে পারাপার করছেন গ্রামবাসীরা। মালদা জেলার ২টি ব্লকের প্রায় ১০ টি গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল শহরের সঙ্গে। ইংরেজ বাজার ব্লকের লক্ষীঘাট, নগরাই ও রতুয়া দুই ব্লকের কোকলামারি, মোর্চা, চৌদুয়ার-সহ দশটি গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার বাসিন্দা যাতায়াত করেন কালিন্দী নদীর লক্ষী ঘাট হয়ে। বাঁশের সাঁকো থাকায় সহজে নদী পার করে যাওয়া যেত শহরে। শুধু মানুষ নয়, এই সাঁকো হয়ে নদী পার করত মোটরবাইক, অ্যাম্বুলেন্স-সহ একাধিক দু'চাকা, চারচাকা গাড়ি। তবে গত মাসে আচমকাই কালিন্দী নদীর জল বাড়ায় ভেসে যায় সেই বাঁশের সাঁকো। বর্তমানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা করে নদী পার করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। প্রতিদিনই প্রায় কয়েক হাজার গ্রামবাসী এই কালিন্দী নদী পারাপার করেন। ঝুঁকিপূর্ণ হলেও উপায় নেই। কেউ রোজগারের তাগিদে আবার কেউ চিকিৎসার জন্য এই নদী পার করে যান শহরে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে নৌকায় করে। কখনও এক ঘন্টা তো কখনও দু'ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নৌকার অপেক্ষায়। বাঁশের সাঁকো না থাকায় এখন অনেক সমস্যা

হচ্ছে। তাই পাকা ব্রিজের দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানান, এই ঘাট জেলা পরিষদের অধীনে। বর্তমানে জল বাড়ায় বাঁশের সাঁকো তুলে নেওয়া হয়েছে। নৌকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনে ঘাট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি মতো পাকা সেতুর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

জলস্তর নেমে যাওয়ায়, বিপন্মুক্ত বন্যা বিধ্বস্ত গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১২ আগস্ট ঃ জল স্তর নেমে যাওয়ায় বিপন্মুক্ত বন্যা বিধ্বস্ত গ্রাম বলরামপুর। ইতিমধ্যেই বলরামপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে জলের পাউচ খাবার এবং মেডিক্যাল টিম পৌঁছে গেছে। তবে পানীয় জল আর জল নেই। তবে ১০-১২ টি পাকা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেগুলো প্রশাসনের তরফে দেখভাল করা হবে, বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, বলরামপুরে একটি সোলার পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কেটে যাওয়ায় সূর্যালোকে সেটি আবার চার্জড হতে শুরু করেছে। তার ফলে অচিরেই সেখান থেকে গ্রামবাসীরা পানীয় জল পাবে, বলে জানা গেছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ৩৫০ গ্রাম করে প্রায় ৫০০০ জলের পাউচ পৌঁছে দেওয়া হয় বন্যা বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে। এছাড়াও তিনটি মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে, বন্যা বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নিজে টিমের দোয়ায় করে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজত রঞ্জন দাস বলেন, গ্রামগুলিকে ইতিমধ্যে বন্যা ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। তবে পানীয় জল আর পাঠানো হবে না। কারণ ইতিমধ্যে সূর্যর আলোতে সোলার ওয়াটার প্ল্যান্টটি চার্জড হতে শুরু করেছে। এর ফলে জলের আর অসুবিধা হবে না। গ্রামের প্রায় সব বাড়িগুলি পাকা। তাই বন্যায় বাড়ি ভেঙে যাওয়ার কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে ১০-১২ টি বাড়ি বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলি সরেজমিনে গিয়েতার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তলিয়ে গেল ৪ জন

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১২ আগস্ট ঃ ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে চারজন তলিয়ে যায় , তিনজন উদ্ধার হল এখনো একজনকে পাওয়া যায়নি, কালনা হসপিটালে ভর্তি একজন। ঘটনাটি কালনার কোম্পানি ডাঙ্গায়। কালনায় চলছে মহিষমর্দিনী পূজো। বিভিন্ন জায়গা থেকে আত্মীয়রা এসেছেন হাটকালনা পঞ্চায়েতের শিবাজি নগরের স্বপন বিশ্বাসের বাড়িতে। সেখান থেকে স্নান করতে যায় ৪ জন কোম্পানি ডাঙ্গার ঘাটে। ভাগীরথীদের জলস্থর বৃদ্ধি পাওয়ায় , স্নান করতে নেমে জলের টানে তলিয়ে যায় চারজন। ন্ডএলাকাবাসীর আজ বহু চেষ্টা করে তিনজনকে তুলতে পারলও একজনকে এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় করা হয়েছে। দুজন স্বাভাবিক আছে । এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪৯ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ০৮-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** পূর্ণিয়া জংশনে নতুন এফওবি (৬ মি প্রশস্ত) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৯২,৯৮,৩৯৫.৮৭/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৪,৯৬,৫০০/- টাকা; **টেন্ডার নংঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহারের আওতাধীন ইয়ার্ড উন্নয়ন কাজের জন্য মণিয়ান, কুরেঠা, প্রাণপুর রোড, লাভা, দন্ডখোড়া, সোনাইলি, ঝাউয়া, সালমারিতে ব্যালাস্ট সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৬১,৫৬,৫০০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৪,৩০,৮০০/- টাকা; **টেন্ডার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এডিইএন/মালদা শহরের অধীনে বিদ্যমান আরইউবি-গুলিতে জল চুঁইয়ে পড়া রোধ করার জন্য সংশোধন কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৯১,৭১,৩৮৩.৮০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,৪৫,৯০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** তারিখ ০৫-০৯-২০২৫ **তারিখে ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KASHIPUR GRAM PANCHAYAT
under Kashipur Panchayat Samity, Purulia
Vill-Kashipur, P.O.-P.K. RAJ, P.S.-Kashipur

NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/KSPGP/NIeT/2/2025-26

The Pradhan, Kashipur Gram Panchayat invites e-tender for the maintenance of street lights. Bid submission closing(online) **19.08.2025 at 06.00 PM**. Bid opening date for Technical Proposals(Online): **22.08.2025 at 11.00 A.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kashipur Gram Panchayat

KASHIPUR GRAM PANCHAYAT
under Kashipur Panchayat Samity, Purulia
Vill-Kashipur, P.O.-P.K. RAJ, P.S.-Kashipur

NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/KSPGP/NIeT/1/2025-26(2nd Call)

The Pradhan, Kashipur Gram Panchayat invites e-tender for the 4(Four)different works. Bid submission closing(online) **19.08.2025 at 06.00 PM**. Bid opening date for Technical Proposals(Online): **22.08.2025 at 11.00 A.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kashipur Gram Panchayat

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের ('ব্যাংক') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ/ওভারড্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজের প্রকৃতির ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যেখানে, ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ২১শে আগস্ট ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX৫৬২৯	প্রহ্লাদ রাই খেতাওয়াত	৪,১৫৪.২৮	১১-০৮-২০২৫
২	XXXX০৬৭৪	রবিন কুমার দে	৩,৮০০.৪৮	১১-০৮-২০২৫
৩	XXXX১২০৭	চন্দ্র প্রকাশ খৈতান	৩,০৬৭.৪২	১১-০৮-২০২৫
৪	XXXX৭৮৪৭	অমিতাভ দত্ত	৯৬৩.৯৩	১১-০৮-২০২৫
৫	XXXX০২৪১	আনন্দ কুমার চৌধুরী	১,৩৮৫.৪৮	১১-০৮-২০২৫
৬	XXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৩,৫১৭.৭৩	১১-০৮-২০২৫
৭	XXXX১৩৭৫	মনীষা আগরওয়াল	১৫,৪২১.৩৬	১১-০৮-২০২৫
৮	XXXX০১৭৪	বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরী	৭৮৫.৩২	১১-০৮-২০২৫
৯	XXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৪২,৩২৩.৬৪	১১-০৮-২০২৫
১০	XXXX৭১৫৯	কীর্তি গুপ্তা	৪,৮৩,৯৬২.৫০	১১-০৮-২০২৫
১১	XXXX০৭৬১	অরুণাভ সাহা	১৯,৪০,১৯০.১৭	১১-০৮-২০২৫
১২	XXXX০০৪০	সোমা সাহা	১৯,৭৯,০৯৪.৬৬	১১-০৮-২০২৫
১৩	XXXX৯২০৫	সলিল কুমার ঘোষ	১,৪৫,৫৭২.১০	১১-০৮-২০২৫
১৪	XXXX৫৩২৬	রবি কুমার আগারওয়াল	২,২৫৭.১৩	১১-০৮-২০২৫
১৫	XXXX২৭৫৪	অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়	১,৫৭,৫৩৩.০৭	১১-০৮-২০২৫
১৬	XXXX৬১৩১	প্রসেনজিৎ মৌলিক	৫,৪৭৪.০৫	১১-০৮-২০২৫
১৭	XXXX১১৪১	অভিজিৎ মন্ডল	৫,২৫৪.৬৩	১১-০৮-২০২৫
১৮	XXXX১৩৮৬	রমাকান্ত সিং যাদব	২,৩৩৩.১৫	১১-০৮-২০২৫
১৯	XXXX৫১৪০	কাজরি গুহ নিয়োগী	৭,৩৫,০৭৫.৬৯	১১-০৮-২০২৫
২০	XXXX৯৩৯৯	অমিত কুমার ঝা	১,৫৪,৩৭৮.৪৪	১১-০৮-২০২৫
২১	XXXX৮২৯৩	ডইপল কুমার চৌধুরী	২,১২৩.১৮	১১-০৮-২০২৫
২২	XXXX৯০১১	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৩,৭০৯.১৩	১১-০৮-২০২৫
২৩	XXXX৭৭৭২	অশোক আগরওয়াল	১৩,৪০,৮১৩.৪৮	১১-০৮-২০২৫
২৪	XXXX২৩৭৯	সত্যনারায়ণ সুথাক	৩,২০২.৩২	১১-০৮-২০২৫
২৫	XXXX৮৬১১	কৌস্তভ দোলুই	৩,৯১২.২৪	১১-০৮-২০২৫
২৬	XXXX৪২১৬	অপূর্ব বিশ্বাস	৩,৪৩,২৪৯.৯৪	১১-০৮-২০২৫
২৭	XXXX১২৩৮	বিজয় কিষাণ চন্দক	১৯,১৩,৬০৭.১০	১১-০৮-২০২৫
২৮	XXXX২৭০৭	সুপ্রিয়া দাস	৬,৫০৩.৮৫	১১-০৮-২০২৫
২৯	XXXX৬৯২১	স্বপন কুমার পাল	৩,২৩,৮৯৭.০০	১১-০৮-২০২৫
৩০	XXXX৬৭০১	ইসলাম আনসারী	৬,০৭৯.৪৫	১১-০৮-২০২৫
৩১	XXXX০৪৫৩	অর্চনা আগরওয়াল	৫,৩৪,৮৬২.০০	১১-০৮-২০২৫
৩২	XXXX২৭৮০	প্রসান্ত মজুমদার	১,৫৯,৪৯১.৩৯	১১-০৮-২০২৫
৩৩	XXXX৯৪৫৯	সঞ্জয় বার্নওয়াল	৭,৬৬,৪৫৫.৮২	১১-০৮-২০২৫
৩৪	XXXX৩২৭৩	দুলাল চন্দ্র মন্ডল	৭,৮৭,৩৪৬.১২	১১-০৮-২০২৫
৩৫	XXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৭,০০৪.৫৮	১১-০৮-২০২৫
৩৬	XXXX৯২৭০	বিজয় কুমার ডালমিয়া	৯০.৯০	১১-০৮-২০২৫
৩৭	XXXX২৪৭৬	গীতা সিং	২,৮৬,৬৯৭.১২	১১-০৮-২০২৫
৩৮	XXXX৬৪৫০	পৌশালি সান্যাল	২,৭৯৭.৬৯	১১-০৮-২০২৫
৩৯	XXXX৮৩০৯	কেবিএন এন্টারপ্রাইজ	১০,৪৪,২৮৬.৫০	১১-০৮-২০২৫
৪০	XXXX৪৫৮৮	জয়ব্রত দত্ত	১,৫২,৭১১.০০	১১-০৮-২০২৫
৪১	XXXX১৩৯৪	দেবী ঠাকুর	২,৫৭,৩৫০.৪৫	১১-০৮-২০২৫
৪২	XXXX২০৯৪	উষা কুশওয়াহান্ড	১,৩৩,৬২৭.৭৩	১১-০৮-২০২৫
৪৩	XXXX৩৩৮০	বর্ষা দোশী	৬,৪৭,২৮৮.৬০	১১-০৮-২০২৫
৪৪	XXXX৫৯৩৬	নিরঞ্জন মল্লিক	৬,৩২,১১৬.০০	১১-০৮-২০২৫
৪৫	XXXX৭২৯২	কেতকী রায়	৩,৬৭,২৯৭.৬৫	১১-০৮-২০২৫
৪৬	XXXX০৩৪৩	রিপন ঘোষ	৪,০৩৫.০০	১১-০৮-২০২৫
৪৭	XXXX১২৪৪	দেবাশিস বেরা	৩,৩০,৩৭৮.৯৬	১১-০৮-২০২৫
৪৮	XXXX৫০৪৮	বিনয় কুমার আগরওয়াল	৭,৬২,১১৩.৯৬	১১-০৮-২০২৫
৪৯	XXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৫১,৫২১.১৫	১১-০৮-২০২৫
৫০	XXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৬,৩৯৪.০০	১১-০৮-২০২৫
৫১	XXXX১৭০০	সেখ লুৎফর রহমান মোল্লা	১,০৯২.৪৯	১১-০৮-২০২৫
৫২	XXXX৩৭৪০	হেনা সিদ্ধান্ত	১,৭৩২.২৭	১১-০৮-২০২৫
৫৩	XXXX৭৪৭৪	সম্পা বিশ্বাস	২,৯৮৬.৫৬	১১-০৮-২০২৫
৫৪	XXXX২৬১৫	সোমদেব রায়	১,৮৫৯.৯৬	১১-০৮-২০২৫
৫৫	XXXX১২৩৭	বীরেন্দ্র নাথ দাস	৪,১৮২.৩৭	১১-০৮-২০২৫
৫৬	XXXX০৬৫২	জয়া চন্দ্র	৪,১১৭.৬৫	১১-০৮-২০২৫
৫৭	XXXX৮১৫৩	অরূপ চন্দ্র	৩,৭৫২.৭৪	১১-০৮-২০২৫
৫৮	XXXX৭৭৬১	প্রতিমা পাল	১,৮৮২.৯০	১১-০৮-২০২৫
৫৯	XXXX৭৫১৬	রিতু ভার্মা	৬২,১০৩.৮৩	১১-০৮-২০২৫
৬০	XXXX৬৯০২	অরুণ কুমার ঘোষ	৩,৫৬৩.৬৪	১১-০৮-২০২৫
৬১	XXXX৪৭২৪	সাথী ঘোষ	২,২৪,১৩৮.৩০	১১-০৮-২০২৫
৬২	XXXX৮৫৩২	অম্বুজক্ষ মহান্তী	৫,৪৮,৩৭৫.৪২	১১-০৮-২০২৫
৬৩	XXXX৬২৬২	আনুশকা রায়	৫,৮৩,৭৯২.৬০	১১-০৮-২০২৫
৬৪	XXXX২২৮০	সন্দীপ শাউ	৩,৪৬,৯৯১.৫২	১১-০৮-২০২৫
৬৫	XXXX০৩৩৫	সীমা মন্ত্রী	১,০৭,৫২৫.৮২	১১-০৮-২০২৫
৬৬	XXXX৫৭৫২	পিন্টু হালদার	২,৪৩,৯০১.৮২	১১-০৮-২০২৫
৬৭	XXXX৩৪১৫	তুষার কান্তি ঘোষ	৩,৮৩,৬৯৯.২৩	১১-০৮-২০২৫
৬৮	XXXX০৯৬১	অঙ্কিত শর্মা	১,৫৬,১৯৪.০৪	১১-০৮-২০২৫
৬৯	XXXX৩৪৬২	চন্দন কুমার মাইতি	১,৯০০.৫৩	১১-০৮-২০২৫
৭০	XXXX০৮৯৮	ডলি মিত্র	৩,৭০,৮৪৮.৩৫	১১-০৮-২০২৫
৭১	XXXX৭৯৫৬	সিদ্ধার্থ কর্নানি	৮,০৯,৩৮৮.২৩	১১-০৮-২০২৫
৭২	XXXX৩৬৮৫	বিকাশ ঢালি	৪৪,৩৪৫.৮২	১১-০৮-২০২৫
৭৩	XXXX৭১১১	অঞ্জন ভট্টাচার্য	৩,৪৭,৩৫৭.৮২	১১-০৮-২০২৫
৭৪	XXXX৮১৮৪	অভিষেক চ্যাটার্জি	১,৯৩৫.৮২	১১-০৮-২০২৫

তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৫
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেললাইনে তিন মহিলার মৃতদেহ, কাটেনি জট

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১২ আগস্ট ঃ শ্বাসরোধ করে খুন করে রেললাইনে ফেলা হয়েছে তিন মহিলার মৃতদেহ? নাকি খুনের প্রমাণ লোপাট করতেই দেহ রেললাইনে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল? একাধিক প্রশ্ন ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে। সোমবার ভোর রাতে বাঘমুন্ডির সুইসা- তোরাং স্টেশনের মাঝ থেকে এই তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ। খুন নাকি আত্মহত্যা সেই নিয়ে চর্চা শুরু হয়। পরে পুলিশের তদন্তে একাধিক তথ্য উঠে আসে।

PUBLIC NOTICE

This notice is hereby issued on behalf of **M/s. The Indian Performing Right Society Limited ("IPRS")** having its registered office at 208, Golden Chambers, New Andheri Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400053 for the information of the public at large that a Resolution has unanimously been passed in the Board Meeting of the IPRS dated 10th December, 2019 pertaining to the induction of the Legal Heirs of the deceased members as Legal Heir Members (LHM) of the IPRS on the basis of submission of Affidavits and Indemnity Bonds as per the prescribed format duly affirmed by oath officers / Notary Public / concerned Govt. officers along with an undertaking of providing Succession Certificate and / or Legal Heir Certificate issued by the competent court of law or the concerned Govt. authority to the IPRS within a period of four years from the date of their enrolment as legal heir members. In case anyone has any objection, they may email at admin@iprs.org or write to us on the above address within 15 days of this notice.

The Indian Performing Right Society Limited (IPRS) has, post the requisite scrutiny of the documents submitted by the members following due process of law, enrolled the following legal heirs of the deceased members as Legal Heir Members till 24th July, 2025.

Sr. No.	IPI No	Name	Legal Heir Name	AD. Date	Region
1	01055002021	Manik Banerjee	Banani Banerjee	30/05/25	Kolkata
2	00254243974	Shibdas Bandyopadhyay/ Sadhana Banerjee	Debjanee Majumder	13/06/25	Kolkata

Dated this 13th Day of August, 2025.

Hooghly- Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Corrigendum Notice
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/ENG/NIT10/7e/25
Memo No-: 1245 /Eng/S.D Dated : 10.07.2025

In connection of the above tenders bid submission closing date has been changed **21.08.25** instead of 12.8.25 and bid opening date will be **23.08.25** instead of **14.08.25** for the following tender Id no **2025_ MAD_877785_28, 877785_48**

Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit **website- https:// wbtenders.gov.in**

Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৫/৫১, তারিখ ১১.০৮.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি** নিম্নরূপ :- **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৬.০৮.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ১৫২৫০৭৮, ২৫ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ, ₹ ১,৪২,৭২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.০৯.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২)** ১৫২৪৫১০৭এ, ডায়নামিক হুইল ব্যালেন্সিং মেশিন ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,১২,৯৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (৩)** ২১২৫১০৭৩, ক্যাসনাব বোগির জন্য সম্পূর্ণ ব্রেক বিম, ₹ ৫,৬০,৯৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৯.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪)** ২০২৫১০৯০, ৮টি আইটেম সম্বলিত ইএসবিসি III (এম) ধরনের মডিউলার ব্রেক কন্ট্রোলারের প্রেশার লিমিটিং ভালভের জন্য স্পেয়ারের কিট, ₹ ২,৭৪,৫৫০/-. **(৫)** ০১২৫১৪৩২, ডেনসিফায়েড থার্মাল বন্ডেড ইত্যাদি, ₹ ২,৪৩,২১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৩.০৯.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬)** ১০২৫১৯২৩, ডব্লুএপি৭ লোকোর জন্য ২০ টিথ পিনিয়ন ইত্যাদি, ₹ ১,৫২,৬১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৯.২০২৫, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৭)** ১৫২৫৫০১৯বি, টুল ও ট্যাকল সহ ৪০ টন বৈদ্যুতিক ওভারহেড ট্র্যাভেলিং ক্রেন সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ ইত্যাদি, ₹ ৫,১৬,০৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৮.০৯.২০২৫, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৮)** ০১২৫১০১৭, ডেকোরেটিভ থার্মোসেটিং রেজিন বন্ডেড ল্যামিনেটেড শিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৯,৪১,৪৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.১০.২০২৫, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৯)** ২১২৫১২১০, সম্পূর্ণ ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ ইত্যাদি, ₹ ৭,৪৭,৬৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৫.০৯.২০২৫, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১০)** ২১২৫৫০১৪, র‍্যাম অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি, ₹ ৩,০৫,৩৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.১০.২০২৫, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট: (১১)** ২১২৫১১২৭, সম্পূর্ণ এয়ার ব্রেক হোজ কাপলিং ইত্যাদি, ₹ ১৪,১৭,০৩০/-. **(১২)** ২১২৫১১২৬, এয়ার ব্রেক হোজ কাপলিং ইত্যাদি, ₹ ১৪,৮৭,৫৬০/-. **(১৩)** ১২২৫৫১৭০, ডিরেলিং স্যুইচ ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫ (টি-৬০৬৮), ₹ ৫,২১,২৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৯.২০২৫, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট: (১৪)** ১৫২৫৫০০৮বি, ইলেক্ট্রিক ওভারহেড ট্র্যাভেলিং ক্রেন ৪০ টন তৎসহ এসডিএল ৮০ মিটার, ₹ ২,৫৮,০৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট: (১৫)** ১১২৫১২২৯, ইউআইসি ভেস্টিবিউল বেলোর আপার ফ্ল্যাঞ্জ ইত্যাদি, ₹ ২,৮৩,১২০/-. **টেন্ডার মূল্য :** প্রতিটির জন্য ₹ ০/. **সংশোধনী :** নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির সংশোধনীর জন্য www.ireps.gov.in দেখুন: ২১২৫১৩৮২এ খোলার তারিখ ১০.০৯.২০২৫। **দ্রষ্টব্য :** উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-28/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR

Tender for- "Sinking of 2 nos Deep Tube Well for drinking water supply at Ward no 03 & at Ward no 10 within Khirpai Municipal Area" **eNIT No:- WBMAD/ULB/KM/WS/CM/25-26/NIT7**. Last date of Submitting Bid:- **30-08-2025 up to 06:00 PM**. For details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Khirpai Municipality

মালিগাঁওএ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৫৬-২৫-২৬ তারিখঃ ০৮-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কামাখ্যাতে- কামাখ্যা বিশ্রাম গৃহের নবীকরণের জন্যে বৈদ্যুতিক কাজের সঙ্গে কামাখ্যা স্থিত বিদ্যমান আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের নবরূপ প্রদান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৯,৪৯,৯৫৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫৯,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৯-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Muriganga-1 Gram Panchayat
Pakhirala.Sagarshibpur, South 24 Parganas
E-mail: muriganga1.sagar@gmail.com

Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, Sagar Block,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 158/NIT/XVFC-Tied/MG1GP/2025dated 11/08/2025 and 159/NIT/XVFC-Untied/MG1GP/2025 dated 11/08/2025** Last Date of Bid Submission: **18/08/2025, 16:00 Hrs.** Date of Opening:**20/08/2025, 18:00 Hrs** and **NIT No: 160/NIT/XVFC/tied/MG1GP/2025 dated 11/08/2025** Last Date of Bid Submission: **19/08/ 2025, 16:00 Hrs.** Date of Opening: **21/08/2025, 16:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or **Visit:https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Muriganga-1 Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
PURULIA-II DEVELOPMENT BLOCK
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID bdoeopurulia2@gmail.com

e-tender is being invited by the Block Development Officer, Purulia-II of village : Bongabari, Post : V.Nagar, Dist: Purulia, for the development work under source of fund : NRLM under Purulia-II PS vide E-Tendering Notice(eNIT) No. **WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)-03/2025-26.** For more details requesting to follow the Office Notice Board **www.wbtenders.gov.in or www.purulia.gov.in** or may contact General Section of the undersigned on office day & time.

Sd/- Block Development Officer
Purulia-II Development Block

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
Sankaril Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No	Tender Reference No	Tender ID	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	eN.I.T -EO/SNK/eNIT-12 (15th FC-25-26)/2025-26, Sl. No.-01 to 07	2025_ZPHD_889774_1 2025_ZPHD_889774_2 2025_ZPHD_889774_3 2025_ZPHD_889774_4 2025_ZPHD_889774_5 2025_ZPHD_889774_6 2025_ZPHD_889774_7	18/08/2025	20/08/2025

Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/-
EXECUTIVE OFFICER
SANKRAIL PANCHAYAT SAMITY, HOWRAH

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড
CIN: L25199WB1990PLC048791
রেজি অফিসঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেহপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ৫১৩, ভারত
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, ভারদান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	স্বতন্ত্র				অস্বতন্ত্র			
	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১।০৩।২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০।০৬।২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১।০৩।২৫ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১।০৩।২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০।০৬।২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১।০৩।২৫ (পরীক্ষিত)
১. কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	১,০৯০.২৮	১,৪৫৬.৫২	১,০৯০.২৯	৪,৭৪৯.২৯	১,০৯০.২৮	১,৩৪১.৯৭	১,১৪১.৮১	৪,৭৩৩.৬৬
২. নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অসাধারণ আইটেম #)	৭০.০৫	১০৬.৬১	৬১.৫০	২৬৫.৫৯	৭০.০৫	৩৯.৭২	৫২.৪৭	১৭৩.৭২
৩. নিটলাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ পরে এবং/ অসাধারণ আইটেম #)	৫৫.০৫	১৪.১৮	৪৮.৫০	১৩১.১৬	৫৫.০৫	(৮২.৭২)	৩৯.৪৭	৩৯.২৯
৪. নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অসাধারণ আইটেম #)	৫৫.০৫	১৪.১৮	৪৮.৫০	১৩১.১৬	৫৫.০৫	(৮২.৭২)	৩৯.৪৭	৩৯.২৯
৫. সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় সমন্বিত (লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	৫৫.০৫	(১০.৫০)	৪৮.৫০	১০৬.৪৮	৫৫.০৫	(১০৭.৪০)	৩৯.৪৭	১৬.৬১
৬. ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭. ব্যালেন্সে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদ দিয়ে রিজার্ভ আগের হিসাব বছরের শীট	-	-	-	-	-	-	-	-
৮. শেয়ার প্রতি আয় (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) (প্রতিটি ১০ /- অভিহিত মূল্য) মূল ও মিশ্র (*বার্ষিক নয়)	০.৩৭	০.১০	০.৩৩	০.৮৯	০.৩৭	(০.৫৬)	০.২৭	০.২৭

বিঃদ্রঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.kryptongroup.com) এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারেঃ

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১২।০৮।২০২৫

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
(জয় সিং বারদিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00467932

SPANGLE MARKETING LIMITED
CIN: L51311WB1984PLC050209
Regd.Office:P-103,Princeep Street, 3rd Floor,Room No.24, Kolkata -700072 Phone :- 033 2282-5020/ 22805022
Email:parida.1995@rediffmail.com **Website:** www.spanglemarketing.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2025
(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	3 Months Ended 30.06.2025 (Unaudited)	3 Months Ended 31.03.2025 (Audited)	3 Months Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	**Income from Operations**				
	Net sales/ Income from Operations	-2.61	-56.93	0.27	-5.42
2	Other Operating Income	0.00	0.010	0.00	0.14
4	**Expenses**				
	(a) Cost of Meterials Consumed	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) Employee Benefits Expenses	1.62	2.12	2.13	11.04
	(e) Finance Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Depreciation and amortisation expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
	(g) Other expenses	1.34	2.01	1.14	4.89
5	**Profit / (Loss) from operations before exceptional and extraordinary items and tax (3-4)**	**-5.57**	**-61.06**	**-2.99**	**-21.22**
6	Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**Profit/ (Loss) from ordinary activities before extraordinary items & tax (5-6)**	**-5.57**	**-61.06**	**-2.99**	**-21.22**
8	**Extraordinary items**	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**Profit / (Loss) from Ordinary activities before Tax (7-8)**	**-5.57**	**-61.06**	**-2.99**	**-21.22**
10	**Tax expenses**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Current year Tax	0.00	0.00	0.00	0.00
	Income tax provision for earlier year	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deferred Tax	0.00	0.00	0.00	0.00
11	**Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax (9-10)**	**-5.57**	**-61.06**	**-2.99**	**-21.22**
12	Profit/(Loss) from discontinuing operation	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Tax expenses of discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Profit /(Loss) from discontinuing operations (after Tax) (12-13)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15	**Net Profit / (Loss) for the period (11+14)**	**-5.57**	**-61.06**	**-2.99**	**-21.22**
16	Other Comprehensive Income (net of Taxes)				
	A. (i)Items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. (i) Items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Comprehensive Income for the Period (15+16) (Comprising profit (Loss) and other comprehensive income for the Period				
17	Paid-up equity share capital (Shares of Rs 10/- each)	220.22	220.22	220.22	220.22
18	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	0.00	0.00	0.00	111.09
19	**Earnings per Equity share (Rs. 10/- each) for continuing operation : (not annualised)**				
	(a) Basic	-0.025	-0.277	-0.014	-0.096
	(a) Diluted	-0.025	-0.277	-0.014	-0.096

See accompanying notes to the financial results

Notes :
1. The above statement of Unaudited Standalone financial results for the quarter and year ended 30th June, 2025 are specified in companies (Indian Accounting Standrard) Rules 2015 and SEBI Regulation with Subsequent amandments.
2. The above unaudited financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Director at their meeting held on 12.08.2025 .
3. The above financial results has been subjected to limited review by the statutary auditer of the company.
4. The figure for the previous period has been regrouped /rearranged where considered necessary to conform to the current year classification .
5. This statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure obligation) Regulation,2015 as amended.
6. There is no invester Complaints received or pending as on quarter ending 30th June ,2025

Place : Kolkata
Date : 12.08.2025

For and on behalf of the Board of Directors
For Spangle Marketing Limited

Sd/-
Amit Kumar Giri
PAN:AOXPG9060P

Sd/-
(P C Karmakar)
Director
DIN : 06514584

Sd/-
S. K. Parida
WTD
DIN : 00062443

গিলের দলীপ ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্তে খুশি সানি, বললেন, সতীর্থদের কাছে সঠিক বার্তা যাবে

মুম্বই, ১২ আগস্টঃ ভারতের লাল বলের নতুন অধিনায়ক শুভমান গিল তাঁর অধিনায়কত্বের প্রথম পরীক্ষায় লেটার মার্কস নিয়েই পাস করেছেন, এমনই অভিমত বিশেষজ্ঞদের। গিলের অধিনায়কত্ব তাঁর ব্যাটিংয়ে কোনও প্রভাব ফেলেনি। ইংল্যান্ড-ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজ ২-২ ব্যবধানে শেষ হয়েছে। সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও হয়েছেন শুভমান গিল। ইংল্যান্ড সফর শেষে দেশে ফিরে তিনি জানিয়েছেন, উত্তরাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রফি খেলবেন। গিলকেই অধিনায়ক করেছেন উত্তরাঞ্চলের নির্বাচকরা। গিলের এই সিদ্ধান্ত মুগ্ধ করেছে ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরকে। ভারতের সর্বকালের সেরা ওপেনার বলেছেন, ''শুভমান গিলের এই সিদ্ধান্ত তাঁর সতীর্থদের কাছে বার্তা দেবে যে, আন্তর্জাতিক ম্যাচ না থাকাকালীন ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশ করা উচিত।'' গাভাসকর নিজের কলমে লিখেছেন, 'গিলের উত্তরাঞ্চলের হয়ে অধিনায়কত্ব করা এই টুর্নামেন্টের জন্য একটি ভাল লক্ষণ। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারতীয় দলের অধিনায়ক

বাকিদের কাছেও সঠিক বার্তা দিচ্ছে। গিলের সিদ্ধান্ত বাকিদের বুঝিয়ে দেবে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশ করো। ছয় সপ্তাহে পাঁচটি টেস্ট খেলার পর বিশ্রাম না নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয়, গিল কতটা ক্রিকেট নিবেদিত প্রাণ।' গাভাসকর আরও বলেন, গিলের খেলা খুবই ইতিবাচক। তবে দলীপ ট্রফি থেকে ভারতের ফ্রন্টলাইনার বোলারদের বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্তটিকে বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে করছেন টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজারি ক্লাবের প্রথম সদস্য। সানি বলেন, 'ফাস্ট বোলাররা দলীপে খেলবে না, এটা খুবই ভাল দিক। কারণ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে এবার ইংল্যান্ডে খুবই গরম ছিল। পেসারদের খুবই পরিশ্রম গিয়েছে। একটানা বোলিং করায় তাদের শক্তি অবশ্যই ক্ষয় হয়েছে। ওদের বিশ্রাম প্রয়োজন।'

নতুন মরশুমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন গুরপ্রীত সিং

বেঙ্গালরু, ১২ আগস্টঃ গত ২০২৪-২৫ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) মরশুমে বেঙ্গালুরু এফসি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছিল। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই তারা কলকাতার ময়দানের শক্তিশালী দল ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে দারুণ শুরু করেছিল। এই জয় দলের সকলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বে বেঙ্গালুরু এফসি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল এবং সহজেই সুপার সিক্সে জায়গা করে নিয়েছিল। চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডেও জেরার্ড জারাগোজার দল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছিল। মানোলো মার্কেজের শক্তিশালী এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে প্রথম লেগে তারা সহজ জয় অর্জন করেছিল। দ্বিতীয় লেগে গোয়া দল প্রতিরোধ গড়ে তুললেও, সুনীল ছেত্রীর গোল সমস্ত হিসাব বদলে দেয়। তবে, ফাইনালে কলকাতার আরেক শক্তিশালী দল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল বাগান শিবির। এই নিয়ে বেঙ্গালুরু এফসি মোহনবাগানের কাছে দুইবার ফাইনালে পরাজিত হয়েছে। এই হতাশা কাটিয়ে ২০২৫-২৬ মরশুমে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসার লক্ষ্য নিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। ম্যানেজমেন্ট অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক বিদেশি খেলোয়াড়কে রিলিজ করা হয়েছে। পুরনো দলের মধ্যে মাত্র দুইজন বিদেশি খেলোয়াড়কে ধরে রেখে বাকিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিকল্পনা করেছিল আইএসএলের এই ক্লাব। শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের আয়োজন নিয়ে প্রথম থেকেই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। আয়োজক সংস্থা ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল) এবং সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) মধ্যে মার্কেটিং রাইটস অ্যাগ্রিমেন্ট (এমআরএ) নবীকরণের কথা থাকলেও তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ফলে, আগামী মরশুমে আইএসএল আদৌ আয়োজিত হবে কিনা, এবং হলেও দুই লেগে হবে কিনা, তা নিয়ে এখনও কোনো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। এই অনিশ্চয়তার কারণে দেশের একাধিক ফুটবল ক্লাবের দল গঠনের কাজ পিছিয়ে গেছে। এমনকি বর্তমান খেলোয়াড়দের চুক্তি নিয়েও ক্লাবগুলো চিন্তায় পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওড়িশা এফসি থেকে শুরু করে বেঙ্গালুরু এফসি কিছুদিন আগে ফোর্স ম্যাজিউরের মাধ্যমে খেলোয়াড়, কোচ এবং সাপোর্টিং স্টাফদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে, কর্নাটকের এই ক্লাব এখনও প্রি-সিজন প্রস্তুতি শুরু করতে পারেনি। তবে, এই সংকটের মধ্যেও ভারতের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু নিজেকে ফিট রাখতে কোনো কসরত বাকি রাখছেন না। সম্প্রতি তাকে দেশের অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় দলের ফুটবলারদের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গেছে। কেরালা ব্লাস্টার্স তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি আপলোড করে সান্ধুর প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে। গত মরশুমে গুরপ্রীতের পারফরম্যান্স খুব একটা সন্তোষজনক

ছিল না। বেশ কয়েকটি ম্যাচে তার ভুলের কারণে দলকে পয়েন্ট হারাতে হয়েছিল। তবে, সেই হতাশা কাটিয়ে তিনি এখন থেকেই নিজের হারানো ছন্দ ফিরিয়ে আনতে মরিয়া। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করছেন। গুরপ্রীতের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা বেঙ্গালুরু এফসির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দলের রক্ষণভাগের প্রধান স্তম্ভ এবং চাপের মুহূর্তে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আইএসএলের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বেঙ্গালুরু এফসি তাদের দল গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন কোচ এবং খেলোয়াড়দের নিয়োগের পরিকল্পনা চলছে, তবে চুক্তি স্থগিতের কারণে এই প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। দলের অন্যতম তারকা খেলোয়াড় সুনীল ছেত্রীও নতুন মরশুমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। গত মরশুমে তার নেতৃত্বে দল ফাইনালে পৌঁছালেও শিরোপা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এই মরশুমে তিনি এবং গুরপ্রীত মিলে দলকে শিরোপার দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখছেন। আইএসএলের আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তা ক্লাব এবং সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এফএসডিএল এবং এআইএফএফ-এর মধ্যে চুক্তি নবীকরণ না হওয়ায় টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদি টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়, তবে এটি একক লেগে হবে নাকি দুই লেগে, তা নিয়েও স্পষ্টতা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলোর জন্য প্রি-সিজন প্রস্তুতি এবং খেলোয়াড় নিয়োগের কাজ চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। তবে, বেঙ্গালুরু এফসির মতো ক্লাবগুলো আশাবাদী যে পরিস্থিতি শীঘ্রই স্বাভাবিক হবে। গুরপ্রীত সিং সান্ধু তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দিয়ে বেঙ্গালুরু এফসিকে নতুন মরশুমে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। গত মরশুমের হতাশা কাটিয়ে তিনি নিজেকে ফিট রাখতে এবং ছন্দ ফিরিয়ে আনতে কঠোর পরিশ্রম করছেন। আইএসএলের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, বেঙ্গালুরু এফসি এবং গুরপ্রীতের লক্ষ্য শিরোপা জয়ের স্বপ্ন পূরণ করা। সমর্থকরা আশা করছেন, গুরপ্রীতের নেতৃত্বে দল নতুন মরশুমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাবে এবং মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারবে।

অভিষেক-সঞ্জুতে আস্থা

ভারতের এশিয়া কাপ স্কোয়াডে চমক!

মুম্বই, ১২ আগস্টঃ ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতির অন্যতম মঞ্চ হিসেবে এশিয়া কাপকেই বেছে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগামী মাসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে বসবে এই প্রতিযোগিতার আসর। সেই লক্ষ্যেই তৈরি হচ্ছে ভারতের চূড়ান্ত দল। আর এই দল বাছাই নিয়ে ক্রিকেট মহলে শুরু হচ্ছে জোর চর্চা। কারণ, এশিয়া কাপের দলে নাও দেখা যেতে পারে ইংল্যান্ড সফরের ভারতের তিন তারকা ব্যাটারকে। জানা গিয়েছে, শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়াল এবং কেএল রাহুলকে বাদ দিয়ে দল গড়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ও কোচ গৌতম গম্ভীর। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) ফিটনেস রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই ১৯ বা ২০ আগস্ট ঘোষণা করা হবে ভারতীয় দল। সূত্র অনুযায়ী, এশিয়া কাপের দল প্রাথমিকভাবে গঠন করা হচ্ছে বিশ্বকাপের স্কোয়াড মাথায় রেখে। তাই বাড়তি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা খুব একটা রাখছেন না নির্বাচকরা। এই মুহূর্তে ভারতের টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং লাইন আপ বেশ স্থিতিশীল। অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনের ওপেনিং জুটি বেশ সফল। তিন ও চার নম্বরে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও তিলক বর্মার পারফরম্যান্সও নজরকাড়া। পাঁচ নম্বরে থাকছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এই ব্যাটিং অর্ডারে জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না শুভমন, যশস্বী কিংবা রাহুল। বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, ''অভিষেক এখন টি-

টোয়েন্টিতে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার। সঞ্জু দারুণ ছন্দে রয়েছে। সূর্য অধিনায়ক। তিলকও নিজের জায়গা পাকা করেছে। ওদের বাদ দিয়ে কাউকে জায়গা দেওয়া কঠিন।'' শুধু এই তিন জনই নয়, আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে থাকা সাই সুদর্শনকেও রাখা হচ্ছে না এই দলে। এমনকি, উইকেটরক্ষক হিসেবে ঋষভ পন্থের ফিটনেস নিয়ে সংশয় থাকায় তাঁকে বিবেচনায়ই রাখছেন না নির্বাচকরা। সঞ্জু স্যামসন প্রথম পছন্দ হলেও, দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন জিতেশ শর্মা এবং ধ্রুব জুরেল। বিশেষ করে আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ফিনিশারের ভূমিকা পালন করায় জিতেশের সম্ভাবনাই বেশি। অলরাউন্ডার বিভাগে ভারতের হাতে রয়েছে একাধিক বিকল্প। ছয় থেকে আট নম্বর পর্যন্ত ব্যাটিং অর্ডারে দেখা যেতে পারে রিঙ্কু সিংহ, অক্ষর পটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং শিবম দুবেকে। চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন প্রতিশ্রুতিমান অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। তাঁর এশিয়া কাপে ফেরা প্রায় অসম্ভব। স্পিন বিভাগে দুই অভিজ্ঞ মুখ বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদবকে রাখা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে। পেস আক্রমণে নেতৃত্ব দেবেন জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁকে ঘিরে অবশ্য কিছুটা সংশয় রয়েছে। ইংল্যান্ড সফরে খেলার পর বিশ্রামের প্রয়োজন হতে পারে তাঁর। এমন পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপে খেলার সম্ভাবনা থাকলেও, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। এছাড়া, তরুণ পেসার অর্শদীপ সিংহ তো রয়েছেই।

১০০ কোটির মানহানির মামলায় ধোনির বয়ান রেকর্ডের নির্দেশ হাই কোর্টের

চেন্নাই, ১২ আগস্টঃ ১১ বছর আগে মামলা করেছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ২০১৪ সালে দায়ের হওয়া সেই মামলার শুনানি শুরু হতে চলেছে ২০২৫ সালে। ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলায় ধোনির বয়ান রেকর্ডের নির্দেশ দিয়েছেন মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতি। ২০১৪ সালে দুই সংবাদমাধ্যম ও এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন ধোনি। তাঁর অভিযোগ, ২০১৩ সালে সংবাদমাধ্যমের এক অনুষ্ঠানে আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে আলোচনার সময় তাঁর নাম নেওয়া হয়েছিল। এতে তাঁর সম্মানহানি হয়েছে। আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটার কারণে চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসকে দু'বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল। সেই সময় অন্য দলের হয়ে খেলেছিলেন ধোনি। চেন্নাইয়ের প্রত্যাবর্তনের পর একটা অনুষ্ঠানে গড়াপেটার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। তাই গড়াপেটায় তাঁর নাম নেওয়ায় চুপ থাকেননি ধোনি। সরাসরি মাদ্রাজ হাই কোর্টে মামলা করেন।

ডুরান্ডকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঘরোয়া লিগের ম্যাচে 'না' মোহনবাগানের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ বুধবার মেসার্সের বিরুদ্ধে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ রয়েছে মোহনবাগানের। কিন্তু ডুরান্ড কাপে মূল দলের একাধিক ফুটবলার অংশ নিচ্ছেন। ফলে কলকাতা লিগের ম্যাচে সেই ফুটবলারদের ছাড়া দল নামাতে চায় না মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এই যুক্তিতে ডুরান্ড কাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা লিগের কোনও ম্যাচ খেলবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল সবুজ-মেরুন শিবির। সোমবার রাতে এই বিষয়ে লিখিতভাবে আইএফএকে জানিয়ে দিয়েছে ক্লাব। প্রসঙ্গত, চলতি মরসুমে মোহনবাগানের ১৮ জন ফুটবলার ডুরান্ড কাপে রেজিস্টার্ড রয়েছেন। তার মধ্যে নিয়মিত ৮-৯ জন খেলোয়াড় প্রথম একাদশে সুযোগ পাচ্ছেন। অধিকাংশই তরুণ ফুটবলার, যাঁদের দায়িত্বে ভর করেই ডুরান্ডে দারুণ খেলছে মোলিনার দল। ইতিমধ্যে তিনটি ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এই পরিস্থিতিতে যদি কলকাতা লিগের ম্যাচও খেলতে হয়, তবে

খেলোয়াড়দের ওপর শারীরিক চাপ যেমন বাড়বে, তেমনই চোট-আঘাতের ঝুঁকিও থেকে যাবে। সেই কারণেই ক্লাব কর্তৃপক্ষ চায় ডুরান্ড অভিযান শেষ হলে তবেই কলকাতা লিগে নামুক দল। এই বিষয়ে প্রথমবার ৮ আগস্ট নিয়ামক সংস্থা আইএফএকে চিঠি দিয়েছিল মোহনবাগান। সিইও বিনয় চোপড়ার স্বাক্ষরিত সেই চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছিল, ডুরান্ড চলাকালীন যেন কলকাতা লিগের কোনও ম্যাচ না দেওয়া হয়। তবে অভিযোগ, সেই অনুরোধে কর্ণপাত করেনি আইএফএ। তাদের তরফ থেকে ১৩ আগস্ট মেসার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ নির্ধারিত করা হয়েছে। যদিও প্রথমে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল মোহনবাগান মাঠে, কিন্তু সম্প্রচার সংক্রান্ত কারণে তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নৈহাটিতে। এই পরিস্থিতিতে ফের ১১ আগস্ট ক্লাব আইএফএকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়, তারা ম্যাচ খেলবে না। মোহনবাগানের তরফে বক্তব্য, ''ডুরান্ড কাপ এশিয়ার অন্যতম ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতা। আমরা সেখানে মূল দল নামিয়েছি এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে খেলছি। এই অবস্থায় ডুরান্ড ও কলকাতা লিগ, দুটো টুর্নামেন্ট একসঙ্গে খেলা সম্ভব নয়। ফুটবলারদের স্বার্থে আমরা কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলতে পারছি না।'' এদিকে, ডুরান্ড কাপের শেষ আটে উঠেছে মোহনবাগান। শেষ ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারকে ৫-১ ব্যবধানে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছে মোলিনার দল। সেই ম্যাচে জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্সদের গোল আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে দল মরসুমের শুরু থেকেই চ্যাম্পিয়নশিপে চোখ রেখেছে। ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ এখনও নির্ধারিত হয়নি। ডার্বির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে কোয়ার্টার ফাইনালেই ডার্বি চাইছে না দুই প্রধানই। ফলে সম্ভাবনা রয়েছে, দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে।

নতুনদের হাত ধরে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জামিলের দল

জামশেদপুর, ১২ আগস্টঃ ভারতীয় ফুটবলের পুরনো ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট ডুরান্ড কাপ। এবার একেবারে ভিন্ন চেহারায় হাজির হয়েছে জামশেদপুর এফসি। তাদের কোচ খালিদ জামিল বরাবরই পরিচিত তাঁর নিজস্ব ট্যাকটিক্যাল গভীরতার জন্য। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবছর জামিলের অধীনে গড়া জামশেদপুর প্রায় নতুন মুখে ভরপুর। ডুরান্ড কাপ ২০২৫ গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। গ্রুপ 'সি'র শীর্ষে থেকে জামশেদপুর এফসির যাত্রা বেশ নজরকাড়া। কারণ তিন ম্যাচেই কোচ খালিদ জামিল ভরসা রেখেছেন একেবারে নতুন ১১ জন খেলোয়াড়ের উপর। তাঁদের মধ্যে সাতজনই এবার প্রথমবারের মতো জামশেদপুরের জার্সি গায়ে খেলছেন। কিন্তু মাঠে তাঁদের পারফরম্যান্স দেখে বোঝার উপায় নেই যে তাঁরা একসঙ্গে খেলছেন প্রথমবার। মহামেডান স্পোর্টিং থেকে আসা মনবীর সিং যেন পুরনো ছায়া মুছে নতুন উদ্যমে খেলতে শুরু করেছেন। একট গুরুত্বপূর্ণ গোল, টানা প্রেসিং, ও প্রতিপক্ষ ডিফেন্সকে দমিয়ে রাখা। সবকিছুতেই মনবীর প্রমাণ করে দিয়েছেন কেন কোচ তাঁর ওপর আস্থা রেখেছেন। আই-লিগ দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে উঠে

আসা প্রফুল কুমার হয়ে উঠেছেন দলের রক্ষণেরঅন্যতম স্তম্ভ। শুধু রক্ষণ সামলানো নয়, তাঁর লম্বা থ্রো-ইন থেকে এসেছে অ্যাসিস্ট এবং নিজেও করেছেন একটি গোল। তার পারফরম্যান্স তাঁকে এনে দিয়েছে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' পুরস্কার। রাইট উইংয়ে সার্থক গোলুই যেমন রক্ষণে দৃঢ়, তেমনই ফাঁক পেলেই সামনে উঠে আক্রমণে অংশ নিচ্ছেন। তিনি এই মরসুমে দলের প্রথম গোলটিও করেছেন। অন্যদিকে, উইংয়ে ভিন্সি ব্যারেটো গতি ও চতুরতা প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে ভেঙে দিচ্ছে। তাঁর নামের পাশে রয়েছে তিনটি অ্যাসিস্ট এবং একটি শট যা শেষ ম্যাচে আত্মঘাতী গোলে পরিণত হয়। সর্বশেষ ম্যাচে প্রথম একাদশে নামা ভিপি সুহায়ের গোল না করলেও তার মুভমেন্ট ও সানানের সঙ্গে বোঝাপড়া দলকে একাধিক সুযোগ এনে দিয়েছে। তাঁর চেষ্টাশীলতা চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি নিশু কুমারের উপস্থিতি এনেছে ভারসাম্য এবং ডিফেন্সিভ কভারে তাঁর অবদান অসামান্য। অন্যদিকে, গোলরক্ষক আমৃত গোপ এই টুর্নামেন্টে নিজেকে প্রমাণ করেছেন এক 'রিভেলেশন' হিসেবে। তিনি দুটি ক্লিন শিট রেখেছেন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে বাঁচিয়েছেন। জামশেদপুর এফসির যুব কাঠামো থেকেও এসেছে বড় অবদান। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগ থেকে উঠে আসা কার্তিক চৌধুরি ও লালহ্রিয়াতপুইয়া সুযোগ পেয়ে নজর কেড়েছেন। মাঝমাঠে জয়েশ রানে ও প্রনয় হালদার একে অপরের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে দলকে ভারসাম্য দিয়েছেন। একজন আক্রমণ গড়েছেন, আরেকজন রক্ষণ সামলেছেন। খালিদ জামিলের পরিকল্পনায় কোনো তারকা নির্ভরতা নেই। তাঁর দলের মূল মন্ত্র 'ইনটেনসিটি এবং একতা'। একে অপরের জন্য খেলো, পরিকল্পনায় থাকো, আর সর্বোচ্চটা দাও। এই দৃষ্টিভঙ্গি জামশেদপুরকে এনে দিয়েছে গ্রুপ 'সি'-তে শীর্ষস্থান এবং অপরাজিত থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছনোর সুবর্ণ সাফল্য।

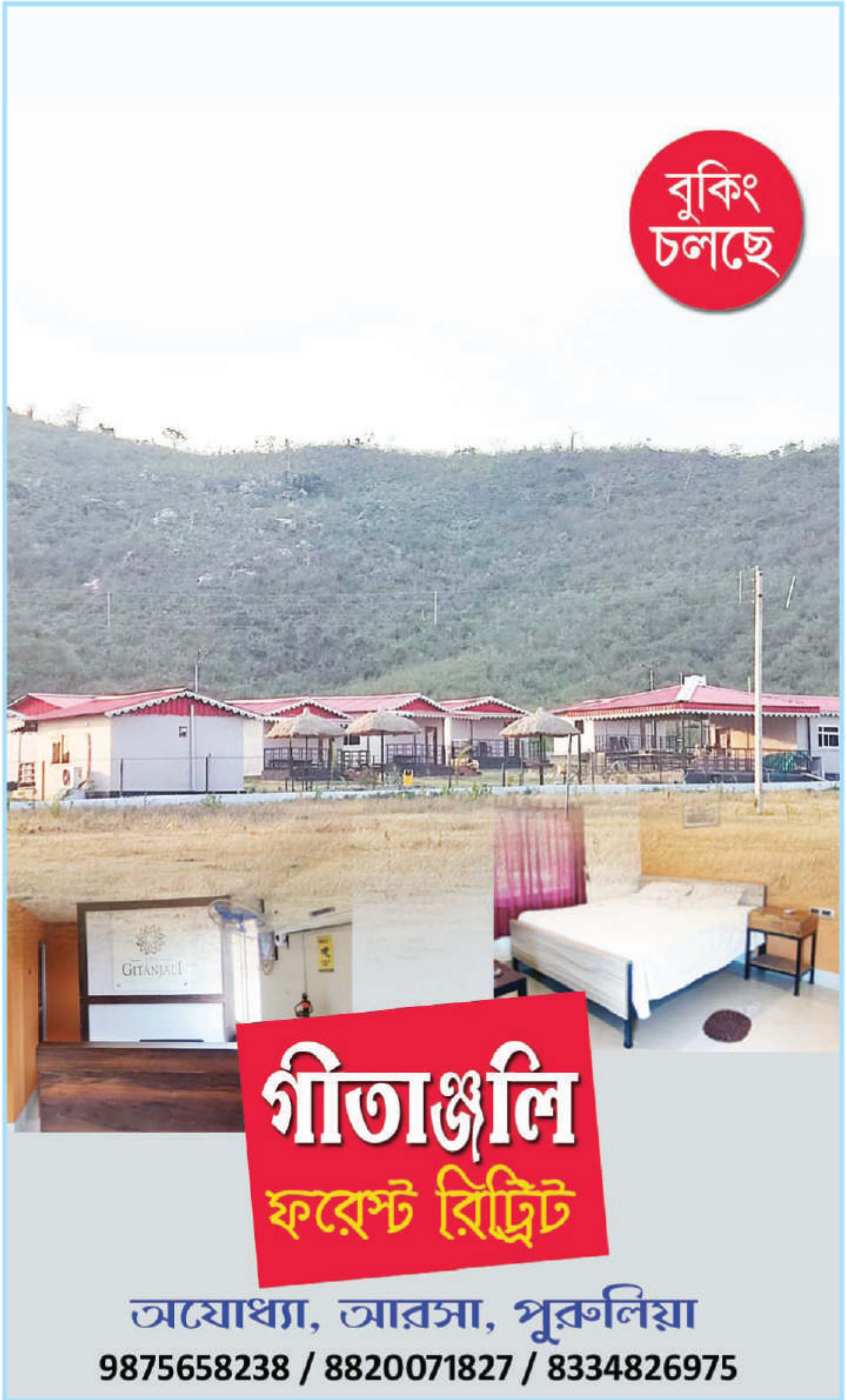

অবশেষে জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব রোনাল্ডোর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অবশেষে বহুল প্রতীক্ষিত সেই ক্ষণটা এসেই গেল। পরিচয়ের ৯ বছর পর প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। গুচির এক শোরুম থেকে যে গল্পটা শুরু হয়েছিল, সেটিই এখন চূড়ান্ত পরিণতি পাওয়ার অপেক্ষায়। শুরুটা হয়েছিল ২০১৬ সালে মাদ্রিদের এক শীতের বিকেলে। বিকেলটা তখন সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে পড়ছে। সাধারণ চোখে সাদামাটা একটা দিন। কিন্তু দিনের রংটা বদলে যায় যখন সানগ্লাস পরে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো মাদ্রিদে গুচির শো রুমে প্রবেশ করেন। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন জর্জিনা রদ্রিগেজ নামের এক তরুণী। রোনাল্ডোর দুনিয়াবিস্তৃত খ্যাতির সামনে জর্জিনা নিতান্তই এক সাধারণ বিক্রয়কর্মী। কিন্তু প্রেম বা ভালোবাসা মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি কিছুই। সেদিন চোখে চোখ পড়তেই শুরু হলো নতুন এক প্রেমের গল্প। প্রথম দিনের দেখায় তেমন কোনো কথা না হলেও সেই মুহূর্তটা যে নতুন কিছুর জন্ম দিয়েছিল, তা বুঝতে বাকি রইল না কারোই। যাকে বলে প্রথম দেখায় প্রেম। এরপরই নানা ছুতোয় দেখা করতে শুরু

করলেন তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকে প্রেমের কথাটা সবার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন তাঁরা। রোনাল্ডো-জর্জিনাকে প্রথম একসঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায় ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার অনুষ্ঠানে। তখনই মূলত এ দুজনের প্রেমের গুঞ্জনটা বাস্তবতায় রূপ নেয়। একই বছরের নভেম্বরে জর্জিনার জীবন আলোকিত করে আলানা মার্তিনা নামের কন্যাসন্তান। সে সময় রোনাল্ডোর অন্য সন্তানদেরও দায়িত্বও নেন জর্জিনা। ২০২২ সালে আবারও মা-বাবা হন জর্জিনা-রোনাল্ডো। জন্ম নেয় বেলা এস্মেরলাদা নামের আরেকটি কন্যাসন্তান। শুধু সন্তানদের লালন-পালনই নয়, তখনই থেকে রোনাল্ডোর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জর্জিনার নাম। রোনাল্ডোর যেকোনো বিশেষ মুহূর্তে তাঁর পাশে দেখা গেছে জর্জিনাকে। পাশাপাশি এ সময়ের মধ্যে জর্জিনাও ফ্যাশন ও বিনোদনজগতে নিজের আলাদা জায়গা তৈরি করেছেন। তবে সবকিছু ঠিকমতো চললেও প্রেমটা পরিণয়ে রূপান্তরিত না হওয়ায় একটা আক্ষেপ যেন থেকেই গিয়েছিল। অবশেষে সেই আক্ষেপও মিটতে যাচ্ছে এবার। রোনাল্ডোর বাগদত্তা হওয়ার খবরটি গতকাল নিজের ইনস্টাগ্রামে হ্যান্ডলে জর্জিনা নিজেই জানিয়েছেন। একটি হাতের ওপর হীরার আংটি পরা নিজের হাতের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে জর্জিনা লেখেন, 'হ্যাঁ আমি রাজি। এই জীবনে এবং আমার অন্য সব জন্মেও।' স্বাভাবিকভাবেই সবার ধারণা, অন্য হাতটি রোনাল্ডোর। এই ছবিতে স্থান হিসেবে জর্জিনা ট্যাগ করেছেন সৌদি আরবের রিয়াদ শহরকে, যেখানকার ক্লাব আল নাসরে বর্তমানে খেলছেন রোনাল্ডো। এখন রোনাল্ডো ও জর্জিনা কবে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হবেন, সেদিকেই চোখ থাকবে সবার। তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা নিশ্চিতভাবে মনে রাখার মতোই একটা ঘটনা হতে যাচ্ছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com